কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা, গ্রন্থাঙ্ক-৮২

# মহাভারতে চতুর্বর্গ

শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ,
অধ্যাপক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন



महाभारते चतुरवर्ग



# মহাভারতে চতুর্বর্গ

Calcutta Sanskrit College Research Series No. LXXXII

*Published under the auspices of the Government of West Bengal*

STUDIES NO. 58

# Mahābhārate Caturvarga



SANSKRIT COLLEGE
CALCUTTA
1972

*Calcutta Sanskrit College Research Series, No. LXXXII*

# Mahābhārate Caturvargā

*By*

**Sukhamoy Bhattacharya, Śāstrī Saptatīrtha,**
Reader in Sanskrit,
*Visvabharati University*, *Santiniketan*

SANSKRIT COLLEGE
CALCUTTA
1972

*Published By*

The Principal, Sanskrit College,
1, Bamkim Chatterji Street, Calcutta-12

**Price : Rs. [illegible]·00**

*Printed By*

**Aurora Printers, 57, Srigopal Lane, Calcutta-12**

কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা, গ্রন্থাঙ্ক-৮২

# মহাভারতে চতুর্বর্গ

শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ,
অধ্যাপক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়,        নিকেতন





# ভূমিকা

পণ্ডিত সুখময় সপ্ততীর্থ মহাশয় ভারতের জাতীয় মহাকাব্যদ্বয় অবলম্বন করিয়া বাংলা ভাষায় একাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়া সবিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন—শিক্ষিত বাঙালীমাত্রই এ বিষয়ে যথেষ্ট অবহিত। কিছুকাল পূর্বে সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে 'মহাভারতে চতুর্বর্গ' বিষয়ে কয়টি বক্তৃতা দিবার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হন—তাহারই ফলস্বরূপ বর্তমান নাতিদীর্ঘ নিবন্ধটি প্রকাশিত হইতেছে।

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বিধ পুরুষার্থই মানবের যাবতীয় প্রবৃত্তির মূল এবং জীবনযাত্রার ভিত্তিস্বরূপ—ইহা ভারতীয়গণের নিকট নির্বিবাদসিদ্ধ। প্রত্যেকটি পুরুষার্থ সাধনের উপায় প্রদর্শনের জন্য প্রাচীন ভারতে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র রচিত হইয়াছিল। মনু প্রভৃতির ধর্মশাস্ত্র, কৌটিল্য প্রভৃতি আচার্য প্রণীত অর্থশাস্ত্র, মহর্ষি বাৎস্যায়ন প্রণীত কামশাস্ত্র এবং উপনিষদাদি মোক্ষশাস্ত্র মানবের উক্ত চতুর্বিধ পুরুষার্থসিদ্ধির উপায়ভূত পথ আমাদের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু মহর্ষি দ্বৈপায়ন প্রণীত মহাভারত এমন একখানি গ্রন্থ যাহাতে সর্ববিধ পুরুষার্থের একত্র সমাবেশসাধন ঘটিয়াছে। মহাভারতে সত্য সত্যই বলা হইয়াছে—

"ধর্মে চার্থে চ কামে মোক্ষে চ ভরতর্ষভ।
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ॥"

কিন্তু যদিও পুরুষার্থচতুষ্টয় সম্বন্ধে অতিবিচিত্র ও অতিবিস্তৃত আলোচনা এই মহাকাব্যে স্থান পাইয়াছে বটে, তথাপি পরম পুরুষার্থ মোক্ষ এবং নির্বেদপ্রধান শান্ত রসই যে এই মহাকাব্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, ইহা 'কবি-বিদ্বৎ-সহৃদয়-চক্রবর্তী' আচার্য আনন্দবর্ধন তৎপ্রণীত 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের চতুর্থ উদ্দ্যোতে অতি নিপুণভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন—

"মহাভারতেঽপি শাস্ত্ররূপং কাব্যচ্ছায়ান্বয়িনি বৃষ্ণিপাণ্ডববিরসাবসান-বৈমনস্যদায়িনীং সমাপ্তিমুপনিবধ্নতা মহামুনিনা বৈরাগ্যজননতাৎপর্যং প্রাধান্যেন স্বপ্রবন্ধস্য দর্শয়তা মোক্ষলক্ষণঃ পুরুষার্থঃ শান্তো রসশ্চ মুখ্যতয়া বিবক্ষাবিষয়ত্বেন

সূচিতঃ ...ততশ্চ শান্তো রসো রসান্তরৈর্মোক্ষলক্ষণঃ পুরুষার্থঃ পুরুষার্থান্তরৈস্তদুপসর্জনত্বেনানুগম্যমানোঽঙ্গিত্বেন বিবক্ষাবিষয় ইতি মহাভারততাৎপর্যং সুব্যক্তমেবাবভাসতে।..."

এই সুবিশাল মহাকাব্যের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন অধ্যায়ে চতুর্বিধ পুরুষার্থ সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা বিক্ষিপ্তভাবে নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা সাধারণ পাঠকের নিকট অনেক সময় স্ববিরোধী বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে। পণ্ডিত সুখময় সপ্ততীর্থ মহাশয় যেরূপ নৈপুণ্য সহকারে এই স্বল্পপরিসর গ্রন্থে ঐ সকল আপাতবিরুদ্ধ উক্তিগুলির মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করতঃ মহাভারতের প্রকৃত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রশংসার্হ। আমরা আশা করি শিক্ষিত বাঙালী পাঠক এই নিবন্ধখানি পাঠ করিলে পুরুষার্থ সম্বন্ধে ভারতীয় চিন্তার প্রকৃত মর্মগ্রহণে সমর্থ হইবেন এবং বহু বিভ্রান্তিকর ধারণা হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন।

সংস্কৃত কলেজ
২০।৩।৭২

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
অধ্যক্ষ

# নিবেদন

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের 'মহাভারত' গ্রন্থখানি অতলস্পর্শ সুধাসমুদ্র। যতই মন্থন করা যায় না কেন, ইহার অফুরন্ত অমৃত নিঃশেষে পান করিবার শক্তি সম্ভবতঃ কাহারও নাই। এই মহাগ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া বিচিত্র দৃষ্টিতে বহুমুখী আলোচনা চলিতেছে এবং চলিবে।

সম্ভবতঃ ভারতরচয়িতা মহর্ষির উদ্দেশ্য ছিল—সর্বজনীন চিত্তের উদ্দীপন ও উদ্বোধন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"দেশে যে-বিদ্যা, যে—মননধারা, যে—ইতিহাসকথা দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত ছিল, একসময়ে তাকে সংগ্রহ করা তাকে সংহত করার নিরতিশয় আগ্রহ জেগেছিল সমস্ত দেশের মনে। নিজের চিৎপ্রকর্ষের যুগব্যাপী ঐশ্বর্যকে সুস্পষ্টরূপে নিজের গোচর করতে না পারলে তা ক্রমশ অনাদরে অপরিচয়ে জীর্ণ হয়ে বিলুপ্ত হয়। কোনো এক কালে এই আশঙ্কায় দেশ সচেতন হয়ে উঠেছিল, দেশ একান্ত ইচ্ছা করেছিল আপন সূত্রচ্ছিন্ন রত্নগুলিকে উদ্ধার করতে, সংগ্রহ করতে, তাকে সূত্রবদ্ধ ক'রে সমগ্র করতে এবং তাকে সর্বলোকের ও সর্বকালের ব্যবহারে উৎসর্গ করতে। দেশ আপন বিরাট চিন্ময়ী প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষরূপে সমাজে স্থিরপ্রতিষ্ঠ করতে উৎসুক হয়ে উঠল। যা আবদ্ধ ছিল বিশেষ বিশেষ পণ্ডিতের অধিকারে, তাকেই অনবচ্ছিন্নরূপে সাধারণের আয়ত্তগোচর করবার এই এক আশ্চর্য অধ্যবসায়। এর মধ্যে একটি প্রবল চেষ্টা, অক্লান্ত সাধনা, একটি সমগ্র দৃষ্টি ছিল। এই উদ্যোগের মহিমাকে শক্তিমতী প্রতিভা আপন লক্ষ্যভূত করেছিল, তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় 'মহাভারত' নামটিতেই।"

বিশ্বকবি আরও বলিয়াছেন, যে, রামায়ণ ও মহাভারতের সরল অনুষ্টুপ্ ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র বৎসরের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া আসিতেছে।

বস্তুতঃ মানুষের জীবনে এরূপ কোন অবস্থাই থাকিতে পারে না, যাহাতে মহাভারতের দৃষ্টান্ত বা উপদেশের অবকাশ নাই। স্বয়ং গ্রন্থকার মহর্ষি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই এই বিরাট গ্রন্থের প্রকৃষ্ট পরিচয়—

ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ পুরুষর্ষভ।
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ ॥

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বর্গ অর্থাৎ সমবায়কে সংক্ষেপে বলা হয়—চতুর্বর্গ। পুরুষের অর্থাৎ মানবের অভীষ্ট বা প্রয়োজন বলিয়া এই চারিটিকে পুরুষার্থও বলা হইয়া থাকে।

অর্থ এবং কামের প্রতি আকর্ষণ মানুষের জন্মগত। এই দুইটি প্রাপ্তির নিমিত্ত কাহাকেও উপদেশ দিতে হয় না। ভোগপ্রবণ মানব বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই দুইটি পুরুষার্থের প্রতি দুর্বার আকর্ষণে ধাবিত হয়। এই দুইটিকে লাভ করিবার নিমিত্ত সে কোনপ্রকার দুঃখকেই দুঃখ বলিয়া মনে করে না। অনেক সময় সে ধর্মকে ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। পরন্তু শাস্ত্র উপদেশ দিতেছেন—এই দুইটি পুরুষার্থ লাভ করিতেও উপায়রূপে ধর্মকেই আশ্রয় করিতে হইবে। অর্থাৎ অর্থ ও কাম ধর্মনিরপেক্ষ হইয়া পুরুষার্থ হইতে পারে না। ধর্মানুকূল অর্থ ও কামই প্রকৃত পুরুষার্থ। প্রবৃত্তির দাস মানুষকে সংযত রাখিতে এইপ্রকার উপদেশ বা অনুশাসনের প্রয়োজন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এইসকল অনুশাসনকে যিনি উপেক্ষা করিবেন, তাহার মহতী বিনষ্টি অবশ্যম্ভাবী।

ধর্ম, ধর্মানুগ অর্থ এবং কামকে মোক্ষরূপ পরম পুরুষার্থের উপায়রূপে সেবনের নিমিত্তও শাস্ত্রে প্রবৃত্তি-মার্গের উপদেশ দেখা যায়। এইসকল উপদেশের সার্থকতা সম্বন্ধে আস্তিক সমাজে কোনরূপ মতদ্বৈধ নাই। অর্থকামাসক্ত মানব স্বভাবতঃ মোক্ষের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। পরন্তু মানবজীবনের চরম সার্থকতা হইতেছে—মোক্ষপ্রাপ্তি।

ভারতবর্ষের প্রতি শাস্ত্রগ্রন্থে চতুর্বর্গ বিষয়ে অল্পবিস্তর অনুশাসন রহিয়াছে। মহাভারতের প্রত্যেক বচন ও উপাখ্যানের ভিতরে মুখ্য বা গৌণরূপে কোনো-না-কোনো পুরুষার্থ-সেবনের সার্থক উপদেশের কথা পাওয়া যায়। মানবজীবনরূপ শতদলকে বিকশিত করিবার অনুকূল রশ্মিজাল মহাভারতের প্রত্যেক বচন হইতে বিকীর্ণ হইতেছে।

প্রস্তুত প্রবন্ধে সেইরূপ একটি রশ্মির প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছি। আমার অজ্ঞতাবশতঃ যে-সকল স্খলন ঘটিয়াছে, সহৃদয় পাঠকবর্গ সেইগুলিকে উপেক্ষা করিবেন—এই প্রার্থনা।

পরিশেষে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের কর্তৃপক্ষকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। তাঁহাদের আহ্বানেই বিদ্বৎসমাজে এই প্রবন্ধটি পাঠের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। ইতি—

নিবেদক

শান্তিনিকেতন — শ্রীসুখময় শর্মা

# ধর্ম

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥
যজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরং মহদহো নির্মায় রূপাণি তন্-
নামানি প্রবিভজ্য চ ব্যবহরত্যেতৈর্গুহায়াং গতম্ ।
আনন্দৈকরসং তদদ্বয়মথো তন্মায়য়া দেবকী-
কুন্তীসত্যবতীষু জন্ম ধৃতবৎ কৃ[illegible]য়ং পাতু নঃ ॥
বিশ্বভারত্যুপাধ্যায়—শ্রীসুখময় শর্মণা ।
কার্ষ্ণং বেদং সমাশ্রিত্য [illegible] বিরিচ্যতে ॥

বিষয়ের গৌরবে, গাম্ভীর্যে এবং আয়তনের বিপুলতায় মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের মহাভারত-গ্রন্থ পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। এই বিশাল গ্রন্থে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের চিরন্তন চিত্তসম্পদ্ এই মহাগ্রন্থে বিধৃত। মানুষের জীবনে এমন কোন অবস্থাই আসিতে পারে না, যাহাতে মহাভারতের দৃষ্টান্ত বা উপদেশের অবকাশ নাই। ভারতবাসীর বহু সহস্র বর্ষের হৃৎপিণ্ড যেন মহাভারতে স্পন্দিত হইয়া রহিয়াছে।

মহাভারতের প্রথম প্রচার তক্ষশিলায় জনমেজয়ের সর্পসত্রে। ব্যাসদেবও সেই যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। ব্যাসশিষ্য মুনি বৈশম্পায়ন গুরুর আদেশে সেই যজ্ঞে ভারতকথা শোনাইয়াছিলেন। মহাভারতের দ্বিতীয় আবৃত্তি নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনকের দ্বাদশবার্ষিক সত্রে। সেখানে লোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবাঃ সৌতি ছিলেন বক্তা। আজ হইতে প্রায় পাঁচহাজার বৎসর পূর্বে ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করিয়া আপন পুত্র শুকদেব, পৈল, সুমন্তু, জৈমিনি ও বৈশম্পায়ন—এই পাঁচজন শিষ্যকে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন।

মহাভারত একাধারে ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, মোক্ষশাস্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস ও কাব্য। কথিত আছে—'যা নাই ভারতে, তা নাই ভারতে'। মহাভারতে যাহা নাই, তেমন কিছু ভারতীয় চিন্তায়ও নাই।

অর্থশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ধর্মশাস্ত্রমিদং মহৎ।
কামশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনামিতবুদ্ধিনা॥ ১।২।৩৮৩
ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভ।
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ॥ ১।২।৩৯০ ; ১৮।৫।৫০
ইতিহাসমিমং চক্রে পুণ্যং সত্যবতীসুতঃ। ১।১।৫৪
অস্য কাব্যস্য কবয়ো ন সমর্থা বিশেষণে॥ ১।১।৭৩
পুরাণপূর্ণচন্দ্রেণ শ্রুতিজ্যোৎস্নাঃ প্রকাশিতাঃ। ১।১।৮৬

প্রথমতঃ আমরা ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের বর্ণনা মহাভারতের মূল বিষয় নহে। এই বর্ণনার দ্বারা মহর্ষি তাঁহার প্রধান বক্তব্যকে শুধু পরিস্ফুট করিয়াছেন। মহাভারতের মূল বক্তব্য হইতেছে—

যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ। ৫।৩৯।৭, ১২ ; ৫।১৪৮।১৬ ; ৬।২১।১১ ; ৭।৬৩।৬০

অধর্মের পথে মানব আপাততঃ জয়ী হইলেও পরিণামে ধর্মই জয়যুক্ত হইয়া থাকে। সমগ্র মহাভারতই যেন এই মহাবাক্যের মহাভাষ্য। কৃষ্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, বিদুর ও যুধিষ্ঠিরের মুখে একাধিকবার এই বচনটি উচ্চরিত হইয়াছে। উপক্রমোপসংহারাদি ষড়্বিধ লিঙ্গের দ্বারা গ্রন্থের তাৎপর্য নির্ণয় করিতে গেলে এই মহাবাক্যটিকে পঞ্চম বেদের প্রতিপাদ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করা চলে।

শান্তরস-প্রধান ভারতবনস্পতির ফল হইতেছে—শান্তিপর্ব
শান্তিপর্ব—মহাফলঃ। ১।১।৯০

টীকাকার নীলকণ্ঠও শান্তিপর্বের টীকার প্রারম্ভে বলিয়াছেন—

যৎসাধনেষু রুচ্যর্থমিতিহাসোঽয়মীরিতঃ।
ধর্মার্থকামমোক্ষাস্তে সম্যগত্র নিরূপিতাঃ॥

গ্রন্থের আদিতে মহর্ষি রূপকচ্ছলে দুইটি শ্লোকের দ্বারা তাঁহার মূল বক্তব্যটি সংহত করিয়াছেন। টীকাকার নীলকণ্ঠ বলিতেছেন—এই দুইটি শ্লোক হইতেছে—ভারততাৎপর্য-সংগ্রাহক। একটি শ্লোক :—

দুর্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ, স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখাঃ।
দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে, মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী॥ ১।১।১১০
৫।২৯।৫২

শ্লোকটির গূঢ়ার্থ হইতেছে—ক্রোধলোভাদিস্কন্ধ হিংসাচৌর্যাদিশাখ বধবন্ধনাদি—ফলপুষ্প আসক্তিতরুকে মূলভূত অজ্ঞানের বিনাশের দ্বারা ছেদন করিতে হইবে। ইহাই মানবজীবনের শেষ লক্ষ্য।

অপর শ্লোকটি হইতেছে ঃ—

যুধিষ্ঠিরো ধর্মময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধোঽর্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখাঃ।
মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ ॥ ১।১।১১১;
৫।২৯।৫৩

এই শ্লোকটির গূঢ়ার্থ হইতেছে—বেদ ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকিয়া বেদবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করিলে সত্যাদিস্কন্ধ ধ্যানধারণাদিশাখ তত্ত্বসাক্ষাৎকারফল ধর্ম লাভ হয়। এইপ্রকার ধর্ম অর্থাৎ মুক্তি লাভ করাই জীবের চরম লক্ষ্য।

হিন্দুগণ পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে অন্নোৎসর্গের পর এই দুইটি শ্লোকও পাঠ করিয়া থাকেন। ইহা হইতে বোঝা যায়—এই দুইটি বচন ভারতীয় চিত্তে কিরূপ শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত।

এই দুইটি বচনে দেখা যাইতেছে—ধর্ম এবং মুক্তি অভিন্ন, কিন্তু চতুর্বর্গের আলোচনায় ধর্মকে পৃথক্ পুরুষার্থরূপেই বিচার করিতে হইবে। ধর্ম হইতেছে প্রথম পুরুষার্থ, আর মুক্তি হইতেছে পরম পুরুষার্থ।

ভৃগুভরদ্বাজসংবাদে (১২।১৯০ তম অ) কথিত হইয়াছে—

'ইহ খল্বমুষ্মিংশ্চ লোকে বস্তুং প্রবৃত্তয়ঃ সুখার্থমভিধীয়ন্তে, ন হ্যতঃপরং ত্রিবর্গফলং বিশিষ্টতরমস্তি। স এব কাম্যো গুণবিশেষো ধর্মার্থগুণারম্ভঃ তদ্ধেতুরস্যোৎপত্তিঃ সুখপ্রয়োজনার্থ আরম্ভঃ।'

বেদবোধিত দৃষ্টাদৃষ্টফলক কর্ম এবং তজ্জনিত ফলই ত্রিবর্গ। সেই সুখরূপ ফল অনিত্য। ধর্ম ও অর্থ সুখের নিমিত্তই মানবের কাম্য। অতএব স্বভাবতঃ সুখার্থী মানবের পক্ষে ধর্ম অবশ্যই অনুষ্ঠেয়। পুরুষার্থ হইতেছে—ফলেচ্ছা অথবা উপায়েচ্ছায় বিষয়। ফল অথবা উপায় ব্যতীত আর কিছুই মানবের ইচ্ছার বিষয়ীভূত হয় না। সুখ হইতেছে ফল, আর সুখের সাধন হইতেছে উপায়। ধর্ম ও অর্থ ইহলোক ও পরলোকের সুখরূপ ফলের সাধন বা উপায়।

সমগ্র মহাভারতের বহু স্থানে ধর্মের আলোচনা থাকিলেও টীকাকার নীলকণ্ঠ বলিতেছেন—

'আদিপর্বণি সূত্রিতানাং ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং মধ্যে সভাবনয়োর্যজ্ঞসত্যধৃতিগুরুসত্তীর্থসেবনাদিনা ধর্মঃ প্রতিপাদিতঃ।' (১৬শ পর্ব)

মহাভারতকার ধর্মশব্দের দুইটি ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। 'ধন' পূর্বক 'ঋ' ধাতুর উত্তর 'মক্' প্রত্যয়ের যোগে ধর্মশব্দটি নিষ্পন্ন হয়। যাহা হইতে পার্থিব ও অপার্থিব সকলপ্রকার ধনের প্রাপ্তি ঘটে, তাহাই ধর্ম। ধর্ম ধারণার্থক 'ধৃঞ্' ধাতুর উত্তর 'মন্' প্রত্যয়ের যোগেও ধর্মশব্দটি নিষ্পন্ন হয়। ইহার অর্থ হইতেছে—যাহা ধারণ করে, অর্থাৎ লোকস্থিতি যাহার উপর নির্ভরশীল।

ধনাৎ স্রবতি ধর্মো হি ধারণাদ্বেতি নিশ্চয়ঃ। ১২।৯০।১৭

ধারণাদ্ধর্মমিত্যাহুর্ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥ ১২।১০৯।১১

দুইটি ব্যুৎপত্তিগত অর্থকেই আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। যাহা দ্বারা ব্যষ্টি এবং সমষ্টিরূপে লোকস্থিতি বিধৃত, অর্থাৎ যাহাকে কেন্দ্র করিয়া প্রত্যেকেরই জীবনযাত্রা নির্বাহ হইতেছে এবং যে-বস্তু সাধু উপায়ে অর্থকামাদিলাভের প্রযোজক, তাহারই সংজ্ঞা হইতেছে—ধর্ম।

মহাভারতে নানা অর্থে প্রযুক্ত ধর্মশব্দের পর্যায় 'অনিন্দ্য আচরণ' কথাটি সম্ভবতঃ ব্যবহার করা যাইতে পারে। আচরণ শুধু বাহিক অনুষ্ঠান নহে, মনের সাধু চিন্তাও অনিন্দ্য আচরণের মধ্যে গণ্য।

একমাত্র ইহলৌকিক স্থিতিকে ধর্মের পরম উদ্দেশ্য বলা হয় নাই। ধর্মানুষ্ঠান সাধারণতঃ কষ্টসাধ্য। স্বভাবতঃ কষ্টবিমুখ মানব পরলোকের কল্যাণ কামনায় ঐহিক দুঃখকেও ধর্মের নিমিত্ত বরণ করিয়া থাকেন। আনুষ্ঠানিক ধর্মের কতকগুলি ঐহিক কল্যাণের নিমিত্ত, কতকগুলি উভয় লোকের কল্যাণের নিমিত্ত এবং কতকগুলি একমাত্র পারলৌকিক কল্যাণের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম বলিতেছেন—

অপি হ্যুক্তানি ধর্মাণি ব্যবস্যন্ত্যুত্তরাবরে।
লোকযাত্রার্থমেবেহ ধর্মস্য নিয়মঃ কৃতঃ॥ ইত্যাদি। ১২।২৫৮।৪—৬

—ধর্মবিষয়ে অনেকেই সন্দিহান। ধর্মের নিয়মপ্রণালী লৌকিক ব্যবহারের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। আপৎকালে অধর্মকেও ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ধর্ম নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। পরন্তু এই কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, ধর্ম ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের হেতু। লোকস্থিতি ও চিত্তশুদ্ধির নিমিত্তই অধিকাংশ ধর্মের উপদেশ। চিত্তশুদ্ধি পরম পুরুষার্থের অনুকূল। ধর্মাচরণের শেষ লক্ষ্য মুক্তি, একমাত্র লোকযাত্রা নহে।

ভীষ্মের এই উক্তি ছাড়াও দ্বিজব্যাধসংবাদে ব্যাধের উপদেশে শোনা যায়, শাস্ত্রজ্ঞ

অনেক ধার্মিক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা ধর্মকেই মানবজীবনের সার বলিয়া মনে করেন। শিষ্ট পুরুষের আচার অনুসরণ করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। ধর্মপথে যে অর্থকাম লাভ হয়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। যাহাতে কণামাত্র গুণও দেখা যায়, ধার্মিক পুরুষ তাহাতেই অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ধার্মিক ব্যক্তির চিত্তপ্রসাদ অতুলনীয়। তিনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাদি বহির্বিষয়ের উপরও অধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন। ধর্মাচরণের ফলে চিত্ত নির্মল হইলে তিনি কেবল অনুষ্ঠান লইয়াই তৃপ্ত থাকিতে পারেন না। সেই অতৃপ্তিই তাঁহার চিত্তভূমিতে নির্বেদের বীজ বপন করে এবং সেই উপ্ত বীজ মহামহীরুহরূপে পরিণত হইতে থাকে। কালক্রমে তথাবিধ ধার্মিক ব্যক্তি সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া বিষয়ভোগে বীতস্পৃহ হইয়া উঠেন এবং সেই বৈরাগ্যই তাঁহাকে মুক্তিমার্গে অগ্রসর করিয়া দেয়।

ধর্ম বিষয়ে প্রামাণ্যের আলোচনায় বলা হইয়াছে—

শ্রুতিপ্রমাণো ধর্মঃ স্যাদিতি বৃদ্ধানুশাসনম্। ইত্যাদি।

৩।২৫।৪১ ; ৩।২০৮।২ ; ১৩।১৬২ তম অ।

--ধর্ম এবং অধর্ম নির্ণয় করিতে বেদই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। বেদ যে—আচরণকে অনিন্দ্য বলিয়া থাকেন, তাহাই ধর্ম। ধর্মাধর্মবিচারে বেদের পরেই ধর্মশাস্ত্রের স্থান। মনুসংহিতাদি ধর্মশাস্ত্রে যাহাকে ধর্ম বলিয়া স্থির করা হইয়াছে, তাহাই ধর্ম। মহাভারতকার মনুকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বহু স্থানে মনুর বচন দ্বারা আপন বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠ করিয়াছেন। যদিও ধর্মনির্ণয়ে কোন্ ধর্মশাস্ত্রকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, নামতঃ তাহার কোন উল্লেখ নাই, তথাপি বলা যাইতে পারে—মন্বাদিসংহিতা, ধর্মসূত্র, রামায়ণ এবং পুরাণগুলিকে ধর্মশাস্ত্ররূপে গ্রহণ করা মহাভারতের অভিপ্রায়। রামায়ণ প্রধানতঃ কাব্য হইলেও ধর্মনিবন্ধৃগণ তাহাকেও ধর্মশাস্ত্রের ভিতরে স্থান দিয়াছেন। মহাভারতকারও রামায়ণের অনেক ঘটনা ও বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্মৃতিশাস্ত্র বর্ণাশ্রমধর্মরূপ আচারপদ্ধতির পথপ্রদর্শক এবং বেদমূলক। সেই হেতু ধর্মনির্ণয়ে তাহার স্থান দ্বিতীয়।

ধর্মবিষয়ে শিষ্টাচারের প্রামাণ্যও মহাভারতে স্বীকৃত হইয়াছে। যাঁহাদের আচরণ শাস্ত্র ও সৎপুরুষের অনুমোদিত, তাঁহারাই সাধু বা শিষ্ট পুরুষ।

সাধূনাঞ্চ যথাবৃত্তমেতদাচারলক্ষণম্। ১৩।২৫৪।৭

সাধবঃ শীলসম্পন্নাঃ শিষ্টাচারস্য লক্ষণম্। ১৩।১৬২।৩৪

শিষ্ট পুরুষদের সকল আচরণই যে অনিন্দ্য হইবে, তাহা নহে। মানুষমাত্রেরই ভুলত্রুটি থাকে। শাস্ত্রবিহিত অনিন্দিত আচারই শিষ্টাচার। শাস্ত্রমর্যাদা উল্লঙ্ঘন

করিয়া যথারুচি ব্যবহার করিলে সেই ব্যবহারকে সদাচার বলা চলে না। শিষ্টাচারের স্থান শ্রুতি ও স্মৃতির পরে। অতএব শিষ্টাচারকে তৃতীয় প্রমাণ বলা যাইতে পারে।

এই তিনটি প্রমাণের মধ্যে পূর্ব পূর্ব প্রমাণ পর পর প্রমাণ অপেক্ষা বলবান্। যক্ষের 'কঃ পন্থাঃ'—এই জিজ্ঞাসার উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নৈক ঋষির্যস্য মতং প্রমাণম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥ ৩।৩১২।১১৭

—কেবল লৌকিক বুদ্ধিবলে বিচার করিয়া ধর্মবিষয়ে কোনরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো শক্ত, যেহেতু তর্ক অপ্রতিষ্ঠ। যাঁহার বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণ, তিনি অপরের যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তকে অনায়াসেই খণ্ডন করিতে পারেন। আপাত দৃষ্টিতে শ্রুতিকে বিভিন্ন অর্থের প্রতিপাদক বলিয়া মনে হয়। ঋষিদের মধ্যেও মতভেদ রহিয়াছে। এমন কোনও ঋষির নাম করা চলে না, একমাত্র যাঁহার অনুশাসন মানিয়া চলিব। ধর্মের তত্ত্ব দুরধিগম্য, বিশেষ বিচার ব্যতীত স্থির করা কঠিন। অতএব মহাজন অর্থাৎ শিষ্ট পুরুষগণের পথই যথার্থ পথ।

শাস্ত্রনিরপেক্ষ তর্কের দ্বারা ধর্মবিষয়ে কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে নাই। আর্যবাক্য এবং পূর্বপুরুষগণের আচরিত ব্যবহারের প্রামাণ্যে আশঙ্কা করা নিতান্তই অশোভন। অন্ধবিশ্বাসে শুধু মহাজনমার্গকে অনুসরণ করাই একমাত্র পথ। উমামহেশ্বরসংবাদে এই কথাই বলা হইয়াছে—

অন্ধো জড় ইবাশঙ্কী যদ্ ব্রবীমি তদাচর। ইত্যাদি। ১৩।১৬২।২২-২৫।

পুত্রানুশাসনে ব্যাসদেব শুকদেবকে বলিতেছেন—

যে তু তুষ্টাঃ শ্রুতিপরা মহাত্মানো মহাবলাঃ।
ধর্ম্যং পন্থানমারূঢ়াস্তানুপাস্স্ব চ পৃচ্ছ চ ॥ ১২।৩২১।১২

এই বচনেও মহাজনের পথকে অনুসরণ করিতে বলা হইয়াছে। শ্রুতিস্মৃতির আপাতবিরোধী উপদেশের সমাধান করিতে শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক। যে ধর্ম অতিশয় দুর্বিজ্ঞেয়, যাহার তত্ত্ব—'নিহিতং গুহায়াম্', তাহাকে নির্ণয় করিতে সর্বসাধারণের পক্ষে শিষ্টাচারই প্রধান অবলম্বন হওয়া উচিত—ইহাই বোধ করি মহাভারতের উপদেশ। যুধিষ্ঠির শরতল্পগত পিতামহকে প্রশ্ন করিয়াছেন—

ইমে বৈ মানবাঃ সর্বে ধর্মং প্রতি বিশঙ্কিতাঃ।
কোঽয়ং ধর্মঃ কুতো ধর্মস্তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১২।২৫৮।১

পিতামহ উত্তরে বলিয়াছেন—

সদাচারঃ স্মৃতির্বেদাস্ত্রিবিধং ধর্মলক্ষণম্ ।
চতুর্থমর্থমিত্যাহুঃ কবয়ো ধর্মলক্ষণম্ ॥

বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ অর্থকে অর্থাৎ প্রয়োজনকেও ধর্ম বলিয়া থাকেন। টীকাকার নীলকণ্ঠ অর্থশব্দের পরোপকাররূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

যদ্ যদাত্মনি চেচ্ছেত তৎ পরস্যাপি চিন্তয়েৎ। ১২।২৫৮।২২

পিতামহের এই উক্তিটির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সম্ভবতঃ নীলকণ্ঠ অর্থশব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

জাতিধর্ম এবং কুলধর্মের আচরণও মহাজনের পদাঙ্কানুসরণের মধ্যে গণ্য। পিতৃ-পিতামহের অনুষ্ঠিত আচরণই কুলধর্ম। কুলধর্ম অপেক্ষা ব্যাপক অর্থে জাতিধর্ম-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের জাতিগত অধিকার অমুক অমুক বিষয়ে, ক্ষত্রিয়ের অমুক অমুক বিষয়ে—ইত্যাদিরূপে বিভিন্ন বর্ণ ও জাতির আচরণীয় যে-সকল কর্মের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইগুলিই জাতিধর্ম। জাতিগত ধর্মের অপর নাম স্বধর্ম এবং সহজ কর্ম। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার—

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ। ৬।২৭।৩৫
সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ। ৬।৪২।৪৮

ইত্যাদি বচন সকলেরই জানা আছে। পিতৃপিতামহের আচরিত ধর্ম কোন অবস্থায়ই পরিত্যাজ্য নহে। ভারতকার বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন কুলধর্ম অবশ্যই পালন করিবেন—

জাতিশ্রেণ্যধিবাসানাং কুলধর্মাশ্চ সর্বতঃ।
বর্জয়ন্তি চ যে ধর্মং তেষাং ধর্মো ন বিদ্যতে ॥ ১২।৩৬।১৯
ব্রাহ্মণেষু চ বৃত্তির্যা পিতৃপৈতামহোচিতা।
তামন্বেহি মহাবাহো ধর্মস্তেতে হি দেশিকাঃ ॥ ১৩।১৬২।২৪

দেশভেদেও ধর্মাচরণের পার্থক্য রহিয়াছে। যে-দেশে যেরূপ শিষ্টাচার প্রচলিত, সেই দেশবাসীর পক্ষে তাহাই পালন করা উচিত। যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত কৃষ্ণকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ভীষ্ম বলিতেছেন—

দেশজাতিকুলানাঞ্চ ধর্মজ্ঞোঽস্মি জনার্দন। ১২।৫৪।২০

এই উক্তি হইতে বোঝা যায়—তৎকালে সমাজের শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ এইসকল বিষয়েও অভিজ্ঞতা অর্জন করিতেন।

বর্ণভেদে এবং আশ্রমভেদে আচরণীয় ধর্মের বিভিন্নতা মহাভারতে বহুস্থানে বর্ণিত

হইয়াছে। মনুপ্রোক্ত বর্ণাশ্রমধর্মের সহিত সেই সকল বর্ণনার সাদৃশ্য পরিস্ফুট। ব্যাপকভাবে মানবধর্ম সম্বন্ধে মহাভারতে যাহা পাওয়া যায়, তাহারই প্রসিদ্ধ কয়েকটি বচন সঙ্কলিত হইতেছে—

ইজ্যাধ্যয়নদানানি তপঃ সত্যং ক্ষমা ঘৃণা।
অলোভ ইতি মার্গোঽয়ং ধর্মস্যাষ্টবিধঃ স্মৃতঃ ॥
তত্র পূর্বশ্চতুর্বর্গো দম্ভার্থমপি সেব্যতে।
উত্তরস্তু চতুর্বর্গো নামহাত্মস্থ তিষ্ঠতি ॥ ৫।৩৫।৫৬,৫৭ ;
তুলনীয়—৩।২।৭৫,৭৬

অদত্তস্যানুপাদানং দানমধ্যয়নং তপঃ।
অহিংসা সত্যমক্রোধ ইজ্যা ধর্মস্য লক্ষণম্ ॥ ১২।৩৬।১০

আনৃশংস্যমহিংসা চাপ্রমাদঃ সংবিভাগিতা।
শ্রাদ্ধকর্মাতিথেয়ঞ্চ সত্যমক্রোধ এব চ ॥
স্বেষু দারেষু সন্তোষঃ শৌচং নিত্যানসূয়তা।
আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষা চ ধর্মাঃ সাধারণা নৃপ ॥ ১২।২৯৬।২৩,২৪ ;
তুঃ—১৩।১৪১।২৬,২৭

অক্রোধঃ সত্যবচনং সংবিভাগঃ ক্ষমা তথা।
প্রজনঃ স্বেষু দারেষু শৌচমদ্রোহ এব চ।
আর্জবং ভৃত্যভরণং নবৈতে সার্ববর্ণিকাঃ ॥ ১২।৬০।৭,৮

মানসং সর্বভূতানাং ধর্মমাহুর্মনীষিণঃ।
তস্মাৎ সর্বেষু ভূতেষু মনসা শিবমাচরেৎ ॥ ১২।১৯৩।৩১

অদ্রোহেণৈব ভূতানাং যঃ স ধর্মঃ সতাং মতঃ ॥ ১২।২১।১১

সর্বেষাং যঃ সুহৃন্নিত্যং সর্বেষাঞ্চ হিতে রতঃ।
কর্মণা মনসা বাচা স ধর্মং বেদ জাজলে ॥ ১২।২৬১।৯

অহিংসা পরমো ধর্মঃ স চ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ। ৩।২০৬।৭৪

ন ভূতানামহিংসায়া জ্যায়ান্ ধর্মোঽস্তি কশ্চন। ১২।২৬১।৩০ ;
১৪।৪৩।২১ ; ১৪।৫০।৩

প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতম্। ১২।১০৯।১০
যৎ স্যাদহিংসাসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ। ৮।৬৯।৫৮ ; ১২।১০৯।১২ ;
১৩।১১৬।২১ ; ১৩।১৬২।২৩

ব্রহ্মচর্যং তথা সত্যমনুক্রোশো ধৃতিঃ ক্ষমা।
সনাতনস্য ধর্মস্য মূলমেতৎ সনাতনম্ ॥ ১৪।৯১।৩৩

মহাভারতের মতে কায়িক সাধু অনুষ্ঠান, বাচিক সত্যাদি এবং মানস শুভচিন্তা প্রভৃতি সমস্তই ধর্মরূপে পরিগণিত। যাগযজ্ঞ, অধ্যয়ন প্রভৃতিকে ধর্মলাভের উপায় বলায় অনুষ্ঠান হইতে উৎপন্ন শুভাদৃষ্ট বা পুণ্যকেও ধর্ম বলিয়া জানিতে হইবে। প্রাগুক্ত আটটি উপায়ের মধ্যে লোকসমাজে খ্যাতির নিমিত্তও অনেকে যজ্ঞাদি চারিটির অনুষ্ঠান করিতে পারেন। আন্তরিকতা না থাকিলেও নামের আকাঙ্ক্ষায় শুষ্ক আচরণমাত্র করিয়াই তাঁহারা কৃতার্থতা বোধ করেন। পরন্তু সত্য, ক্ষমা, দয়া ও লোভহীনতা একমাত্র মহাত্মাতেই সম্ভবপর। লোকদেখাইবার উদ্দেশ্যে এইসকল সদবৃত্তির অনুশীলন সম্ভবপর নহে। এইগুলির উৎস হইতেছে—আন্তর প্রেরণা।

আনুষ্ঠানিক ধর্মসমূহ জাতিবর্ণবিশেষে এবং আশ্রমবিশেষে বিভিন্ন হইলেও ধর্মের আন্তর স্বরূপ ও লক্ষ্য সকলের পক্ষেই সমান। চিত্তপ্রসাদ, লোকবিধৃতি এবং ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণই ধর্মের লক্ষ্য। সমগ্র জগতের সুখদুঃখের সঙ্গে আপনার সুখদুঃখের অনুভূতিকে মিশাইয়া দেওয়াই মহাভারতের মতে পরম ধর্ম। ধর্ম মানস বস্তু, বাহ্যিক অনুষ্ঠান উপায়ের মধ্যে গণ্য, উপেয় নহে। উপায় ও উপেয়ের মধ্যে যাহাতে একত্ব বোধ না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই বলা হইয়াছে—

মানসং সর্বভূতানাং ধর্মমাহুর্মনীষিণঃ। ১২।১৯৩।৩১
অদ্রোহেণৈব ভূতানাং যঃ স ধর্মঃ সতাং মতঃ। ১২।২১।১১

শান্তিপর্বের তুলাধার—জাজলিসংবাদে দেখা যায়—শ্রেষ্ঠ তপস্বী তুলাধার ব্রাহ্মণসন্তান জাজলিকে উপদেশ দিতে যাইয়া বলিতেছেন—

বেদাহং জাজলে ধর্মং সরহস্যং সনাতনম্।
সর্বভূতহিতং মৈত্রং পুরাণং যং জনা বিদুঃ॥ ইত্যাদি। ১২।২৬১।৫-৭

—সর্বভূতের হিতচিন্তা এবং মৈত্রীই শাশ্বত ধর্ম। কাহারও অপকার না হয়, এরূপভাবে জীবিকা নির্বাহ করা উৎকৃষ্ট ধর্মরূপে পরিগণিত। যিনি নিখিল বিশ্বের সুহৃৎ, কায়মনোবাক্যে সকলের হিতচিন্তা করেন, তিনিই ধর্মের যথার্থ স্বরূপ অবগত হইয়াছেন। অহিংসাই সকল ধর্মের সার। অহিংসা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বিজব্যাধসংবাদে শোনা যায়, ব্যাধ ব্রাহ্মণকে কহিতেছেন—

অহিংসা সত্যবচনং সর্বভূতহিতং পরম্।
অহিংসা পরমো ধর্মঃ স চ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ।
সত্যে কৃত্বা প্রতিষ্ঠাস্তু প্রবর্তন্তে প্রবৃত্তয়ঃ॥ ৩।২০৬।৭৪

হইয়াছে। মনুপ্রোক্ত বর্ণাশ্রমধর্মের সহিত সেই সকল বর্ণনার সাদৃশ্য পরিস্ফুট। ব্যাপকভাবে মানবধর্ম সম্বন্ধে মহাভারতে যাহা পাওয়া যায়, তাহারই প্রসিদ্ধ কয়েকটি বচন সঙ্কলিত হইতেছে—

ইজ্যাধ্যয়নদানানি তপঃ সত্যং ক্ষমা ঘৃণা।
অলোভ ইতি মার্গোঽয়ং ধর্মস্যাষ্টবিধঃ স্মৃতঃ ॥
তত্র পূর্বশ্চতুর্বর্গো দম্ভার্থমপি সেব্যতে।
উত্তরস্তু চতুর্বর্গো নামহাত্মসু তিষ্ঠতি ॥ ৫।৩৫।৫৬,৫৭ ;
তুলনীয়—৩।২।৭৫,৭৬

অদত্তস্যানুপাদানং দানমধ্যয়নং তপঃ।
অহিংসা সত্যমক্রোধ ইজ্যা ধর্মস্য লক্ষণম্ ॥ ১২।৩৬।১০

আনৃশংস্যমহিংসা চাপ্রমাদঃ সংবিভাগিতা।
শ্রাদ্ধকর্মাতিথেয়ঞ্চ সত্যমক্রোধ এব চ ॥
স্বেষু দারেষু সন্তোষঃ শৌচং নিত্যানসূয়তা।
আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষা চ ধর্মাঃ সাধারণা নৃপ ॥ ১২।২৯৬।২৩,২৪ ;
তুঃ—১৩।১৪১।২৬,২৭

অক্রোধঃ সত্যবচনং সংবিভাগঃ ক্ষমা তথা।
প্রজনঃ স্বেষু দারেষু শৌচমদ্রোহ এব চ ॥
আর্জবং ভৃত্যভরণং নবৈতে সার্ববর্ণিকাঃ ॥ ১২।৬০।৭,৮

মানসং সর্বভূতানাং ধর্মমাহুর্মনীষিণঃ।
তস্মাৎ সর্বেষু ভূতেষু মনসা শিবমাচরেৎ ॥ ১২।১৯৩।৩১

অদ্রোহেণৈব ভূতানাং যঃ স ধর্মঃ সতাং মতঃ ॥ ১২।২১।১১

সর্বেষাং যঃ সুহৃন্নিত্যং সর্বেষাঞ্চ হিতে রতঃ।
কর্মণা মনসা বাচা স ধর্মং বেদ জাজলে ॥ ১২।২৬১।৯

অহিংসা পরমো ধর্মঃ স চ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ। ৩।২০৬।৭৪

ন ভূতানামহিংসায়া জ্যায়ান্ ধর্মোঽস্তি কশ্চন। ১২।২৬১।৩০ ;
১৪।৪৩।২১ ; ১৪।৫০।৩

প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতম্। ১২।১০৯।১০

যৎ স্যাদহিংসাসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ। ৮।৬৯।৫০ ; ১২।১০৯।১২ ;
১৩।১১৬।২১ ; ১৩।১৬২।২৩

ব্রহ্মচর্যং তথা সত্যমনুক্রোশো ধৃতিঃ ক্ষমা।
সনাতনস্য ধর্মস্য মূলমেতৎ সনাতনম্ ॥ ১৪।৯১।৩৩

মহাভারতের মতে কায়িক সাধু অনুষ্ঠান, বাচিক সত্যাদি এবং মানস শুভচিন্তা প্রভৃতি সমস্তই ধর্মরূপে পরিগণিত। যাগযজ্ঞ, অধ্যয়ন প্রভৃতিকে ধর্মলাভের উপায় বলায় অনুষ্ঠান হইতে উৎপন্ন শুভাদৃষ্ট বা পুণ্যকেও ধর্ম বলিয়া জানিতে হইবে। প্রাগুক্ত আটটি উপায়ের মধ্যে লোকসমাজে খ্যাতির নিমিত্তও অনেকে যজ্ঞাদি চারিটির অনুষ্ঠান করিতে পারেন। আন্তরিকতা না থাকিলেও নামের আকাঙ্ক্ষায় শুষ্ক আচরণমাত্র করিয়াই তাঁহারা কৃতার্থতা বোধ করেন। পরন্তু সত্য, ক্ষমা, দয়া ও লোভহীনতা একমাত্র মহাত্মাতেই সম্ভবপর। লোকদেখাইবার উদ্দেশ্যে এইসকল সদবৃত্তির অনুশীলন সম্ভবপর নহে। এইগুলির উৎস হইতেছে— আন্তর প্রেরণা।

আনুষ্ঠানিক ধর্মসমূহ জাতিবর্ণবিশেষে এবং আশ্রমবিশেষে বিভিন্ন হইলেও ধর্মের আন্তর স্বরূপ ও লক্ষ্য সকলের পক্ষেই সমান। চিত্তপ্রসাদ, লোকবিধৃতি এবং ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণই ধর্মের লক্ষ্য। সমগ্র জগতের সুখদুঃখের সঙ্গে আপনার সুখদুঃখের অনুভূতিকে মিশাইয়া দেওয়াই মহাভারতের মতে পরম ধর্ম। ধর্ম মানস বস্তু, বাহ্যিক অনুষ্ঠান উপায়ের মধ্যে গণ্য, উপেয় নহে। উপায় ও উপেয়ের মধ্যে যাহাতে একত্ব বোধ না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই বলা হইয়াছে—

মানসং সর্বভূতানাং ধর্মমাহুর্মনীষিণঃ। ১২।১৯৩।৩১
অদ্রোহেণৈব ভূতানাং যঃ স ধর্মঃ সতাং মতঃ। ১২।২১।১১

শান্তিপর্বের তুলাধার—জাজলিসংবাদে দেখা যায়—শ্রেষ্ঠ তপস্বী তুলাধার ব্রাহ্মণসন্তান জাজলিকে উপদেশ দিতে যাইয়া বলিতেছেন—

বেদাহং জাজলে ধর্মং সরহস্যং সনাতনম্।
সর্বভূতহিতং মৈত্রং পুরাণং যং জনা বিদুঃ॥ ইত্যাদি। ১২।২৬১।৫-৯

—সর্বভূতের হিতচিন্তা এবং মৈত্রীই শাশ্বত ধর্ম। কাহারও অপকার না হয়, এরূপভাবে জীবিকা নির্বাহ করা উৎকৃষ্ট ধর্মরূপে পরিগণিত। যিনি নিখিল বিশ্বের সুহৃৎ, কায়মনোবাক্যে সকলের হিতচিন্তা করেন, তিনিই ধর্মের যথার্থ স্বরূপ অবগত হইয়াছেন। অহিংসাই সকল ধর্মের সার। অহিংসা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বিজব্যাধসংবাদে শোনা যায়, ব্যাধ ব্রাহ্মণকে কহিতেছেন—

অহিংসা সত্যবচনং সর্বভূতহিতং পরম্।
অহিংসা পরমো ধর্মঃ স চ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ।
সত্যে কৃত্বা প্রতিষ্ঠান্তু প্রবর্তন্তে প্রবৃত্তয়ঃ॥ ৩।২০৬।৭৪

যক্ষরূপী ধর্ম আত্মপ্রকাশ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—

যশঃ সত্যং দমঃ শৌচমার্জবং হ্রীরচাপলম্।
দানং তপো ব্রহ্মচর্যমিত্যেতাস্তনবো মম॥
অহিংসা সমতা শান্তিস্তপঃ শৌচমমৎসরঃ।
দ্বারাণ্যেতানি মে বিদ্ধি প্রিয়ো হ্যসি সদা মম॥ ৩।৩১৩।৭,৮

এই প্রসঙ্গে অহিংসা ও সত্য সম্পর্কে মহাভারতের উপদেশ স্মরণ করা প্রয়োজন। প্রাণিহননের বিধান ও নিষেধ—তুইই মহাভারতের নানাস্থানে পাওয়া যায়। যজ্ঞাদিতে পশুহিংসা বিধেয় কি না—এই বিষয়ে তৎকালেও বিচার চলিতেছিল। মোক্ষপর্বের নারায়ণীয়াধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, একদা যাজ্ঞিক ঋষিগণ ও দেবগণের মধ্যে এই বিষয়ে মতবিরোধ ঘটে। ঋষিগণ পশুহত্যার বিপক্ষে, আর দেবগণ পক্ষে। এই বিচারে নৃপশ্রেষ্ঠ উপরিচর বসুকে মধ্যস্থ মানা হইল। বসু দেবতাদের পক্ষে রায় দিয়াছেন। অন্তরীক্ষে চলাফেরা করিবার শক্তি প্রভৃতি নানাবিধ যোগপ্রভাবে নৃপতি বলবান্ ছিলেন। ঋষিদের অভিসম্পাতে তিনি সেইসকল শক্তি হারাইলেন। শাপের প্রভাবে তিনি এক গর্তে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইলেন। এই ব্যাপারে নিতান্ত তুঃখিত হইয়া দেবগণ নৃপতিকে বর দিয়াছেন। তাঁহাদের বরে ভূগর্ভে থাকিয়াও যাজ্ঞিকগণের প্রদত্ত ঘৃতধারায় তিনি ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করিতেছিলেন। দীর্ঘকাল পরে নারায়ণের প্রসাদে বসু মুক্তি লাভ করেন।

এই উপাখ্যান হইতে জানা যাইতেছে—যজ্ঞে পশুহনন বৈধহিংসা হইলেও একেবারে নির্দোষ বলিয়া যেন স্বীকার করা হইত না। তাহাতেও হিংসাজনিত পাপের আশঙ্কা করা হইত। এইসকল উক্তিতে বৌদ্ধপ্রভাব আছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। পরন্তু তাহা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। পশুহিংসার পাপজনকতা ও দেবতাপ্রীতি—এই সাংখ্যসিদ্ধান্তই এই স্থলে মনে পড়ে।

মহাভারতকার অপরের প্রতিকূলতাকে হিংসা বলেন। উক্ত হইয়াছে—

ন তৎ পরস্য সন্দধ্যাৎ প্রতিকূলং যদাত্মনঃ।
এষ সামাসিকো ধর্মঃ কামাদন্যঃ প্রবর্ততে॥
জীবিতং যঃ স্বয়ং চেচ্ছেৎ কথং সোঽন্যং প্রঘাতয়েৎ।
যদ্ যদাত্মনি চেচ্ছেত তৎ পরস্যাপি চিন্তয়েৎ॥ ৫।৩৯।৭২,৭৩

অন্যত্র দেখা যায় যে, প্রাণধারণের নিমিত্ত হিংসা না করিয়া কাহারও চলে না। দ্বিজব্যাধসংবাদে ব্যাধ কহিতেছেন—

কৃষিং সাধ্বীতি মন্যন্তে তত্র হিংসা পরা স্মৃতা।
কর্ষন্তো লাঙ্গলৈঃ পুংসো ঘ্নন্তি ভূমিশয়ান্ বহূন্ ॥
ধান্যবীজানি যান্যাহুর্ব্রীহ্যাদীনি দ্বিজোত্তম।
সর্ব্বাণ্যেতানি জীবানি তত্র কিং প্রতিভাতি মে॥
জীবা হি বহবো ব্রহ্মন্ বৃক্ষেষু চ ফলেষু চ।
সর্বং ব্যাপ্তমিদং ব্রহ্মন্ প্রাণিভিঃ প্রাণিজীবনৈঃ॥
কে ন হিংসন্তি জীবান্ বৈ লোকেঽস্মিন্ দ্বিজসত্তম।
বহু সঞ্চিন্ত্য ইতি বৈ নাস্তি কশ্চিদহিংসকঃ॥ ৩।২০৭তম অ।

ধর্মনিষ্ঠ ব্যাধের এই বচনগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এইভাবে বিচার করিলে অহিংসা শব্দটিই যেন নিরর্থক হইয়া পড়ে। পরন্তু সেই ব্যাধের মুখেই এই বিষয়ের সমাধানও শোনা যায়—

ওষধ্যো বীরুধশ্চৈব পশবো মৃগপক্ষিণঃ।
অন্নাদ্যভূতা লোকস্য ইত্যপি শ্রূয়তে শ্রুতিঃ॥
যজ্ঞেষু পশবো ব্রহ্মন্ বধ্যন্তে সততং দ্বিজৈঃ।
সংস্কৃতাঃ কিল মন্ত্রৈশ্চ তেঽপি স্বর্গমবাপ্নুবন্॥ ৩।২০৭ তম অ।

প্রাণধারণের নিমিত্ত যে-সকল জীবহত্যা করিতে হয়, সেইসকল হত্যাকে মহাভারত-কার হিংসা বলেন নাই। পশুহিংসা এবং মাংসভক্ষণ বিষয়েও মহাভারতের সিদ্ধান্ত এই যে, যজ্ঞ ব্যতীত অন্যত্র পশুহিংসা অবৈধ। পিতৃলোকের পারলৌকিক তৃপ্তিকামনায়ও পশুবধ বিধিবোধিত। যথাবিধি মন্ত্রের দ্বারা প্রোক্ষিত মাংস এবং ব্রাহ্মণের উদ্দেশে হত পশুপক্ষীর মাংস আহার করা অবৈধ নহে। মৃগয়ায় নিহত পশুর মাংস আহার করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অধর্ম নহে। কারণ সমস্ত আরণ্য পশুকে ঋষি অগস্ত্য মন্ত্রসংস্কৃত করিয়াছিলেন। শুধু আত্মতৃপ্তির উদ্দেশ্যে পশ্বাদিবধ ও মাংসভোজন প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে।

প্রোক্ষিতাভ্যুক্ষিতং মাংসং তথা ব্রাহ্মণকাম্যয়া। ইত্যাদি। ১৩।১১৫।৪৫,
১৩।১৬২।৪৩
বেদোক্তেন প্রমাণেন পিতৃণাং প্রক্রিয়াসু চ।
অতোঽন্যথা বৃথামাংসমভক্ষ্যং মনুরব্রবীৎ॥ ইত্যাদি। ১৩।১১৫।৫২,৫৩
আরণ্যাঃ সর্বদৈবত্যাঃ সর্বশঃ প্রোক্ষিতা মৃগাঃ।১৩।১১৬।১৬

অনুশাসন পর্বে ইহাও শোনা যায় যে, প্রাণধারণের নিমিত্তও প্রাণিহিংসা হইতে যথাসম্ভব বিরত থাকিতে চেষ্টা করা উচিত। (১১৫তম ও ১১তম অ।)

এবার সত্য সম্পর্কে মহাভারতের সিদ্ধান্ত শুনিব। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শোনা যায়, সত্য হইতেছে—অন্যতম বাঙ্ময় তপস্যা। তপস্যার ফল আত্মতৃপ্তি ও ভগবদ্দর্শন। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে পিতামহ বলিতেছেন—

নাস্তি সত্যসমং তপঃ। ১২।৩২৯।৬
যতো ধর্মস্ততঃ সত্যং সর্বং সত্যেন বর্ধতে। ১২।১৯১।৭০

ব্যাপক অর্থে সত্যশব্দ তেরপ্রকার সদ্‌গুণকে বুঝায়। এই তেরপ্রকার সদ্‌গুণের সমষ্টি হইতেছে—মহাসত্য।

সত্যং ত্রয়োদশবিধং সর্বলোকেষু ভারত।
সত্যঞ্চ সমতা চৈব দমশ্চৈব ন সংশয়ঃ।
অমাৎসর্যং ক্ষমা চৈব হ্রীস্তিতিক্ষানসূয়তা॥
ত্যাগো ধ্যানমথার্যত্বং ধৃতিশ্চ সততং দয়া।
অহিংসা চৈব রাজেন্দ্র সত্যাকারাস্ত্রয়োদশ॥ ১২।১৬২।৭—৯

আমরা সাধারণতঃ যথার্থ ভাষণকেই সত্য বলিয়া থাকি। পরন্তু ব্যাসদেব বলিতেছেন—

যদ্ ভূতহিতমত্যন্তং তৎ সত্যমিতি ধারণা। ৩।২০৮।৪; ৩।২১২।৩১;
১২।৩২৯।১৩; ১২।২৮৭।২০

—যে-বাক্য প্রাণিহিতকর, যে-বাক্যে কাহারও অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, তাহাই সত্য। প্রাণিহিতের নিমিত্ত অযথার্থ ভাষণকেও সত্যই বলা হইবে। সময়বিশেষে অযথার্থ বাক্যই বলিতে হয়। পরিহাস-বাক্য অনৃত হইলেও দোষের নহে। বিবাহের ঘটকতায় অনৃত বচন দূষণীয় নহে। যদি যথার্থ বচনে কাহারও প্রাণহানির আশঙ্কা ঘটে, তবে সেই স্থলে অযথার্থ ভাষণই সত্য হইবে। যথার্থ ভাষণে কাহারও সর্ব্বস্ব নাশের আশঙ্কা থাকিলে অযথার্থ ভাষণই সত্য। গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রীলোক, দীন, আতুর প্রভৃতির উপকারের নিমিত্ত অযথার্থ ভাষণই বিহিত। গুরুর উপকারের নিমিত্তও প্রয়োজনবোধে অযথার্থ বলিতে হয়। আপনার জীবন বিপন্ন হইলেও অযথার্থ ভাষণের ব্যবস্থা। ১।৮২।১৬, ১৭; ৩।২০৮।৩; ১২।১০৯তম অ; ১২।১৬৫।২৯

যিনি এইসকল সময়েও যথার্থ অর্থাৎ তথ্যভাষণের পক্ষপাতী, তিনি সত্যবাদী

নহেন। সত্য ও অসত্য নির্ণয় করা বিবেচনাসাপেক্ষ। এই বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকট একটি প্রাচীন উপাখ্যান বিবৃত করিয়াছেন। কৌশিক নামে এক ব্রাহ্মণ গ্রামের নদীতীরে আশ্রম নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল সর্বদা সত্যকথা বলিবেন। একদা কয়েকজন পথিক দস্যুদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত কৌশিকের আশ্রমের নিকটস্থ এক অরণ্যে লুকাইয়া থাকেন। দস্যুগণ পথিকদের অনুসরণ করিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইল। তাহারা কৌশিককে পথিকদের খবর জিজ্ঞাসা করিলে পর কৌশিক পথিকদের আত্মরক্ষার স্থান দেখাইয়া দিলেন। দস্যুগণ পথিকদের সন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে হত্যা করিল এবং তাহাদের সর্বস্ব লইয়া গেল। এই ব্যাপারে যথার্থ ভাষণজনিত পাপের ফলে মৃত্যুর পর কৌশিক অনন্ত নরকে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন। ৮।৬৯ তম-অ।

মহামতি বিদুরের উপদেশেও শোনা যায়—

নাসৌ ধর্মো যত্র ন সত্যমস্তি। ৫।৩৫।৫৮

অন্যত্র উক্ত হইয়াছে —

অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে॥ ১।৭৪।১০৩ ; ১৩।৭৫।৩০
সত্যমাহুঃ পরো ধর্মস্তস্মাৎ সত্যং ন লঙ্ঘয়েৎ। ১৩।৭৫।৩২

শরতল্পগত পিতামহ যুধিষ্ঠিরকে লৌকিক অলৌকিক সকল বিষয়েই উপদেশ দিয়াছেন। যুধিষ্ঠির যেন নিখিল মানবসমাজের প্রতিনিধি, আর ভীষ্মদেব সর্ববিধ জ্ঞান বিজ্ঞানের-ভাণ্ডার। মানুষের মনে যতপ্রকার প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে, যুধিষ্ঠিরের মুখ দিয়া ব্যাসদেব সকল প্রশ্নই করাইয়াছেন, কিছুই বাকী রাখেন নাই, আর পিতামহ উত্তরের পর উত্তর দিয়া চলিয়াছেন। দেহত্যাগের পূর্বমুহূর্তে তিনি সুহৃন্মণ্ডলীকে শেষ উপদেশ দিয়াছেন—

সত্যেষু যতিতব্যং বঃ সত্যং হি পরমং বলম্। ১৩।১৬৭।৪৯

সত্যের ভিতরে কোনপ্রকার কপটতা থাকিতে পারে না। আচার্য দ্রোণকে অস্ত্রত্যাগ করাইবার উদ্দেশ্যে যুধিষ্ঠির কপটতার আশ্রয় লইয়া পরলোকে নরক দর্শন করিয়াছিলেন। ধর্মাচারণে ছলচাতুরী চলিবে না। অর্জুনের মুখেও শোনা যায়—

ন ব্যাজেন চরেদ্ধর্মম্। ১।২১৩।৩৪

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ধর্ম সনাতন এবং ধর্মের মূলও সনাতন। স্থানকালের

অনুশাসন পর্বে ইহাও শোনা যায় যে, প্রাণধারণের নিমিত্তও প্রাণিহিংসা হইতে যথাসম্ভব বিরত থাকিতে চেষ্টা করা উচিত। (১১৫তম ও ১১তম অ।)

এবার সত্য সম্পর্কে মহাভারতের সিদ্ধান্ত শুনিব। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শোনা যায়, সত্য হইতেছে—অন্যতম বাঙ্ময় তপস্যা। তপস্যার ফল আত্মতৃপ্তি ও ভগবদ্দর্শন। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে পিতামহ বলিতেছেন—

নাস্তি সত্যসমং তপঃ। ১২।৩২৯।৬
যতো ধর্মস্ততঃ সত্যং সর্বং সত্যেন বর্ধতে। ১২।১৯৯।৭০

ব্যাপক অর্থে সত্যশব্দ তেরপ্রকার সদ্‌গুণকে বুঝায়। এই তেরপ্রকার সদ্‌গুণের সমষ্টি হইতেছে—মহাসত্য।

সত্যং ত্রয়োদশবিধং সর্বলোকেষু ভারত।
সত্যঞ্চ সমতা চৈব দমশ্চৈব ন সংশয়ঃ।
অমাৎসর্যং ক্ষমা চৈব হ্রীস্তিতিক্ষানসূয়তা॥
ত্যাগো ধ্যানমথার্যত্বং ধৃতিশ্চ সততং দয়া।
অহিংসা চৈব রাজেন্দ্র সত্যাকারাস্ত্রয়োদশ॥ ১২।১৬২।৭—৯

আমরা সাধারণতঃ যথার্থ ভাষণকেই সত্য বলিয়া থাকি। পরন্তু ব্যাসদেব বলিতেছেন—

যদ্ ভূতহিতমত্যন্তং তৎ সত্যমিতি ধারণা। ৩।২০৮।৪; ৩।২১২।৩১;
১২।৩২৯।১৩; ১২।২৮৭।২০

—যে-বাক্য প্রাণিহিতকর, যে-বাক্যে কাহারও অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, তাহাই সত্য। প্রাণিহিতের নিমিত্ত অযথার্থ ভাষণকেও সত্যই বলা হইবে। সময়বিশেষে অযথার্থ বাক্যই বলিতে হয়। পরিহাস-বাক্য অনৃত হইলেও দোষের নহে। বিবাহের ঘটকতায় অনৃত বচন দূষণীয় নহে। যদি যথার্থ বচনে কাহারও প্রাণহানির আশঙ্কা ঘটে, তবে সেই স্থলে অযথার্থ ভাষণই সত্য হইবে। যথার্থ ভাষণে কাহারও সর্বস্ব নাশের আশঙ্কা থাকিলে অযথার্থ ভাষণই সত্য। গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রীলোক, দীন, আতুর প্রভৃতির উপকারের নিমিত্ত অযথার্থ ভাষণই বিহিত। গুরুর উপকারের নিমিত্তও প্রয়োজনবোধে অযথার্থ বলিতে হয়। আপনার জীবন বিপন্ন হইলেও অযথার্থ ভাষণের ব্যবস্থা। ১।৮২।১৬, ১৭; ৩।২০৮।৩; ১২।১০৯তম অ; ১২।১৬৫।

যিনি এইসকল সময়েও যথার্থ অর্থাৎ তথ্যভাষণের পক্ষপাতী, তিনি সত্যবাদী

নহেন। সত্য ও অসত্য নির্ণয় করা বিবেচনাসাপেক্ষ। এই বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকট একটি প্রাচীন উপাখ্যান বিবৃত করিয়াছেন। কৌশিক নামে এক ব্রাহ্মণ গ্রামের নদীতীরে আশ্রম নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল সর্বদা সত্যকথা বলিবেন। একদা কয়েকজন পথিক দস্যুদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত কৌশিকের আশ্রমের নিকটস্থ এক অরণ্যে লুকাইয়া থাকেন। দস্যুগণ পথিকদের অনুসরণ করিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইল। তাহারা কৌশিককে পথিকদের খবর জিজ্ঞাসা করিলে পর কৌশিক পথিকদের আত্মরক্ষার স্থান দেখাইয়া দিলেন। দস্যুগণ পথিকদের সন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে হত্যা করিল এবং তাহাদের সর্বস্ব লইয়া গেল। এই ব্যাপারে যথার্থ ভাষণজনিত পাপের ফলে মৃত্যুর পর কৌশিক অনন্ত নরকে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন। ৮।৬৯ তম-অ।

মহামতি বিদুরের উপদেশেও শোনা যায়—

নাসৌ ধর্মো যত্র ন সত্যমস্তি। ৫।৩৫।৫৮

অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—

অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে॥ ১।৭৪।১০৩ ; ১৩।৭৫।৩০
সত্যমাহুঃ পরো ধর্মস্তস্মাৎ সত্যং ন লঙ্ঘয়েৎ। ১৩।৭৫।৩২

শরতল্পগত পিতামহ যুধিষ্ঠিরকে লৌকিক অলৌকিক সকল বিষয়েই উপদেশ দিয়াছেন। যুধিষ্ঠির যেন নিখিল মানবসমাজের প্রতিনিধি, আর ভীষ্মদেব সর্ববিধ জ্ঞান বিজ্ঞানের-ভাণ্ডার। মানুষের মনে যতপ্রকার প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে, যুধিষ্ঠিরের মুখ দিয়া ব্যাসদেব সকল প্রশ্নই করাইয়াছেন, কিছুই বাকী রাখেন নাই, আর পিতামহ উত্তরের পর উত্তর দিয়া চলিয়াছেন। দেহত্যাগের পূর্বমুহূর্তে তিনি সুহৃদ্গণগুলীকে শেষ উপদেশ দিয়াছেন—

সত্যেষু যতিতব্যং বঃ সত্যং হি পরমং বলম্। ১৩।১৬৭।৪৯

সত্যের ভিতরে কোনপ্রকার কপটতা থাকিতে পারে না। আচার্য দ্রোণকে অস্ত্রত্যাগ করাইবার উদ্দেশ্যে যুধিষ্ঠির কপটতার আশ্রয় লইয়া পরলোকে নরক দর্শন করিয়াছিলেন। ধর্মাচারণে ছলচাতুরী চলিবে না। অর্জুনের মুখেও শোনা যায়—

ন ব্যাজেন চরেদ্ধর্মম্। ১।২১৩।৩৪

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ধর্ম সনাতন এবং ধর্মের মূলও সনাতন। স্থানকালের

বিভিন্নতায় আনুষ্ঠানিক ধর্মের পার্থক্য ঘটিলেও ধর্মের মূল তত্ত্ব স্থান বা কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয় না।

আনুষ্ঠানিক ধর্ম দুইভাগে বিভক্ত—প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তিমূলক। প্রবৃত্তিমূলক ধর্মের সকল উপদেশই গৃহস্থের পক্ষে। অনুষ্ঠানের ফল চিত্তশুদ্ধি। চিত্ত নির্মল হইলে অনুষ্ঠাতা সার্বভৌম ধর্মের অধিকারী হইয়া থকেন। সার্বভৌম ধর্ম বলিতে চতুর্থ পুরুষার্থকে বুঝিতে হইবে। শমদমাদি নিবৃত্তিমূলক ধর্মগুলি সাক্ষাৎ মুক্তির প্রযোজক। বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুদের পক্ষে সেইগুলি অনুষ্ঠেয়।

প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্মো গৃহস্থেষু বিধীয়তে। ১৩।১৪১।৭৬
নিবৃত্তিলক্ষণস্ত্বন্যো ধর্মো মোক্ষায় তিষ্ঠতি। ১৩।১৪১।৮০
নিবৃত্তিলক্ষণো ধর্মস্তথানন্ত্যায় কল্পতে। ১২।২০৬।১৫

এই প্রকরণে আরও বলা হইয়াছে যে, ধর্ম ও অধর্ম সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে প্রথমতঃ ন্যায় ও অন্যায়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বিশেষতঃ দৃষ্টফলক ধর্ম সম্বন্ধে এই বিচার অপরিহার্য। যে-আচরণে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে হয়, তাহা কখনও ধর্ম নহে। ধর্মে অন্যায় বা পাপের স্পর্শ থাকিতে পারে না। আন্তর সদ্‌বৃত্তির অনুশীলনকে মানস ধর্ম নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

ফলের প্রতি আসক্ত না হইয়া নিষ্কাম ধর্ম আচরণ করিলে মুক্তি সহজলভ্য হয়।

দদামি দেয়মিত্যেব যজে যষ্টব্যমিত্যুত। ৩।৩১।২

প্রবৃত্তিমূলক ধর্মাচরণের ফলে পুনর্জন্ম ঘটে, পরন্তু নিবৃত্তিমূলক ধর্মের ফল হইতেছে মুক্তি।

প্রবৃত্তিঃ পুনরাবৃত্তির্নিবৃত্তিঃ পরমা গতিঃ। ১২।২১৭।৪

ধর্ম বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে সচ্চরিত্র ধার্মিক পুরুষের উপদেশমত কাজ করিতে হয়। দশজন বেদজ্ঞ পুরুষ অথবা তিনজন ধর্মপাঠক যে-আচরণকে ধর্ম বলিয়া স্বীকার করেন, সন্দিগ্ধ ব্যক্তি সেই আচরণকে ধর্মরূপে গ্রহণ করিবেন। শুধু ধর্ম বিষয়েই নহে, সন্দিগ্ধ যে-কোন বিষয়ের মীমাংসার নিমিত্ত জ্ঞানবৃদ্ধ পুরুষদের উপদেশ গ্রহণ করিতে হয়।

দশ বা বেদশাস্ত্রজ্ঞাস্ত্রয়ো বা ধর্মপাঠকাঃ।
যদ্‌ ব্রূয়ুঃ কার্য উৎপন্নে স ধর্মো ধর্মসংশয়ে॥ ১২।৩৬।২০
ন হি ধর্মমবিজ্ঞায় বৃদ্ধাননুপসেব্য চ।
ধর্মার্থৌ বেদিতুং শক্যো বৃহস্পতিসমৈরপি॥ ৩।১৫০।২৬

এক ধর্মের সহিত অপর ধর্মের বিরোধ নাই। ধর্মের শেষ লক্ষ্য এক হওয়ায় যে-সকল মানস অনুশীলন সর্বকালে সর্বমানবের ধর্ম, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কিছুমাত্র বিরোধ থাকিতে পারে না। প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের সুসমঞ্জস মিলন হইলেই বুঝিতে হইবে, সেইগুলি যথার্থই ধর্ম। দয়ার সহিত ক্ষমার কোন বিরোধ নাই। এইরূপে অপর সদ্বৃত্তি সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। যদি কোথাও পরস্পরের বিরোধের আশঙ্কা ঘটে, তবে শাস্ত্রাবিরুদ্ধ তর্কের সাহায্যে পরস্পরের বলাবল নির্ণয় করিতে হইবে। যে-পক্ষ গ্রহণ করিলে প্রবলতর কোন ধর্মানুষ্ঠান বাধিত হইবে, সেই পক্ষ গ্রহণীয় নহে।

ধর্মং যো বাধতে ধর্মো ন স ধর্মঃ কুবর্ত্ম তৎ।
অবিরোধাত্তু যো ধর্মঃ স ধর্মঃ সত্যবিক্রম ॥ ইত্যাদি। ৩।১৩১।১১-১৩

ধর্মের ছলে ভণ্ডামি করিয়া যশ এবং অর্থোপার্জনের কৌশলকে বলা হইয়াছে— ধর্মবাণিজ্য। ধর্মবণিকের ইহলোক ও পরলোক—উভয়ই অন্ধকার।

ধর্মবাণিজ্যকো হীনো জঘন্যো ব্রহ্মবাদিনাম্। ৩।৩১।৫

ধর্মানুষ্ঠানে সঙ্ঘবদ্ধতা মহাভারতে নিষিদ্ধ হইয়াছে। লোকদেখানো ধর্মাচরণ অতীব নিন্দিত। ইহাও ধর্মবাণিজ্যের মধ্যে গণ্য। একাকী ধর্মাচরণ করিতে হয়। ধর্ম সর্বথা বৈযুক্তিক ও ব্যক্তিগত। বাহ্যিক অনুষ্ঠান অপরিহার্য হইলেও বস্তুতঃ ধর্ম মানস বস্তু। মনের সাধু চিন্তা ও শ্রদ্ধা ব্যতীত বাহ্যিক অনুষ্ঠান কিছুতেই বিশুদ্ধ হইতে পারে না।

সঙ্ঘবদ্ধভাবে ধর্মানুষ্ঠানে বা উপাসনায় লোকদেখানো-ভাবটির প্রাধান্যের আশঙ্কা আছে। তাহাতে নামযশের লোভে অনুষ্ঠাতার অধঃপতন ঘটিতে পারে। সুতরাং উপাসনাদি যথাসম্ভব গোপন রাখিবার নিমিত্ত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ধর্মের পতাকা উড়াইয়া লোকসমাজে ধার্মিক নামে খ্যাতিলাভ করা এবং আনুষঙ্গিক-রূপে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা অতিশয় নিন্দিত। প্রকাশ্যে ধর্মানুষ্ঠান করিলে সাধারণ প্রাকৃত জন অনুষ্ঠাতাকে ধার্মিক বলিয়া খাতির করিতে আরম্ভ করে। তখন অনুষ্ঠাতার অহমিকার ভাব জাগা নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে। সম্মানের বিড়ম্বনা হইতে আত্মরক্ষা করা দুর্বলচেতা কাপুরুষের পক্ষে সহজ নহে। সম্ভবতঃ এইজন্যই সঙ্ঘবদ্ধরূপে ধর্মের অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হইয়াছে। শুধু ঔচিত্যবোধেই শ্রদ্ধার সহিত ধর্মাচরণ করিবে, অভিমান বা কোনরূপ অসদুদ্দেশ্য পোষণ করিতে নাই।

মানসং সর্বভূতানাং ধর্মমাহুর্মনীষিণঃ ।
তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ধর্মমেব সমাসতে ॥
এক এব চরেদ্ধর্মং ন ধর্মধ্বজিকো ভবেৎ । ১২।১৯৩।৩২ ; ১২।২৪৪।৪
ধর্মবাণিজকা হ্যেতে যে ধর্মমুপভুঞ্জতে । ১৩।১৬২।৬১, ৬২
কর্তব্যমিতি যৎ কার্যং নাভিমানাৎ সমাচরেৎ । ৩।২।৭৬

সমাজের অসাধু ধনিগণ অনেক সময় জোর করিয়া অধর্মকে ধর্মের নামে চালাইতে চেষ্টা করে। তাহাদের সম্পর্কে সতত সতর্ক থাকিতে হয়।

সর্বং বলবতাং ধর্মঃ সর্বং বলবতাং স্বকম্ । ১৫।৩০।২৪ ; ২।৬৯।১৫

ধর্মানুষ্ঠানে একজন শিষ্ট আদর্শ পুরুষকে গুরুরূপে বরণ করিয়া লইতে হয়। তাঁহার উপদেশ অনুসারে চলিলে স্খলনের আশঙ্কা থাকে না। যিনি গুরুর উপদেশ ব্যতীত নিজের খামখেয়ালিতে ধর্মাধর্ম নির্ণয় করেন, অনেক সময় অধর্মকে ধর্ম বলিয়া ভুল করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে। অতএব কল্যাণকাম পুরুষ আদর্শ গুরুর অনুসরণ করিবেন। যাঁহার ধর্মানুষ্ঠান গুরুর অধীন, তিনি কখনও বিপথে চলেন না। উপদেষ্টা তাঁহাকে ঠিক পথে পরিচালনা করেন—

যস্য নাস্তি গুরুর্ধর্মে [illegible] চান্যানপি পৃচ্ছতি ।
সুখতন্ত্রোঽর্থলাভেষু [illegible] সুখমশ্নুতে ॥ ১২।৯২।১৮

ধর্মের তত্ত্ব সনাতন হইলেও দেশ[illegible]ভেদে আনুষ্ঠানিক ধর্মের কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। [illegible]স্থ সমাজের স্বাভাবিক অবস্থায় যাহা অধর্ম, আপৎকালে তাহাও ধর্মরূপে গণ্য হইয়া থাকে।

অন্যো ধর্মঃ সমস্থস্য বিষমস্থস্য চাপরঃ ।
আপদস্তু কথং শক্যাঃ পা[illegible]পাঠেন বেদিতুম্ ॥ ১২।২৫।৪
স এব ধর্মঃ সোঽধর্মো দেশকালে প্রতিষ্ঠিতঃ ।
আদানমনৃতং হিংসা ধর্মো হ্যাবস্থিকঃ স্মৃতঃ ॥ ১২।৩৬।১১
তস্মাদাপদ্ধর্মেঽপি শ্রূয়তে ধর্মলক্ষণঃ । ১২।১৩০।১৬
কর্মণা যেন তেনৈব মৃদুনা দারুণেন চ ।
উদ্ধরেদ্দীনমাত্মানং সমর্থো ধর্মমাচরেৎ ॥ ১২।১৪১।৩৮

শান্তিপর্বের আপদ্ধর্ম-প্রকরণে দেখিতে পাই, অবস্থাবিশেষে বহু ধর্মকৃত্যের পরিবর্তনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। হিংসা অধর্ম হইলেও আততায়িহননে অধর্ম হইবে না।

অহিংসা, সত্য, অক্রোধ প্রভৃতিও অবস্থাবিশেষে অধর্ম হইয়া দাঁড়ায়। আপৎকালে সংশয় উপস্থিত হইলে বেদবেদাঙ্গাদি-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ সুধীগণের সিদ্ধান্তের দ্বারাই ধর্ম স্থির করিতে হইবে। ব্যক্তিবিশেষের স্বৈরাচার ধর্মের পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না।

সমাজবিশেষে আনুষ্ঠানিক ধর্ম এবং সদাচারের পার্থক্য রহিয়াছে। ইহাতে বোঝা যায় যে, ধর্মের বহিরঙ্গ অবস্থাবিশেষে বিভিন্নপ্রকার হইয়া থাকে। মানুষ যে-সমাজে যে-অবস্থায় থাকুক না কেন, কতকগুলি সুনির্দিষ্ট আচরণ তাহাকে অবশ্যই অনুসরণ করিতে হইবে।

সামান্যতঃ মানবধর্ম, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের তথা বিভিন্ন জাতির ধর্ম, এবং ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রমধর্ম প্রভৃতি কীর্তন করিয়া ভারতকার মহর্ষি আপদ্ধর্মেরও কীর্তন করিয়াছেন। রাজধর্ম-প্রকরণে প্রধানতঃ ক্ষাত্র-ধর্মের উপদেশ এবং মোক্ষধর্ম-প্রকরণে প্রধানতঃ নিবৃত্তিমার্গের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

মহাভারতে কিরাতাদি পার্বত্য ও আরণ্য জাতি এবং দস্যু প্রভৃতির ধর্মও বর্ণিত হইয়াছে। সভ্যসমাজের অনুষ্ঠেয় ধর্মের সহিত সেইসকল ধর্মেরও কিছু কিছু মিল রহিয়াছে।

একটি উপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা নৃপতি মান্ধাতা দেবরাজ ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'ভগবন্, আমার রাজ্যে অনেক যবন, কিরাত, গান্ধার, চীন, শবর, শক, তুষার, কঙ্ক, পহ্লব, আন্ধ্র, মদ্রক, পৌণ্ড্র, পুলিন্দ, রমঠ, কাম্বোজ প্রভৃতি প্রজা আছেন। তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় এবং নানা জাতির লোক রহিয়াছেন। অনেক দস্যুও আমার রাজ্যে বাস করে। আমি তাহাদের কিরূপ ধর্ম স্থির করিয়া দিব—দয়া করিয়া বলুন।'

ইন্দ্র কহিলেন—মাতাপিতৃসেবা দস্যুদের পক্ষেও অবশ্যকর্তব্য। কূপ, প্রপা প্রভৃতির উৎসর্গ, অহিংসা, সত্যবচন, পুত্রদারাদির ভরণপোষণ এইগুলিকে সামান্যতঃ মানবধর্ম বলা হয়। অতএব দস্যুরাও এইসকল ধর্ম অবশ্যই পালন করিবে। ১২।৬৫ তম অ।

আপদ্ধর্ম-প্রকরণে উক্ত হইয়াছে—দস্যুগণও সাধুভাবে জীবন যাপন করিবে।

অযুধ্যমানস্য বধো দারামর্শঃ কৃতঘ্নতা।  
ব্রহ্মবিত্তস্য চাদানং নিঃশেষকরণং তথা।  
স্ত্রিয়া মোষঃ পতিস্থানং দস্যুষ্বেতদ্ বিগর্হিতম্ ॥ ১২।১৩৩।১৫,১৬

—অযুধ্যমান পুরুষকে হনন করিতে নাই। পরস্ত্রীধর্ষণ, কৃতঘ্নতা, ব্রহ্মস্বহরণ, কোনও জনপদকে আক্রমণ করিয়া সর্বস্ব লুণ্ঠন এবং সেই জনপদ অধিকার, কন্যাহরণ প্রভৃতি আচরণ দস্যুদের পক্ষেও অধর্ম।

দস্যুধর্মের উদ্দেশ্যও সাধু হওয়া চাই। কথিত হইয়াছে যে, কায়ব্য-নামক এক দস্যুদলপতি দস্যুধর্মের আচরণ করিয়াই সিদ্ধি লাভ করেন। একদা তাহার দলের দস্যুগণ তাহার নিকট দস্যুধর্ম জানিতে চাহিলে কায়ব্য বলিতেছেন—

মা বধীস্ত্বং স্ত্রিয়ং ভীরুং মা শিশুং মা তপস্বিনম্।

নাযুধ্যমানো হন্তব্যো ন চ গ্রাহ্যা বলাৎ স্ত্রিয়ঃ ॥ ইত্যাদি। ১২।১৩৫। ১৩-২২

স্ত্রীলোকের গায়ে কখনও হাত দিবে না। ধর্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই তোমাদের দস্যুবৃত্তি। ব্রাহ্মণ ও তপস্বীদের কল্যাণ চিন্তা করিবে। পিতৃগণ, দেবগণ, ও অতিথির পূজায় অবহিত থাকিবে। সাধুগণের পীড়াদায়ক দুর্বৃত্ত ব্যক্তিগণকে শাস্তি দেওয়াই দস্যুধর্ম।

অসাধুভ্যোঽর্থমাদায় সাধুভ্যো যঃ প্রযচ্ছতি।
আত্মানং সংক্রমং কৃত্বা কৃৎস্নধর্মবিদেব সঃ ॥ ১২। ১৩৬।৭

—যাহাদের ধন সৎকাজে ব্যয়িত হয় না, তাহাদের ধন হরণ করিলে পাপ হয় না। অসাধুর ধন হরণ করিলে পাপ হয় না। অসাধুর ধন হরণ করিয়া যিনি সাধু পুরুষদিগকে দান করেন, তিনি যথাই ধর্মবিৎ।

এইসকল উপদেশ হইতে বোঝা যায়, লোকস্থিতির নিমিত্ত সাধু সঙ্কল্পে যাহাই করা হইবে, তাহাই ধর্মকর্মের অন্তর্গত। ধর্মসম্বন্ধে বাঁধাধরা নিয়ম করা চলে না। 'ধর্মো হ্যাবস্থিকঃ স্মৃতঃ।' স্থান, কাল ও পাত্রভেদে ধর্মের স্বরূপ অনিয়ত হইলেও উদ্দেশ্য সর্বত্রই সাধু হইবে। যে-কাজের উদ্দেশ্য সাধু, তাহা আপাতদৃষ্টিতে অন্যায় মনে হইলেও অধর্ম নহে।

বনপর্বে হনুমদ্ভীমসংবাদে এবং মার্কণ্ডেয়যুধিষ্ঠির-সংবাদে যুগধর্মের আলোচনা করা হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায়—সত্যযুগে ধর্মই ছিল মানুষের প্রধান অবলম্বন। ঈশ্বরের সহিত মানুষের নিবিড় সম্পর্কই সত্যযুগের সূচক। যখনই যে-ব্যক্তির সেই সম্পর্ক দৃঢ় হইবে, তখনই তাঁহার নিকট সত্যযুগ আবির্ভূত হইবে। ত্রেতাযুগে ধর্মের একপাদ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তাহাও অপেক্ষাকৃত ভাল। ত্রেতাযুগের নরগণ ধর্মপ্রবণ ও অনুষ্ঠানরত থাকেন। দ্বাপরযুগে অর্ধেক ধর্ম ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। মানুষ প্রায়ই সত্যভ্রষ্ট হয়। কলিযুগে ধর্মের একপাদ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। মানুষের প্রকৃতি প্রায়ই কলুষিত হইয়া উঠে, নানাবিধ আধিব্যাধি দেখা দেয় এবং তীব্র অশান্তিতে মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠে।

যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে মহামুনি মার্কণ্ডেয় কহিতেছেন—'কলিযুগে অনেক ভণ্ড ধর্মের ভান করিয়া সরল লোকদিগকে প্রতারণা করিবে। সাধারণতঃ অল্প একটু বিদ্যা শিখিলেই অতিশয় অহঙ্কৃত হইয়া ধরাকে শরা জ্ঞান করিবে। যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান বিলুপ্ত হইবে। স্বেচ্ছাচারীর দল আপনার প্রয়োজন অনুসারে যে-কোন আচরণকে ধর্মের নামে চালাইবে। এইভাবের অনেক কথা যুগধর্ম সম্বন্ধে শোনা যায়।

বাহিরের আচরণ ও অনুষ্ঠানে সকল যুগেই পার্থক্য থাকিবে। আনুষ্ঠানিক ধর্ম সর্বত্র একরূপ নহে। পরন্তু চিত্তপ্রসাদ ও ধর্মের যথার্থ লক্ষ্য দেশ ও কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ হইবে না। সমস্ত মানস সদ্‌বৃত্তিকেই যদি ধর্ম বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে বলিতে হইবে—মহাভারত-বর্ণিত ধর্ম, অবিনশ্বর, নির্মল এবং সর্বজনীন বা সার্বভৌম। যে-ধর্মের লক্ষ্য নিজের তথা বিশ্বের কল্যাণ, তাহাতে সঙ্কীর্ণতার স্থান থাকিতে পারে না।

আনুষ্ঠানিক ধর্মসমূহ প্রধানতঃ চিত্তশুদ্ধির উপায়, অনুষ্ঠাতার উপেয় নহে। ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। উপেয় হইতেছে—অপবর্গ। চিত্তশুদ্ধিই মানুষকে মহৎ হইতে মহত্তর আদর্শে অনুপ্রাণিত করে। এবং অনুষ্ঠাতা পরিশেষে পরম ধর্মরূপ উপেয়কে প্রাপ্ত হন। এই উপায় ও উপেয় উভয়ই ধর্মশব্দের বাচ্য। এই উদ্দেশ্যেই বলা হইয়াছে—

নিত্যো ধর্মঃ সুখদুঃখে ত্বনিত্যে। ৫।৪০।১২ ; ১৮।৫।৬৪

মানুষ কোন অবস্থাতেই ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হইবে না—ইহা মহাভারতের উপদেশ। যত বিপদই আসুক না কেন, ধর্মকে ত্যাগ করা কিছুতেই সঙ্গত নহে। কাম, ভয়, লোভ প্রভৃতি যেন ধর্মনাশের হেতু না হয়, এই বিষয়ে সকলকে সতর্ক করা হইয়াছে। বাঁচিবার নিমিত্তও ধর্মকে ত্যাগ করিতে নাই।

ন জাতু কামান্ন ভয়ান্ন লোভাদ্
ধর্মং জহ্যাজ্জীবিতস্যাপি হেতোঃ। ৫।৪০।১২ ; ১৮।৫।৬৪

ধর্মং বৈ শাশ্বতং লোকে ন জহ্যাদ্ধনকাঙ্ক্ষয়া। ১২।২৯২।১৯

ধর্মই মানুষকে সকল আপদ্ বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। ধর্ম সমস্ত পাপতাপ দূর করিয়া মানুষকে শান্তির আস্বাদ দিতে পারে। ধর্মই মানুষের পরমা সিদ্ধি। জগতে সর্বপ্রকার লাভের মধ্যে ধর্মলাভই শ্রেষ্ঠ।

ধর্মেণ পাপং প্রণুদতীহ বিদ্বান্,
ধর্মো বলীয়ানিতি তস্য সিদ্ধিঃ। ৫।৪২।২৫
ন ধর্মাৎ পরমো লাভঃ। ১৩।১০৬।৬৫

ধর্মপালনের অসংখ্য উপদেশ মহাভারতে শোনা যায়। সমস্ত সঙ্কলন করিলে উপদেশের সংখ্যা হাজারের বেশী হইবে। ধর্ম মানুষের সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারে। ধর্ম পালন করিলে ধর্মই মানুষকে রক্ষা করে, আর অরক্ষিত ধর্ম অধার্মিক ব্যক্তির বিনাশ সাধন করিয়া থাকে। অতএব কল্যাণেচ্ছু পুরুষ ধর্মাচরণে সর্বতোভাবে মনোনিবেশ করিবেন। ধার্মিক ব্যক্তি পরলোকে গমন করিয়া একমাত্র ধর্মসঞ্চিত পুণ্যের ফলেই শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। পার্থিব কোনও বস্তু পরলোকের সঙ্গী হয় না, ধর্মের ফল শুধু ইহলোকেই ভোগ্য নহে, ধর্মই লোকান্তরে একমাত্র বন্ধু।

ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ। ৩।৩১২।১২৮
ধর্ম একো মনুষ্যাণাং সহায়ঃ পারলৌকিকঃ। ১৩।১১১।১৬
ধর্মে স্থিতানাং কৌন্তেয় সিদ্ধির্ভবতি শাশ্বতী। ১২।২৭২।২৪
ধর্মে মতির্ভবতু বঃ সততোত্থিতানাং
স হ্যেক এব পরলোকগতস্য বন্ধুঃ। ১।২।৩৯১

ধর্মাচরণে বিত্তের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ধর্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত যিনি বিত্তের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহার নিঃস্পৃহতাই শ্রেয়ঃ। দেহলিপ্ত পঙ্কের প্রক্ষালন অপেক্ষা পঙ্ককে স্পর্শ না করাই ভাল।

ধর্মার্থং যস্য বিত্তেহা বরং তস্য নিরীহতা।
প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য শ্রেয়ো ন স্পর্শনং নৃণাম্। ৩।২।৪৯

কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী—সকলকেই কোন না কোনপ্রকার ধর্মানুষ্ঠান করিতেই হইবে। ধর্মকে বাদ দিয়া মানুষ টিকিয়া থাকিতে পারে না। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমার্গের ধর্মাচরণে পার্থক্য থাকিলেও মানস সাধু চিন্তায় কোনরূপ পার্থক্য নাই—এই কথা একাধিকবার উক্ত হইয়াছে। ধর্মাচরণে কালাকালের কোন বিচার নাই। সকল সময়ই সাধু চিন্তায় কাটাইতে হইবে। মানুষের মৃত্যুকাল অনিশ্চিত। অতএব সতত ধর্মাচরণে লিপ্ত থাকা কর্তব্য।

যুবৈব ধর্মশীলঃ স্যাদনিমিত্তং হি জীবিতম্। ১২।২৭৬।১৫

ন ধর্মকালঃ পুরুষস্য নিশ্চিতো
ন চাপি মৃত্যুঃ পুরুষং প্রতীক্ষতে।
সদা হি ধর্মস্য ক্রিয়ৈব শোভনা
যদা নরো মৃত্যুমুখেঽভিবর্ততে ॥১২।২৯৮।১৭ ; ৩।২য় অ।

'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ'—এই মহাবাক্যটির ন্যায়—
যতো ধর্মস্ততঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ। ৫।৬।৮ ; ৬।২১।১২ ; ৬।৪৩।৬০

এই বাক্যটিও একাধিক ব্যক্তির মুখে বহুবার শুনিতে পাই। এই মহাগ্রন্থের উপসংহারে যে ভারতসাবিত্রী কীর্তিত হইয়াছে, তাহাও ধর্মের মাহাত্ম্য-বর্ণনে ভরপূর। ব্যাসদেব প্রথমতঃ যে চতুঃশ্লোকী মহাভারত শুকদেবকে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন, তাহার ভিতরে একটি শ্লোকে দেখিতে পাই, মহর্ষি আক্ষেপের সুরে কহিতেছেন—

ঊর্ধ্ববাহুর্বিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিচ্ছৃণোতি মে।
ধর্মাদর্থশ্চ কামশ্চ স কিমর্থং ন সেব্যতে॥ ১৮।৫।৬৩

সমাজের সর্বসাধারণ মানুষ অর্থলাভ ও কামনার পরিপূর্তির নিমিত্ত ছুটাছুটি করিয়া থাকে। পরন্তু ধর্মই হইতেছে—অর্থ ও কামের হেতুভূত। অথচ কেহই সেই ধর্মের সেবা করিতে ইচ্ছুক নহে।

মহর্ষির এই খেদোক্তি শুনিয়া মনে হয়, উপদেশ যতই থাকুক না কেন, ধর্মপ্রবণতা সেই যুগেও বিরল ছিল। যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুদয় ঘটে, তখনই ঈশ্বর সাধুদের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতের বিনাশের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া থাকেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ইত্যাদি ৩।১৮৯।২৭ ; ৬।২৮।৭,৮

মহাভারতে একাধিকবার এই অভয়বাণীও উচ্চারিত হইয়াছে। আস্তিক সমাজের নিকট এই ভগবদ্‌বাণীই পরম সান্ত্বনা।

উপসংহারে আরও একটি বিষয় আলোচিত হইতেছে। ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ শাস্ত্রানুমোদিত পদ্ধতির অনুসরণে রাষ্ট্রকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবার কথা মহাভারতে পাওয়া যায়। এই তিনটির অনুষ্ঠান এবং উপভোগে স্বৈরাচার চলিবে না। রাজধর্মপ্রকরণে রাজাকে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করা হইয়াছে—প্রজামণ্ডলীর ত্রিবর্গসাধনে তাঁহাকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ত্রিবর্গের উপভোগে উচ্ছৃঙ্খল উন্মার্গগামী প্রজা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। রাজাই আপন ব্যবহারের দ্বারা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ সৃষ্টি করেন—

রাজা কালস্য কারণম্। ৫।১৩২।১৬ ; ১২।৬৯।৭৯

মহাভারতে 'রাজনীতি' না বলিয়া 'রাজধর্ম' বলা হইয়াছে। জীবনভিত্তিক রাজধর্মকে উপেক্ষা করিয়া খণ্ডনীতিভিত্তিক রাজনীতির আলোচনা মহাভারতে করা হয় নাই। মনুষ্যজীবনের সমস্তই মহাভারতে ধর্মের সূত্রে গ্রথিত। মহাভারতের সাধারণ ধর্ম, রাজধর্ম ও সমাজ পরস্পর বিযুক্ত নহে। মহাভারতকার বলিতেছেন—

অশ্বমেধসহস্রেণ যো যজেৎ পৃথিবীপতিঃ।
পালয়েদ্ বাপি ধর্মেণ প্রজাস্তুল্যফলং লভেৎ॥ ১৫।৭।২৩
প্রণীতমৃষিভির্জ্ঞাত্বা ধর্মং শাশ্বতমব্যয়ম্।
লুপ্যমানং স্বধর্মেণ ক্ষত্রিয়ো হ্যেষ রক্ষতি॥ ১৩।৪৭।৪৩
ধিক্ তস্য জীবিতং রাজ্ঞো রাষ্ট্রে যস্যাবসীদতি।
দ্বিজোঽন্যো বা মনুষ্যোঽপি শিবিরাহ বচো যথা॥ ১৩।৬১।২৯
অরক্ষিতারং হর্তারং বিলোপ্তারমনায়কম্।
তং বৈ রাজকলিং হন্যুঃ প্রজাঃ সন্নহ্য নির্ঘৃণম্॥ ১৩।৬১।৩২
রাজ্যেঽসতি কুতো ধর্মো ধর্মেঽসতি কুতঃ পরম্। ১২।৩২০।১৫৯
রাজা সদা ধর্মপরঃ শুভাশুভস্য গোপ্তা
সমীক্ষ্য সুকৃতিনাং দধাতি লোকান্। ১২।৩২১।২৮
দণ্ডো যত্রাবিনীতেষু সৎকারশ্চ কৃতাত্মসু।
চরেত্তত্র বসেচ্চৈব পুণ্যশীলেষু সাধুষু॥ ইত্যাদি। ১২।২৮৭।৫৪-৫৭

প্রস্তুত প্রবন্ধে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নাই। দিঙ্মাত্র প্রদর্শিত হইল।

# অর্থ

ধর্মের পরে দ্বিতীয় পুরুষার্থ অর্থের কথা আলোচিত হইতেছে। ব্যাসদেব বলিয়াছেন—

ধর্মাদর্থশ্চ কামশ্চ। ১৮।৫।৬৩

শান্তিপর্বের ভৃগুভরদ্বাজসংবাদে ( ১৯১ তম অ ) উক্ত হইয়াছে—অর্থ ঐহিক ও পারত্রিক সুখরূপ ফলের দ্বিতীয় উপায়। অর্থ সুখস্বরূপ নহে। ভৃগু বলিয়াছেন— গার্হস্থ্য আশ্রমই সকল আশ্রমের মূল। 'সমাবৃত্তানাং সদাচারাণাং সহধর্মচর্য-ফলার্থিনাং গৃহাশ্রমো বিধীয়তে। ধর্মার্থকামাবাপ্তির্হ্যত্র ত্রিবর্গসাধনমপেক্ষ্যাগর্হিতেন কর্মণা ধনান্যাদায় স্বাধ্যায়োপলব্ধপ্রকর্ষেণ বা ব্রহ্মর্ষিনির্মিতেন বা অদ্রিসারগতেন ( মণিদিব্যৌষধিস্বর্ণাদ্যাকরাস্তেভ্যো গতেন প্রাপ্তেন ) বা হব্যকব্যনিয়মাভ্যাসদৈবত-প্রসাদোপলব্ধেন বা ধনেন গৃহস্থো গার্হস্থ্যং বর্তয়েৎ। তদ্ধি সর্বাশ্রমাণাং মূলমুদাহরন্তি। গুরুকুলনিবাসিনঃ পরিব্রাজকা যে চান্যে সঙ্কল্পিতব্রতনিয়মধর্মানুষ্ঠায়িন-স্তেষামপ্যত এব ভিক্ষাবলিসংবিভাগাঃ প্রবর্তন্তে। অপি চাত্র যজ্ঞক্রিয়াভির্দেবতাঃ প্রীয়ন্তে, নিবাপেন পিতরো বিদ্যাভ্যাসশ্রবণধারণেন ঋষয়ঃ। অপত্যোৎপাদনেন প্রজাপতিরিতি।'

ঋষির এই উক্তি হইতে গৃহস্থের পক্ষে অর্থের অপরিহার্যতা এবং অর্থোপার্জনের কয়েকটি উপায়ের কথা জানা যাইতেছে। প্রবৃত্তিমূলক গার্হস্থ্যাশ্রমে অর্থ অবশ্যই মানবের অভিলষিত। বিদ্যা, ভূমি, হিরণ্য, পশু, ধান্য প্রভৃতির অর্জন এবং অর্জিতের বিবর্ধনকে বলা হয়—অর্থ। মহাভারতের স্পষ্টরূপে অর্থের কোন সংজ্ঞা করা হয় নাই, কিন্তু অর্থবিষয়ক প্রকরণসমূহের আলোচনায় যেন এইরূপই মর্ম হয়। এক কথায় বলা যাইতে পারে—স্বত্বাস্পদীভূত সকল বস্তুই মহাভারতে অর্থরূপে পরিগণিত।

সকলপ্রকার অর্থের মধ্যে বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ—

ধনানামুত্তমং শ্রুতম্। ৩।৩১২।৭৪

গৃহীর সঙ্কল্প হইবে—

অন্নঞ্চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি। ১২।২৯।১২১

সুতরাং মহাভারতকার সৎপথে উপার্জিত এবং সৎপথে ব্যয়িত অর্থকে অনর্থ বলেন নাই।

ধর্মপথে উপার্জিত অর্থকেই মহাভারতকার প্রকৃত অর্থ বলিয়াছেন। ধর্ম ও অর্থের মধ্যে সম্বন্ধ হইতেছে—মেঘ ও সমুদ্রের মত। মেঘের বর্ষণে সমুদ্র যেরূপ স্ফীত হইয়া থাকে, ধর্মাচরণেও সেইরূপ অর্থ অর্জিত ও বর্ধিত হয়। সূর্যকিরণে আকৃষ্ট সমুদ্রজল যেরূপ মেঘে পরিণত হয়, অর্থও সেইরূপ ধর্মপথে ব্যয়িত হইয়া ধর্মকে পরিপুষ্ট করে।

যেঽর্থা ধর্মেণ তে সত্যা যেঽধর্মেণ ধিগস্তু তান্॥ ১২।২৯২।১৯
সর্বথা ধর্মমূলোঽর্থো ধর্মশ্চার্থপরিগ্রহঃ।
ইতরেতরয়োর্ণীতৌ বিদ্ধি মেঘোদধী যথা॥ ৩।৩৩।২৯
অর্থার্থী পুরুষো রাজন্ বৃহন্তং ধর্মমিচ্ছতি। ৩।৩৩।৩১

অর্থের প্রয়োজন হইতেছে—দান ও ভোগ। মহামতি বিদুরের মুখে শোনা যায়—

দত্তভুক্তফলং ধনম্। ৫।৩৯।৬৬

ধর্ম ও বৈধ বাসনার পরিপূর্তির সহায়করূপে অর্থের বিষয় না ভাবিয়া যিনি অর্থোপার্জনে অতিমাত্র ব্যগ্র, তিনি সকলের নিকটই নিতান্ত ঘৃণ্য। ব্রহ্মঘাতীর ন্যায় সেই পাপী বধার্হ—এরূপ কঠোর বচনও শোনা যায়।

অতিবেলং হি যোঽর্থার্থী নেতরাবনুতিষ্ঠতি।
স বধ্যঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মহেব জুগুপ্সিতঃ॥ ৩।৩৩।২৫

যক্ষযুধিষ্ঠিরসংবাদে যুধিষ্ঠির কহিতেছেন—

বিদ্যমানে ধনে লোভাদ্দানভোগবিবর্জিতঃ।
পশ্চান্নাস্তীতি যো ব্রূয়াৎ সোঽক্ষয়ং নরকং ব্রজেৎ॥ ৩।৩১৩।১০৬

—অর্থের প্রতি অত্যধিক আকর্ষণবশতঃ যে-কৃপণ অর্থসত্ত্বেও দান এবং ভোগ করে না, তাহার অর্থও যে-কোনভাবে অবশ্যই বিনষ্ট হইয়া থাকে। পরিশেষে তাহাকেও বলিতে হয় যে, অর্থ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই শ্রেণীর কৃপণ ব্যক্তি অনন্ত নরক ভোগ করেন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে ধনের অতিবৃদ্ধি বা স্তূপীকরণ শাস্ত্রবিহিত নহে।

তিন বৎসরকাল পারিবারিক প্রয়োজন মিটাইবার মত অর্থ যাঁহার সঞ্চিত থাকিবে, তিনিই ধনী। ইহার অধিক অর্থ সঞ্চিত হইতে থাকিলে তাহা দান করিয়া নিঃশেষ করিবে—মহাভারতের এইপ্রকার উপদেশ।

ত্রৈবার্ষিকাদ্ যদা ভক্তাদধিকং স্যাদ্দ্বিজস্য তু।
যজেত তেন দ্রব্যেণ ন বৃথা সাধয়েদ্ধনম্॥ ১৩।৪৭।২২

উল্লিখিত ধনী ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহ সোমরস পানের অধিকারী নহেন। দরিদ্র ব্যক্তির সোমপান নিষিদ্ধ।

যস্য ত্রৈবার্ষিকং ভক্তং পর্যাপ্তং ভৃত্যবৃত্তয়ে।
অধিকং চাপি বিদ্যেত স সোমং পাতুমর্হতি॥ ১২।১৬৫।৫

দান ও তপস্যা দ্বারা ধন লাভ হয়। পরিমিত দানে ধনের ক্ষয় হয় না।

ধনং লভেত দানেন। ১৩।৭।১৪
ধনং প্রাপ্নোতি তপসা। ১৩।৫৭।১০

অসাধু উপায়ে ধনের অর্জন ও রক্ষণ সমাজকে বিক্ষুব্ধ করিয়া থাকে। অনেকে অসাধু উপায়ে সঞ্চিত ধন দানদক্ষিণা করিয়া থাকেন—ইহাও দেখা যায়। তাহাদের তথাকথিত পুণ্যকর্ম নিষ্ফল হইয়া থাকে। লোভ ও মোহের বশবর্তী হইয়া কখনও উপার্জন করিতে নাই।

অপি সঞ্চয়বুদ্ধির্হি লোভমোহবশংগতঃ।
উদ্বেজয়তি ভূতানি পাপেনাশুদ্ধবুদ্ধিনা॥
এবং লব্ধ্বা ধনং মোহাদ্ যো হি দদ্যাদ্ যজেত বা।
ন তস্য স ফলং প্রেত্য ভুঙ্ক্তে পাপধনাগমাৎ॥ ১৪।৯১।৩০,৩১

অর্থলাভের নিমিত্ত ধর্মকেই অবলম্বন করিতে হয়। অসাধু উপায়ে অর্জিত বা বর্ধিত অর্থের সহায়তায় আপাততঃ কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেও সেই সিদ্ধি স্থায়ী হয় না, কোন বিপদ্ আপদ্ নিবারিত হইলেও পরিশেষে অধিকতর অনিষ্টপরম্পরা উপস্থিত হইতে থাকে। গৃহী সতত এই কথাটি মনে রাখিবেন।

অর্থসিদ্ধিং পরামিচ্ছন্ ধর্মমেবাদিতশ্চরেৎ।
ন হি ধর্মাদপৈত্যর্থঃ স্বর্গলোকাদিবামৃতম্॥ ৫।৩৭।৪৮
ধনেনাধর্মলব্ধেন যচ্ছিদ্রমপিধীয়তে।
অসংবৃতং তদ্ ভবতি ততোঽন্যদবদীর্যতে॥ ৫।৩৫।৭০

গৃহীর পক্ষে দারিদ্র্য যে একটি অভিসম্পাত—এই কথা নানাভাবে মহাভারতে বিবৃত হইয়াছে। 'মৃতঃ কথং স্যাৎ পুরুষঃ'?—যক্ষের এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন—

মৃতো দরিদ্রঃ পুরুষো মৃতং রাষ্ট্রমরাজকম্। ৩।৩১৩।৮৪

তেজস্বিনী বিদুলার পত্রানুশাসনে শুনিতেছি—দারিদ্র্য আর মৃত্যু—একই কথা।

দারিদ্র্যমিতি যৎ প্রোক্তং পর্যায়মরণং হি তৎ। ৫।১৩৪।১৩

এই বিদুলাই পূর্বে বলিয়াছেন—যাহার গৃহে একবেলার খাদ্যও সংগৃহীত নাই, তাহার শোচনীয় অবস্থার কোন তুলনা হয় না।

নাতঃ পাপীয়সীং কাঞ্চিদবস্থাং শম্বরোঽব্রবীৎ।
যত্র নৈবাদ্য ন প্রাতর্ভোজনং প্রতিদৃশ্যতে॥ ৫।১৩৪।১২

শম্বরের এই প্রাচীন উক্তিটি যুধিষ্ঠিরের মুখেও উচ্চরিত হইয়াছে।
(৫।৭২।২২)

ধনহীনের শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে রাজ্যহারা যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে কহিতেছেন—

শ্রীর্হৃতা বাধতে ধর্মং ধর্মো হন্তি হৃতঃ শ্রিয়ম্।
শ্রীর্হৃতা পুরুষং হন্তি পুরুষস্যাধনং বধঃ॥
অধনাদ্বিনিবর্তন্তে জ্ঞাতয়ঃ সুহৃদো দ্বিজাঃ।
অপুষ্পাদফলাদ্ বৃক্ষাদ্ যথা কৃষ্ণ পতত্রিণঃ॥ ৫।৭২।১৯,২০
ইহলোকে হি ধনিনাং স্বজনঃ স্বজনায়তে।
স্বজনস্তু দরিদ্রাণাং জীবতামপি নশ্যতি॥ ১২।৩২১।৮৮
ধনমাহুঃ পরং ধর্মং ধনে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
জীবন্তি ধনিনো লোকে মৃতা যে ত্বধনা নরাঃ॥ ৫।৭২।২৩

ধনহীনের ধর্মকৃত্য বাধিত হইয়া থাকে এবং ধর্মবাধনে ধনাগমও বাধাপ্রাপ্ত হয়। ধনহীনতা যে মরণের সমান—ধর্মরাজের মুখেও তাহা শোনা যাইতেছে।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—

অধনং দুর্বলং প্রাহুর্ধনেন বলবান্ ভবেৎ।
সর্বং ধনবতা প্রাপ্যং সর্বং তরতি কোশবান্॥
কোশেন ধর্মঃ কামশ্চ পরলোকস্তথা হ্যয়ম্।
তঞ্চ ধর্মেণ লিপ্সেত নাধর্মেণ কদাচন॥ ১২।১৩০।৪৯,৫০

যদিও রাজধর্ম-প্রকরণে পিতামহের এই উক্তিটি স্থান পাইয়াছে, তথাপি সমাজের সর্বস্তরেই এই কথাটি প্রযোজ্য। গৃহস্থের পক্ষে অর্থের অপরিহার্যতা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হয় না, প্রত্যেক গৃহস্থ সকল যুগেই ইহা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছেন।

মহাযুদ্ধের পর নির্বিণ্ণ যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্মে উদ্বুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে অর্জুনের মুখেও দারিদ্র্যের শোচনীয়তা সম্পর্কে অনেক কথা শোনা যায়। অর্জুন বলিতেছেন—

অভিশপ্তং প্রপশ্যন্তি দরিদ্রং পার্শ্বতঃ স্থিতম্।
দরিদ্রং পাতকং লোকে ন তচ্ছংশিতুমর্হতি ॥
পতিতঃ শোচ্যতে রাজন্নির্ধনশ্চাপি শোচতে।
বিশেষং নাধিগচ্ছামি পতিতস্যাধনস্য চ ॥ ১২।৮।১৪,১৫
অর্থাদ্ধর্মশ্চ কামশ্চ স্বর্গশ্চৈব নরাধিপ।
প্রাণযাত্রাপি লোকস্য বিনা হ্যর্থং ন সিধ্যতি ॥ ১২।৮।১৭
যঃ কৃশার্থঃ কৃশগবঃ কৃশভৃত্যঃ কৃশাতিথিঃ।
স বৈ রাজন্ কৃশো নাম ন শরীরকৃশঃ কৃশঃ ॥ ১২।৮।২৪

সমগ্র অধ্যায়টি অর্থের অবশ্য প্রয়োজনীয়তার কথায় পরিপূর্ণ।

অর্থোপার্জনের নিমিত্ত মানুষ সর্বপ্রকার দুঃখকষ্ট বরণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—তপস্যা অপেক্ষা দান শ্রেষ্ঠ। যেহেতু অর্থোপার্জন সহজসাধ্য নহে। অর্থের প্রতি সাধারণ মানুষের আকর্ষণ চিরন্তন।

অর্থে চ মহতী তৃষ্ণা স চ দুঃখেন লভ্যতে।
পরিত্যজ্য প্রিয়ান্ প্রাণান্ ধনার্থং হি মহামতে।
প্রবিশন্তি নরা বীরাঃ সমুদ্রমটবীং তথা ॥ ৩।২৫৮।২৯
বিশেষস্তত্র বিজ্ঞেয়ো ন্যায়েনোপার্জিতং ধনম্।
পাত্রে কালে চ দেশে চ সাধুভ্যঃ প্রতিপাদয়েৎ ॥ ৩।২৫৮।৩২

সংসারে অর্থ যে কিরূপ বস্তু—ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য, ও শল্যের মুখে স্পষ্টভাষায় তাহা শুনিতে পাই। যুদ্ধারম্ভের পূর্বমুহূর্তে ধর্মরাজ তাঁহাদের প্রত্যেকের চরণবন্দনাপূর্বক আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলে তাঁহারা যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধজয়ের আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছেন, মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে। তাঁহারা দুর্যোধনের অর্থে প্রতিপালিত বলিয়া দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহাবাহো বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ॥ ৬।৪৩।৪১,৫৬,৭১,৮২

উল্লিখিত মহারথিগণ, বিশেষতঃ সর্বত্যাগী ভীষ্মও যখন আপনাকে অর্থের দাস বলিয়া মনে করেন এবং 'অর্থ কাহারও দাস নহে'—এই কথা বলিতে পারেন, তখন ভোগপ্রবণ সংসারী মানুষ আর কি বলিবে?

মহাভারতকার বলিয়াছেন—অর্থ অবশ্যই উপার্জন করিতে হইবে, পরন্তু যে-অর্থ উপার্জন করিতে অতিশয় কষ্ট ভোগ করিতে হয়, যে-অর্থ উপার্জন করিতে ধর্মপথ ত্যাগ করিতে হয় এবং যে অর্থ উপার্জন করিতে শত্রুর নিকট হীনতা স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ অর্থে লোভ করা উচিত নহে।

অতিক্লেশেন যেঽর্থাঃ স্যুর্ধর্মস্যাতিক্রমেণ চ।
অরের্বা প্রণিপাতেন মাস্ম তেষু মনঃ কৃথাঃ॥ ৫।৩৯।৭৬

চরিত্রবান্ ধার্মিক উৎসাহী বীরপুরুষের নিকট অর্থ দুর্লভ নহে। বুদ্ধিমান্ তেজস্বী পুরুষ জীবিকার্জনে কখনও কষ্ট পান না। বিপৎকালে যাঁহার বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হয় না, যিনি আত্মবিশ্বাসী, যিনি শুচি ও ধৈর্যশীল, যাঁহার কথাবার্তা রুক্ষ নহে, যিনি মিত্রের সহিত বিবাদ করেন না, শ্রী স্বভাবতঃই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন।

সুবর্ণপুষ্পাং পৃথিবীং চিন্বন্তি পুরুষাস্ত্রয়ঃ।
শূরশ্চ কৃতবীর্যশ্চ যশ্চ জানাতি সেবিতুম্॥ ৫।৩৫।৭৪
বুদ্ধিঃ প্রভাবস্তেজশ্চ সত্ত্বমুত্থানমেব চ।
ব্যবসায়শ্চ যস্য স্যাত্তস্যাবৃত্তিভয়ং কুতঃ॥ ৫।৩৭।৪১

মহামতি বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে কহিতেছেন—

স শ্রিয়ো ভাজনং রাজন্ যশ্চাপৎসু ন মুহ্যতি। ৫।৩৭।৫১
আত্মপ্রত্যয়কোশস্য বসুধৈব বসুন্ধরা। ৫।৩৮।২৬
ধৃতিঃ শমো দমঃ শৌচং কারুণ্যং বাগনিষ্ঠুরা।
মিত্রাণাঞ্চানভিদ্রোহঃ সপ্তৈতাঃ সমিধঃ শ্রিয়ঃ॥ ৫।৩৮।৩৮

যদি সেবাবৃত্তির দ্বারাই অর্থোপার্জন করিতে হয়, তবে বিদ্বান্ ব্যক্তি কখনও অবিদ্বানের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন না।

ন বিদ্বান্ বিদ্যয়া হীনং বৃত্ত্যর্থমুপসংশ্রয়েৎ। ১৩।১৬৩।৯
ধনবৃদ্ধান্ গুণৈর্হীনান্ ধৃতরাষ্ট্র বিসর্জয়। ৫।৩৯।৮

বিত্তের নিমিত্ত কদাচ চরিত্র বিসর্জন দিতে নাই। অর্থ কম থাকিলেও চলে, কিন্তু চরিত্রবল ক্ষুণ্ণ হইলে পুরুষ মৃতের সমান। তাহার সমস্তই বিফল।

অক্ষীণো বিত্ততঃ ক্ষীণো বৃত্ততস্তু হতো হতঃ। ৫।৩৬।৩০

অর্থ উপার্জন করিয়া যথেচ্ছভাবে অপ্রয়োজনীয় খরচ করা উচিত নহে। আপদ্‌বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত পরিমিত সঞ্চয়েরও প্রয়োজন। বিদুর বলিয়াছেন—

আপদর্থে ধনং রক্ষেৎ। ৫।৩৭।১৮

অর্থহীন দরিদ্র কুটুম্বভরণ ও মিত্ররক্ষণে সমর্থ হয় না। মিত্ররক্ষণে অর্থলাভ হয়, আবার অর্থবলে মিত্রও সংগৃহীত হইয়া থাকে।

সহায়বন্ধনা হ্যর্থাঃ সহায়াশ্চার্থবন্ধনাঃ। ৫।৩৭।৩৮

অর্থের অর্জন ও রক্ষণ সম্বন্ধে ভীষ্ম বলিতেছেন— ধর্মপথে অর্থ উপার্জন করিয়া উপার্জিত অর্থকে তিন অংশে বিভক্ত করা উচিত। এক অংশে ধর্মকৃত্য এবং এক অংশে বাসনার চরিতার্থতা অর্থাৎ ভোগ সম্পন্ন করিবে, অপর অংশ আপদ্-বিপদের জন্য সঞ্চিত রাখিয়া ক্রমশঃ বর্ধন করিবে। এইভাবে যাঁহারা ধর্মলব্ধ অর্থ ভোগ করেন তাঁহারা সুখী হন।

ধর্মেণার্থঃ সমাহার্যো ধর্মলব্ধং ত্রিধা ধনম্।
কর্তব্যং ধর্মপরমং মানবেন প্রযত্নতঃ॥
একেনাংশেন ধর্মার্থশ্চর্তব্যো ভূতিমিচ্ছতা।
একেনাংশেন কামার্থ একমংশং বিবর্ধয়েৎ॥ ১৩।১৪১।৭৮,৭৯
ধর্মলব্ধার্থভোক্তারস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ। ১৩।১৪৪।৫
অলব্ধলাভো লব্ধস্য তথৈব চ বিবর্দ্ধনম্। ১২।৫৯।৫৭

এই উপদেশটি ধনাঢ্যের প্রতিই প্রযোজ্য। গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্বাহ করাই যাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য, অর্থসাধ্য ধর্মকৃত্য ও সঞ্চয়ের উপদেশ তাহার নিকট নিষ্ঠুর পরিহাস।

অর্থবৃদ্ধির উপায় সম্বন্ধে ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যতীত মহাভারতে কোন কথা পাওয়া যায় না। কুসীদ গ্রহণ তো আপদ্‌বৃত্তির মধ্যে গণ্য ছিল।

যে-শ্রেণীর পুরুষকে লক্ষ্মীদেবী অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, সেইসকল ভাগ্যবানের কথা দেবীর মুখেই শোনা যাউক। রুক্মিণী দেবীর প্রশ্নের উত্তরে শ্রী বলিতেছেন—

বসামি নিত্যং সুভগে প্রগল্ভে,
দক্ষে নরে কর্মণি বর্তমানে।
অক্রোধনে দেবপরে কৃতজ্ঞে,
জিতেন্দ্রিয়ে নিত্যমুদীর্ণসত্ত্বে॥ ইত্যাদি। ১৩।১১।৬—২০

—সুভগ, বাগ্মী, অনলস, কর্মঠ, অক্রোধন, দেবভক্ত, কৃতজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় ও উৎসাহী পুরুষে আমি নিত্য অধিষ্ঠিতা। অলস, নাস্তিক, কৃতঘ্ন, নৃশংস, চোর ও গুরুদ্রোহী ব্যক্তি আমার অনুগ্রহ-লাভে বঞ্চিত।

ভাবেন যস্মিন্নিবসামি পুংসি,
স বর্ধতে ধর্মযশোঽর্থকামৈঃ। ১৩।১১।২০

—আমি দেহ ধারণপূর্বক কোথাও বাস করি না। পরন্তু যে সৎপুরুষের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, সেই ব্যক্তির ধর্ম, যশ, অর্থ ও কামসুখ বর্ধিত হইয়া থাকে।

যিনি অনাগত ভাবী দুঃখের প্রতীকার বিষয়ে সতর্ক, বর্তমান অবস্থায় দৃঢ়নিশ্চয়, অর্থাৎ ভোগ ব্যতীত উপস্থিত দুঃখের নাশ হইবে না—এইরূপ জ্ঞান যাঁহার অতিদৃঢ়, আর যিনি জীবনের অতীত ঘটনা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করেন, তিনি কখনও অর্থের দ্বারা বিযুক্ত হন না।

আয়ত্যাং প্রতীকারজ্ঞস্তদাত্বে দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
অতীতে কার্যশেষজ্ঞো নরোঽর্থৈর্ন প্রহীয়তে॥ ৫।৩৯।৫৬

অনির্বেদ অর্থাৎ উৎসাহ ও অধ্যবসায়ই সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য, লাভ এবং শুভপ্রাপ্তির মূল।

অনির্বেদঃ শ্রিয়ো মূলং লাভস্য চ শুভস্য চ। ৫।৩৯।৫৮

ধন উপার্জন অপেক্ষাও রক্ষণে সমধিক সতর্কতার প্রয়োজন। অতিশয় সরলপ্রকৃতি, অত্যধিক দাতা, অতি শূর, কঠোর সঙ্কল্পবান, এবং প্রজ্ঞাভিমানী ব্যক্তি অর্থরক্ষণে সমর্থ হন না। লক্ষ্মীদেবী এইপ্রকার পুরুষকে আশ্রয় করিতে ভয় পান।

অত্যার্যমতিদাতারমতিশূরমতিব্রতম্।
প্রজ্ঞাভিমানিনঞ্চৈব শ্রীর্ভয়ান্নোপসর্পতি॥ ৫।৩৯।৬৪

অর্থোপার্জন শুধু আত্মসুখের উপায় নহে। কুটুম্বভরণ ও দানদক্ষিণাদি পুণ্যকর্মের দ্বারা মুখ্য ও গৌণভাবে সমগ্র সমাজের উপকার সাধনেই অর্থের সার্থকতা—এই কথাটি পুনঃ পুনঃ শুনিতে পাই।

যস্য চাত্মার্থমেবার্থঃ স চ নার্থস্য কোবিদঃ।
রক্ষেত ভৃতকোঽরণ্যে যথা গাস্তাদৃগেব সঃ ॥ ৩।৩৩।২৪
যজ্ঞায় সৃষ্টানি ধনানি ধাত্রা
যজ্ঞায় সৃষ্টঃ পুরুষো রক্ষিতা চ।
তস্মাৎ সর্বং যজ্ঞ এবোপযোজ্যং
ধনং ন কামায় হিতং প্রশস্তম্ ॥ ১২।২৬।২৫
উৎসবাদুৎসবং যান্তি স্বর্গাৎ স্বর্গং সুখাৎ সুখম্।
শ্রদ্দধানাশ্চ দান্তাশ্চ ধনাঢ্যাঃ শুভকারিণঃ ॥ ১২।১৮১।৪

সকলপ্রকার ধনই ঈশ্বরপ্রদত্ত—এই কথা মনে রাখিয়া ধনের অহঙ্কার ত্যাগ করিতে হইবে। সকল ধনই ঈশ্বরের, তিনি দয়া করিয়া পুণ্যকর্ম নির্বাহের নিমিত্ত ভাগ্যবান্‌কে দান করিয়া থাকেন। ভাগ্যবান্ ব্যতীত অপর কেহ ধনলাভে সমর্থ হয় না। ধনের অহঙ্কার হইলে ধন বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

এতৎ স্বার্থে চ কৌন্তেয় ধনং ধনবতাং বরঃ।
ধাতা দদাতি মর্ত্যেভ্যো যজ্ঞার্থমিতি বিদ্ধি তৎ ॥ ১২।২৬।২৬
নাভাগধেয়ঃ প্রাপ্নোতি ধনং সুবলবানপি।
ভাগধেয়ান্বিতস্ত্বর্থান্ কৃশো বালশ্চ বিন্দতি ॥ ১৩।১৬৩।১
অভিমানঃ শ্রিয়ং হন্তি। ১৩।৩৬।১৭

অত্যধিক ধনতৃষ্ণায় কাহারও বৃত্তিহরণ ব্রহ্মহত্যার সমান।

বৃত্তিং হরতি দুর্বুদ্ধিস্তং বিদ্যাদ্ ব্রহ্মঘাতিনম্। ১৩।২৪।৬

তখনকার সমাজে ব্রাহ্মণাদিবর্ণের মধ্যে শুধু বৈশ্যকেই কিছুটা ধনসঞ্চয়ের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ক্ষত্রিয়ের ধনসঞ্চয় রাষ্ট্ররক্ষার উদ্দেশ্যে।

দমেন শোভতে বিপ্রঃ ক্ষত্রিয়ো বিজয়েন তু।
ধনেন বৈশ্যঃ শূদ্রস্তু নিত্যং দাক্ষ্যেণ শোভতে ॥ ১২।২৯৩।২১

সংসারী ব্যক্তির পক্ষে যে-অর্থ এরূপ প্রয়োজনীয়, সেই অর্থ অনেকের নিকটই অনর্থ হইয়া দাঁড়ায়। অর্থের উষ্মা সহ্য করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর হয় না।

অর্থ এব হি কেষাঞ্চিদনর্থং ভজতে নৃণাম্। ৩।২।৪১
সুপ্রজ্ঞমপি চেচ্ছূরমৃদ্ধির্মোহয়তে নরম্। ৩।১৮১।৩০

অর্থের এমনই মাদকতা যে, অনেককেই দাম্ভিক ও মোহগ্রস্ত করিয়া থাকে।

তস্মাদর্থাগমাঃ সর্বে মনোমোহবিবর্ধনাঃ।
কার্পণ্যং দর্পমানৌ চ ভয়মুদ্বেগ এব চ ॥ ইত্যাদি। ৩।২।৪২,৪৩

শীলবান্ পুরুষ ব্যতীত অন্যের পক্ষে অর্থ বহুবিধ অনর্থের নিদান। অর্থই শেষ পর্যন্ত তথাবিধ ব্যক্তির বিনাশের কারণ হইয়া থাকে।

যদ্যপ্যশীলা নৃপতে প্রাপ্নুবন্তি শ্রিয়ং ক্বচিৎ।
ন ভুঞ্জতে চিরং তাত সমূলাশ্চ ন সন্তি তে ॥ ১২।১২৪।৬৯

ঘোষযাত্রায় যাইয়া চরম অপমানিত হওয়ার পর অভিমানী দুর্যোধন আক্ষেপ করিয়া কহিতেছেন—

দুর্বিনীতাঃ শ্রিয়ং প্রাপ্য বিদ্যামৈশ্বর্যমেব চ।
তিষ্ঠন্তি ন চিরং ভদ্রে যথাহং মদগর্বিতঃ ॥ ৩।২৪৮।১৮

—দুর্বিনীত পুরুষগণ শ্রী, বিদ্যা এবং ঐশ্বর্য লাভ করিয়া বেশী দিন কল্যাণমার্গে থাকিতে পারেন না। মদগর্বিত আমিই ইহার দৃষ্টান্ত।

মহামতি বিদুরও বলিয়াছেন—

যেঽর্থাঃ স্ত্রীষু সমাসক্তাঃ প্রমত্তপতিতেষু চ।
যে চানার্যসমাসক্তাঃ সর্বে তে সংশয়ং গতাঃ ॥ ৫।৩৮।৪২

অর্থাৎ চরিত্রবল ও চিত্তের স্থৈর্য না থাকিলে ধনের সদ্ব্যবহার হয় না।

অর্থের উপার্জনে ও রক্ষণে অত্যধিক আসক্তি মহাভারতের নানাস্থানে নিন্দিত হইয়াছে। কারণ অর্থের অর্জন, রক্ষণ এবং বিনাশ সবকিছুই দুঃখদায়ক। স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে অর্থকে শুধু সুখসাধন বলা চলে না।

ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—

ন সুখেভ্যোঽপ্যলং ধনম্। ১২।২৭।৩৩

ভীষ্মের মুখেও শুনিতে পাই—

ঈহা ধনস্য ন সুখা লব্ধা চিন্তা তু ভূয়সী। ১২।১৭৭।২৬

অর্থের প্রাপ্তি এবং বিনাশ—উভয় অবস্থাতে যথাক্রমে হর্ষশোক পরিত্যাগের নিমিত্ত গৃহীকে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

দুঃখমর্থা হি যুজ্যন্তে পালনে ন চ তে সুখম্।
দুঃখেন চাধিগম্যন্তে নাশমেষাং ন চিন্তয়েৎ ॥ ১২।২০৫।৮

ন চাপি হৃষ্যেদ্ বিপুলেঽর্থলাভে,
তথার্থনাশে চ ন বৈ বিষীদেৎ। ১২।২৮৬।১৪

প্রচুর অর্থলাভ হইলেও মানুষের অর্থস্পৃহা নিবৃত্ত হয় না, পরন্তু অধিকতর বর্ধিত হইয়া থাকে। ইহাই জগতের সাধারণ নিয়ম।

যথৈব শৃঙ্গং গোঃ কালে বর্ধমানস্য বর্ধতে।
তথৈব তৃষ্ণা বিত্তেন বর্ধমানেন বর্ধতে ॥ ১২।২৭৫।৭

অর্থ থাকিলেও দুঃখ, না থাকিলেও দুঃখ। না থাকার দুঃখ অপেক্ষা উপার্জনের দুঃখ কিছু কম নহে। উপার্জনের পরেও সকলে অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন না। অনেককে আবার সেই সঞ্চিত অর্থকে জমা রাখিয়াই ইহলোক ত্যাগ করিতে হয়।

অর্থাংস্তথাত্যন্তসুখাবহাংশ্চ
লিপ্সন্ত এতে বহবো বিশুষ্কাঃ।
মহত্তরং দুঃখমনুপ্রপন্না
হিত্বামিষং মৃত্যুবশং প্রয়ান্তি ॥ ১২।২১৮।৪৬

অর্থাঃ খলু সমৃদ্ধা হি বাঢ়ং দুঃখং বিজানতাম্।
অসমৃদ্ধাস্ত্বপি সদা মোহয়ন্ত্যবিচক্ষণান্ ॥ ১২।২৭৫।৫

অর্থ থাকিলেও যাঁহারা অর্থে অনাসক্ত, তাঁহারা মহাপুরুষ। রাজর্ষি ধর্মধ্বজ জনকই বলিতে পারিয়াছেন—

কস্যেদমিতি কস্য স্বমিতি দেববচস্তথা।
নাধ্যগচ্ছমহং বুদ্ধ্যা মমেদমিতি যদ্ভবেৎ ॥ ১৪।৩২।১৬

বস্তুতঃ ধনের সঙ্গে কাহারও কোন সম্বন্ধ নাই। ধনাদিলাভ সাময়িক অভিমান ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সর্বে লাভাঃ সাভিমানা ইতি সত্যবতী শ্রুতিঃ। ১২।১৮০।১০

বিদুরনীতিতে অর্থ সম্পর্কে গৃহস্থকে আরও কয়েকটি উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। বিদুর বলিতেছেন—অন্যায় উপায়ে যে-ব্যক্তি অর্থোপার্জনের চেষ্টা করে, সে নিতান্তই মূঢ়। যাহা পাইবার নহে, তাহাকে পাইবার নিমিত্ত যিনি ব্যগ্র হন না, যাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য যিনি অনুশোচনা করেন না এবং বিপদেও যিনি ধৈর্যহারা হন না—তিনিই যথার্থ বিদ্বান্। প্রচুর অর্থ, বিদ্যা এবং ঐশ্বর্য লাভ করিয়াও যিনি

গর্বিত হন্ না, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলা হয়। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি অর্থের অধিকারী হইলেও ইন্দ্রিয়ের উপর তাহার আধিপত্য না থাকায় অর্থ হইতে বিযুক্ত হইয়া থাকেন। তাহার অর্থ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

অর্থাংশ্চাকর্মণা প্রেপ্সুর্মূঢ় ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ। ৫।৩৩।৩৫
নাপ্রাপ্যমভিবাঞ্ছন্তি নষ্টং নেচ্ছন্তি শোচিতুম্।
আপৎসু চ ন মুহ্যন্তি নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ॥ ৫।৩৩।২৮
অর্থং মহান্তমাসাদ্য বিদ্যামৈশ্বর্যমেব বা।
বিচরত্যসমুন্নদ্ধো যঃ স পণ্ডিত উচ্যতে॥ ৫।৩৩।৪৪
অর্থানামীশ্বরঃ যঃ স্যাদিন্দ্রিয়াণামনীশ্বরঃ।
ইন্দ্রিয়াণামনৈশ্বর্যাদ্ ভ্রশ্যতীহ ন সংশয়ঃ॥ ৫।৩৪।৬৩

অর্থের মাদকতা হইতে আত্মরক্ষা করা দুর্বলচিত্ত অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের পক্ষে সম্ভবপর নহে। অতএব ধনী ব্যক্তি সতত জিতেন্দ্রিয় ও বিনয়ী হইয়া অর্থের সদ্‌ব্যবহার করিবেন।

লক্ষ্মী নিয়ত চঞ্চলা। ধন কাহারও স্থায়ী হয় না। অবশ্যই ধনী ধনকে ত্যাগ করিবেন, অথবা ধন ধনীকে ফাঁকি দিয়া পলায়ন করিবে। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি ধনের প্রতি অতিশয় আসক্ত হইবেন না।

ধনং বা পুরুষো রাজন্ পুরুষং বা পুনর্ধনম্।
অবশ্যং প্রজহাত্যেব তদ্ বিদ্বান্ কোঽনুসঞ্জয়েৎ॥ ১২।১০৪।৪৫

নিবৃত্তিমূলক উপদেশাবলীর মধ্যে অর্থের নিন্দাও প্রচুর শুনিতে পাওয়া যায়। শম্পাকগীতায় কীর্তিত হইয়াছে—

আকিঞ্চন্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ তুলয়া সমতোলয়ম্।
অত্যরিচ্যত দারিদ্র্যং রাজ্যাদপি গুণাধিকম্॥
আকিঞ্চন্যে চ রাজ্যে চ বিশেষঃ সুমহানয়ম্।
নিত্যোদ্বিগ্নো হি ধনবান্ মৃত্যোরাস্যগতো যথা॥ ১২।১৭৬।১০,১১

মঙ্কিগীতায়ও শুনিতে পাই—

নির্বেদশ্চাবিধিৎসা চ যস্য স্যাৎ স সুখী নরঃ। ১২।১৭৭।২
সুখং স্বপিতি নির্বিণ্ণো নিরাশশ্চার্থসাধনে॥ ১২।১৭৭।১৪

পিতাপুত্র-সংবাদে শোনা যায়—

কিং তে ধনৈর্বান্ধবৈর্বাপি কিং তে,
কিং তে দারৈর্ব্রাহ্মণ যো মরিষ্যসি।
আত্মানমন্বিচ্ছ গুহাং প্রবিষ্টং
পিতামহাস্তে ক্ব গতাঃ পিতা চ॥ ১২।১৭৫।৩৮

পরিবার-প্রতিপালক গৃহস্থের পক্ষে এইসকল উপদেশ প্রযোজ্য নহে। অর্থ ব্যতীত তাঁহার সমস্তই অচল হইয়া পড়ে। মহাভারতকার গৃহস্থকে উপদেশ দিতেছেন—অত্যন্ত ধনবান্ কখনও সুখী হন না। যিনি অল্প ধনে সন্তুষ্ট থাকেন, তিনি মুক্ত পুরুষ। জীবনযাত্রা নির্বাহের নিমিত্ত যতটুকু অর্থের প্রয়োজন, ততটুকু অর্থ পাইলেই সন্তুষ্ট থাকিবে। অতীত এবং ভবিষ্যতের জন্য অধিক চিন্তা না করিয়া বর্তমানে যাহা পাইবে, তাহার দ্বারাই সংসারযাত্রা নির্বাহ করিবে। দান ও ভোগের দ্বারা সর্বতোভাবে অর্থের সদ্ব্যবহার করিবে।

ন হ্যত্যন্তং ধনবন্তো ভবন্তি সুখিনোঽপি বা। ১২।২৫৮।১৯
যশ্চাপ্যল্পেন সন্তুষ্টো লোকেঽস্মিন্ মুক্ত এব সঃ। ১২।২৮৮।৩২
তস্মাত্তন্মাত্রমাদদ্যাদ্ যাবদত্র প্রয়োজনম্। ১১।২১৭।১৯
অতীতানাগতং হিত্বা প্রত্যুৎপন্নেন বর্তয়। ১২।২২৭।৬৬
দত্তভুক্তফলং ধনম্। ৫।৩৯।৬৬

তখনকার বর্ণ এবং জাতিগত বৃত্তি ব্যবস্থাকে অনুসরণ করিয়া অর্থোপার্জনের কথা মহাভারতে বহুস্থানে বলা হইয়াছে। সেইসকল বচন মনুসংহিতার অনুরূপ। সমাজে প্রত্যেকের বৃত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং ধনের বৃদ্ধি, বন্টন প্রভৃতির ব্যবস্থা করা রাজার কর্তব্যের মধ্যে গণ্য ছিল। রাজধর্মের উপদেশের ভিতর সেইসকল বিধিব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছে।

ভূমি, ধান্য প্রভৃতির সহিত অপর দ্রব্যের বিনিময় এবং নিষ্কাদি মুদ্রার বিনিময়ের কথাও মহাভারতে পাওয়া যায়।

সমাজে ধর্ম, অর্থ এবং কাম—এই ত্রিবর্গের যথাযথ ব্যবস্থাপনে যে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ছিল, তাহা পূর্ব প্রবন্ধেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ধনস্বামীর মৃত্যুর পরে তাঁহার ভূম্যাদি

অর্থে উত্তরাধিকারিগণ অধিকারী হইয়া থাকেন। অনুশাসন পর্বে দায়বিভাগ সম্পর্কে আলোচিত হইয়াছে।

মহাভারতের নানাস্থানে অর্থের আলোচনা রহিয়াছে। পরন্তু নীলকণ্ঠ বলিতেছেন—বিরাটাদ্যষ্টকে সেবানীতিহিংসানৃতকুলক্ষয়াদিনার্থঃ শোকপ্রদো নিরূপিতঃ। ( ১৬শ পর্ব )। বিচার করিলে অর্থ যে সুখের নিদান নহে—ইহাই মহাভারতের প্রতিপাদ্য। নীলকণ্ঠও এই কথাই বলিতেছেন।

# কাম

কাম হইতেছে—তৃতীয় পুরুষার্থ। শান্তিপর্বের ভৃগুভরদ্বাজ-সংবাদে কামের সম্বন্ধে ভৃগু বলিতেছেন—

অপি চাত্র মাল্যাভরণবস্ত্রাভ্যঙ্গনিত্যোপভোগনৃত্যগীতবাদিত্র—শ্রুতিসুখনয়নাভিরামদর্শনানাং প্রাপ্তির্ভক্ষ্যভোজ্যলেহ্যপেয়চোষ্যাণামভ্যবহার্যাণাং বিবিধানামুপভোগঃ স্ববিহারসন্তোষঃ কামসুখাবাপ্তিরিতি। ১২।১৯১।১৬

ভোগপ্রবণ অনুরাগী পুরুষের দ্বারা অর্থ্যমান, অর্থাৎ তথাবিধ পুরুষের অভিলষিত বলিয়া কামও পুরুষার্থের মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

কাম লৌকিক সুখের উপায় নহে, পরন্তু উপেয় অর্থাৎ সুখস্বরূপ। ইহাকে সঙ্কল্পরূপ মানস জ্ঞানও বলা হইয়াছে। এই সঙ্কল্পকে বলা হইয়াছে সনাতন।

সনাতনো হি সঙ্কল্পঃ কাম ইত্যভিধীয়তে। ১৩।৮৫।১১

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি উপভোগ্য বিষয়কে প্রাপ্ত হইলে জীব যে প্রীতি লাভ করে, সেই প্রীতিই কামসংজ্ঞায় অভিহিত। কাম ঈপ্সিত বস্তুলাভের অনুকূল কর্মের ফলস্বরূপ।

ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ পঞ্চানাং মনসো হৃদয়স্য চ।
বিষয়ে বর্তমানানাং যা প্রীতিরুপজায়তে।
স কাম ইতি মে বুদ্ধিঃ কর্মণাং ফলমুত্তমম্॥ ৩।৩৩।৩৭
দ্রব্যার্থস্পর্শসংযোগে যা প্রীতিরুপজায়তে।
স কামশ্চিত্তসঙ্কল্পঃ শরীরং নাস্য দৃশ্যতে॥ ৩।৩৩।৩০

ভৃগুর উক্তি হইতে জানা যাইতেছে—সামান্যবিশেষভেদে কাম দ্বিবিধ অভিলষিত বস্তুর উপভোগ এবং স্ত্রীপুরুষের পরস্পর মিলন-সুখ। দ্বিতীয় প্রকার কামই বিশেষ অর্থাৎ প্রধান।

যক্ষের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন—

কামঃ সংসারহেতুশ্চ। ৩।৩১৩।৭৮

টীকাকার নীলকণ্ঠ সংসার শব্দে জন্ম-পরিগ্রহকে গ্রহণ করিয়া বাসনাকে তাহার

হেতুরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আলোচনায় দেখা যাইবে—বাসনা এবং বাসনার পূর্তিজনিত প্রীতি—উভয় অর্থেই ব্যাসদেব কামশব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ। ৬।২৭।৩৭
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে। ৬।২৭।৪০

ইত্যাদি বচন হইতে বোঝা যায়, কাম শব্দের অর্থ বিষয়বাসনা।

মুমুক্ষুর পক্ষে কাম হেয় হইলেও সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে উপাদেয়। কাম ব্যতীত গৃহস্থের সংসারযাত্রা চলে না। কামের বিশুদ্ধির প্রতি সকল গৃহস্থকেই দৃষ্টি রাখিতে হয়। অন্যথা পারিবারিক তথা সামাজিক বিপ্লব, বর্ণসাঙ্কর্য প্রভৃতি রোধ করা যায় না। বিশুদ্ধ কাম ঈশ্বরেরই স্বরূপ। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় ভগবান্ কৃষ্ণের বচন—

ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ। ৬।৩১।১১

এই বচনের ব্যাখ্যাতা মধুসূদন সরস্বতী বলিতেছেন—ধর্ম-শব্দের অর্থ ধর্মশাস্ত্র ধর্মশাস্ত্রের অবিরুদ্ধ অর্থাৎ ধর্মানুকূল এবং শাস্ত্রানুমত জায়াপুত্রবিত্তাদিবিষয়ক অভিলাষ ভগবৎস্বরূপ। হে ভরতর্ষভ, শাস্ত্রাবিরুদ্ধ কামস্বরূপ আমাতে তথাবিধ কামযুক্ত জীবগণ অবস্থিত।

শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন—স্বদারায় ধর্মাবিরুদ্ধ পুত্রোৎপত্তি-মাত্রোপযোগী কাম হইতেছি আমি—ইহাই ভগবদ্‌বচনের তাৎপর্য।

শাঙ্করভাষ্যে দেহধারণমাত্রার্থ অশনপানাদিবিষয়ক অভিলাষকেই ভগবৎস্বরূপ বলা হইয়াছে।

শাস্ত্রাবিরুদ্ধ জায়াদিবিষয়ক কাম যে অতি পবিত্র—ইহাই গীতাবচনের তাৎপর্য। শাস্ত্রার্থ উল্লঙ্ঘনপূর্বক অবৈধ কামনার বশীভূত হইলেই জীবের অধঃপতন ঘটে। বস্তুতঃ বৈধ কাম জগতের ধারক।

'ধর্মাদর্থশ্চ কামশ্চ'—ভারতসাবিত্রীর এই বচনে ধর্মকেই অর্থ ও কামের হেতুরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে। অন্যত্র দেখা যায়—ধর্ম ও অর্থ উভয়ই কামের হেতু বা প্রকৃতি। অরণি হইতে যেরূপ অগ্নির উৎপত্তি, সেইরূপ ধর্ম ও অর্থ হইতে কামের উৎপত্তি।

তস্মাদ্ধর্মার্থয়োর্নিত্যং ন প্রমাদ্যন্তি পণ্ডিতাঃ।
প্রকৃতিঃ সা হি কামস্য পাবকস্যারণির্যথা॥ ৩।৩৩।২৮

'সা' পদে ধর্মার্থরূপা বুঝিতে হইবে। এই বচনেও দেখা যাইতেছে—বৈষয়িক সুখই কামশব্দের বাচ্য।

সততং যশ্চ কামার্থী নেতরাবনুতিষ্ঠতি।
মিত্রাণি তস্য নশ্যন্তি ধর্মার্থাভ্যাঞ্চ হীয়তে।। ৫।৩৩।২৬

—ধর্ম ও অর্থ উপার্জন না করিয়া যে-ব্যক্তি সতত কামপ্রাপ্তিতে ইচ্ছুক, তাহার মিত্রগণ তাহাকে ত্যাগ করেন এবং ধর্ম ও অর্থও সে লাভ করিতে পারে না। সুতরাং তাহার ইচ্ছাও পূর্ণ হয় না।

জলাশয়ের জল শুকাইয়া গেলে মাছের মৃত্যু যেরূপ নিশ্চিত, কামে উন্মত্ত ধর্মার্থহীন ব্যক্তিরও সেইরূপ কামান্তে নিধন নিশ্চিত।

কামার্থী ব্যক্তির অর্থস্পৃহা প্রবল। সে কাম ব্যতীত অন্য কিছুই চায় না। কাম যেহেতু উপেয় বা ফলস্বরূপ, সেইহেতু কাম হইতে অপর কাম সিদ্ধ হয় না। অপর কাম পূরণের নিমিত্ত অর্থের প্রয়োজন।

অর্থমিচ্ছতি কামার্থী ন কামাদন্যমিচ্ছতি।
ন হি কামেন কামোঽন্যঃ সাধ্যতে ফলমেব তৎ। ৩।৩৩।৩১

এই শ্লোকেও কামকে ফলই বলা হইয়াছে।

সংসারাসক্ত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ত্রিবর্গের প্রত্যেকটির সেবা করিবেন। পরন্তু সময় নির্দিষ্ট করিয়া পরিমিত সেবা করিতে হইবে।

ধর্মঞ্চার্থঞ্চ কামঞ্চ যথাবদ্ বদতাং বর।
বিভজ্য কালে কালজ্ঞঃ সর্বান্ সেবেত পণ্ডিতঃ। ৩।৩৩।৪২
যো ধর্মমর্থং কামঞ্চ যথাকালং নিষেবতে।
ধর্মার্থকামসংযোগং সোঽমুত্রেহ চ বিন্দতি।। ৫।৩৭।৫০
ধর্মার্থে যঃ পরিত্যজ্য স্যাদিন্দ্রিয়বশানুগঃ।
শ্রীপ্রাণধনদারেভ্যঃ ক্ষিপ্রং স পরিহীয়তে।। ৫।৩৪।৬২

ত্রিবর্গসেবনের ক্রমিকতার কথাও মহাভারতে উপদিষ্ট হইয়াছে। ধর্ম, ধন ও স্ত্রীপুরুষের মিলনরূপ কাম সম্পর্কে জানা যায়—

যে ধর্মমেব প্রথমং চরন্তি,
ধর্মেণ লব্ধ্বা চ ধনানি কালে।

দারানবাপ্য ক্রতুভির্যজন্তে
তেষাময়ঞ্চৈব পরশ্চ লোকঃ ।। ৩।১৮৩।৭১

যুধিষ্ঠির পিতামহকে প্রশ্ন করিয়াছেন—

ধর্মার্থকামাঃ কিংমূলাস্ত্রয়াণাং প্রভবশ্চ কঃ ।
অন্যোন্যং চানুষজ্জন্তে বর্তন্তে চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১২।১২৩।২

পিতামহ উত্তরে বলিতেছেন—

যদা তে স্যুঃ সুমনসো লোকে ধর্মার্থনিশ্চয়ে ।
কালপ্রভবসংস্থাসু সজ্জন্তে চ ত্রয়স্তদা ॥ ১২।১২৩।৩

যুধিষ্ঠির একটি শ্লোকে চারিটি প্রশ্ন করিয়াছেন। প্রথমতঃ কি উদ্দেশ্যে ত্রিবর্গ সেবনের ব্যবস্থা ? দ্বিতীয়তঃ—ইহাদের উৎপত্তিস্থান কি ? তৃতীয়তঃ—কি প্রকারে ইহাদের সাহিত্য বা যৌগপদ্য উপপন্ন হয় ? চতুর্থতঃ—ইহাদের পৃথক্ত্বই বা কিরূপে সিদ্ধ হয় ?

উল্লিখিত শ্লোকে পিতামহ বলিতেছেন—সাধু গৃহস্থ ধর্মবুদ্ধিতে অর্থ ( পুত্রলাভ ) নিশ্চয় করিয়া স্বদারায় উপগত হন। কাল হইতেছে ঋতুকাল, প্রভব—পুত্রলাভেচ্ছা এবং সংস্থা জায়াসংস্থা কর্মনিষ্পত্তি। এইভাবে ত্রিবর্গের যৌগপদ্য উপপন্ন হয়। সূচীকটাহন্যায়ে পিতামহ প্রথমতঃ তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন।

অতঃপর পিতামহ একটি শ্লোকে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন—

ধর্মমূলঃ সদৈবার্থঃ কামোঽর্থফলমুচ্যতে ।
সঙ্কল্পমূলাস্তে সর্বে সঙ্কল্পো বিষয়াত্মকঃ ॥ ১২।১২৩।৪

—উন্নত জীবনযাপনের এবং বৈষয়িক লাভের উদ্দেশ্যে যে ধর্মানুষ্ঠান করা হয়, তাহাই হইতেছে অর্থের মূল। বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থানুসারে উপার্জিত অর্থই এইস্থলে বুঝিতে হইবে। অর্থ যে ভোগের নিমিত্ত—ইহা জানা কথা। অতএব কাম হইতেছে অর্থমূল। তিনটিরই মূল হইতেছে—সঙ্কল্প।

পিতামহ চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর না দিলেও তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর হইতেই বোঝা যাইতেছে—কালপ্রভবসংস্থা ব্যতীত অন্যত্র ধর্মার্থকামের যৌগপদ্য সিদ্ধ হয় না, তখন পৃথক্ পৃথক্ই তাহাদের অবস্থিতি। নির্বিণ্ণ মঙ্কীর মুখেও শোনা যায়—

কাম জানামি তে মূলং সঙ্কল্পাৎ কিল জায়সে। ১২।১৭৭।২৫

যক্ষরূপী ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

ধর্মশ্চার্থশ্চ কামশ্চ পরস্পরবিরোধিনঃ।
এষাং নিত্যবিরুদ্ধানাং কথমেকত্র সঙ্গমঃ॥ ৩।৩১৩।১০১

উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন—

যদা ধর্মশ্চ ভার্য্যা চ পরস্পরবশানুগৌ।
তদা ধর্মার্থকামানাং ত্রয়াণামপি সঙ্গমঃ॥ ৩।৩১৩।১০২

—ভার্যা ধর্মচারিণী হইলে ধর্ম হইতে অর্থ এবং ভার্যা হইতে কাম পূর্ণ হইবে। অতএব তিনের মিলন সম্ভবপর। পুরুষের সম্বন্ধে এই বচনটি কথিত হইলেও নারীর পক্ষে ভার্যাস্থলে পতি বুঝিতে হইবে।

অশ্বমেধপর্বেও এইভাবের একটি শ্লোক রহিয়াছে—

ধর্মকামার্থকার্যাণি শুশ্রূষা কুলসন্ততিঃ।
দারেষ্বধীনো ধর্মশ্চ পিতৄণামাত্মনস্তথা॥ ১৪।৯০।৪৭

ষড়্জগীতায় ত্রিবর্গের বলাবলত্ব-বিচার দেখা যায়। যুধিষ্ঠির তাঁহার চারি ভ্রাতা ও মহামতি বিদুরকে প্রশ্ন করিয়াছেন—ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই তিনের মূলেই লোভ রহিয়াছে, ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ, কোনটি মধ্যম, আর কোন্‌টি অধম?

প্রথমতঃ বিদুর উত্তর দিতেছেন—

ধর্মো রাজন্ গুণঃ শ্রেষ্ঠো মধ্যমো হ্যর্থ উচ্যতে।
কামো যবীয়ানিতি চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥ ১২।১৬৭।৮

অতঃপর অর্জুন কহিতেছেন—

কর্মভূমিরিয়ং রাজন্নিহ বার্তা প্রশস্যতে।
অর্থস্যাবয়বাবেতৌ ধর্মকামাবিতি শ্রুতিঃ॥ ১২।১৬৭।১১—১৪

নানাবিধ যুক্তিবিন্যাসে অর্জুন অর্থের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন।

নকুল ও সহদেব বলিতেছেন—

ধর্মং সমাচরেৎ পূর্বং ততোঽর্থং ধর্মসংযুতম্।
ততঃ কামং চরেৎ পশ্চাৎ সিদ্ধার্থঃ স হি তৎপরম্॥ ১২।১৬৭।২৭

ইঁহারাও ধর্মকেই প্রাধান্য দিতেছেন। পরিশেষে ভীমসেন কহিতেছেন—

নাকামঃ কাময়ত্যর্থং নাকামো ধর্মমিচ্ছতি।
নাকামঃ কাময়ানোঽস্তি তস্মাৎ কামো বিশিষ্যতে ॥ ১২।১৬৭।২৯

বহুবিধ যুক্তি ও দৃষ্টান্তের সাহায্যে ভীম তাঁহার সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া উপসংহারে কহিলেন—

ধর্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যা
যো হ্যেকভক্তঃ স নরো জঘন্যঃ। ১২।১৬৭।৪০

স্থিরচিত্তে সকলের উত্তর শুনিয়া যুধিষ্ঠির কহিলেন যে, ত্রিবর্গের মধ্যে উপাদেয়তার তারতম্য থাকিলেও তত্ত্বদৃষ্টিতে বিচার করিলে তিনটিই সমানভাবে হেয়। একমাত্র চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষই মানবের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

যো বৈ ন পাপে নিরতো ন পুণ্যে
নার্থে ন ধর্মে মনুজো ন কামে।
বিমুক্তদোষঃ সমলোষ্ট্রকাঞ্চনো
বিমুচ্যতে দুঃখসুখার্থসিদ্ধেঃ ॥ ১২।১৬৭।৪৪

ধর্ম অর্থ এবং কাম সম্পর্কে কোন কথাই প্রকাশ করিতে নাই। প্রকাশ করিলে কার্য সিদ্ধ হয় না। মানবের কৃত কর্ম দেখিয়া পরে অপরে তাঁহার পূর্ব সঙ্কল্প অনুমান করিতে পারে।

করিষ্যন্ন প্রভাষেত কৃতান্যেব তু দর্শয়েৎ।
ধর্মার্থকামকার্যাণি তথা মন্ত্রো ন ভিদ্যতে ॥ ৫।৩৮।১৬

ত্রিবর্গসেবনে সাধারণ নিয়ম হইতেছে—

যদার্যজনবিদ্বিষ্টং কর্ম তন্নাচরেদ্ বুধঃ
যৎ কল্যাণমভিধ্যায়েত্তত্রাত্মানং নিযোজয়েৎ ॥ ১২।৯৪।১০

সংসারীর পক্ষে ত্রিবর্গ অপরিহার্য হইলেও সর্বথা অধর্মকে বর্জন করিতে হইবে।

ধর্মশ্চার্থশ্চ কামশ্চ ত্রিতয়ং জীবিতে ফলম্।
এতত্ত্রয়মবাপ্তব্যমধর্মপরিবর্জিতম্ ॥ ১৩।১১১।১৮

স্ত্রীপুরুষঘটিত কামও সর্বপ্রকারে বৈধ হইবে—মহাভারতের নানাস্থানে এই উপদেশ পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠির প্রসঙ্গতঃ নিতান্ত একটী স্থূল বিষয়েও ভীষ্মদেবকে প্রশ্ন করিতেছেন—

স্ত্রীপুরুষসংপ্রয়োগে স্পর্শঃ কস্যাধিকো ভবেৎ।
এতস্মিন্ সংশয়ে রাজন্ যথাবদ্ বক্তুমর্হসি॥ ১৩।১২।১

স্পর্শ শব্দের অর্থ রমণসুখ।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী পিতামহ নৃপতি ভঙ্গাস্বনের উপাখ্যান কীর্তন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। স্ত্রীই যে অধিকতর স্পর্শ অনুভব করেন—ইহাই এই উপাখ্যানের প্রতিপাদ্য। নারীত্বপ্রাপ্ত ভঙ্গাস্বনের মুখে শোনা যায় –

স্ত্রিয়াঃ পুরুষসংযোগে প্রীতিরভ্যধিকা সদা। ১৩।১২ ৫২
রমিতাভ্যধিকং স্ত্রীত্বে সত্যং বৈ দেবসত্তম। ১৩।১২.৫৩

অষ্টাবক্রদিক্‌সংবাদেও শোনা যায়—

স্থবিরাণামপি স্ত্রীণাং বাধতে মৈথুনজ্বরঃ। ১৩।২১।৫

পত্নীগ্রহণ নিয়মবিধিবোধিত নহে, পরন্তু কামকৃত। অষ্টাবক্রদিক্‌সংবাদের তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিতে যাইয়া নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—

যথা কৃষিকৃতামেব রাজদেয়ং ভবতি, এবং স্ত্রীমতামেব দৈবং পিত্র্যঞ্চ ঋণমাপততি। স্ত্রীমত্ত্বন্তু কামকৃতঞ্চ ন বৈধমিতি প্রঘট্টকার্থঃ।

বৃথা গ্রাম্যধর্ম মহাভারতে নিন্দিত হইয়াছে—

গ্রাম্যধর্মং ন সেবেত স্বচ্ছন্দেনার্থকোবিদঃ।
ঋতুকালে তু ধর্মাত্মা পত্নীমুপশয়েৎ সদা॥ ১৩।১৪৩।৩৯

মানুষ বহুবিধ উপকরণ এবং স্ত্রীপুত্রাদি আত্মীয়কুটুম্বকে ভালবাসে। পরন্তু সেই ভালবাসার প্রবৃত্তি আত্মার্থে, অপরের সুখের নিমিত্ত নহে। নিজের কাম বাধাপ্রাপ্ত হইলে মানুষ সমস্তই পরিত্যাগ করিতে পারে। উপনিষদের 'আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি'—এই শ্রুতির প্রতিধ্বনি মহাভারতেও শোনা যায়—

অর্থার্থী জীবলোকোঽয়ং ন কশ্চিৎ কস্যচিৎ প্রিয়ঃ। ১২।১৩৮।১৫২

অর্থ ও কাম সর্বথা অনিত্য। এই দুইটিতে অত্যাসক্তি নানাবিধ অকল্যাণের হেতু।

বিশেষতঃ দ্বিতীয় প্রকারের কাম একান্তই ক্ষণিক। অতএব গৃহস্থ স্বল্প প্রযত্নে লব্ধ অর্থ ও কামেই পরিতৃপ্ত হইবেন।

অর্থাঃ স্ত্রিয়শ্চ নিপুণৈরপি সেব্যমানা
নৈবাপ্তভাবমুপযান্তি ন চ স্থিরত্বম্। ১।২।৩৯১
ইষুপ্রপাতমাত্রং হি স্পর্শযোগে রতিঃ স্মৃতা। ১২।২৯৫।৩২
অপ্রযত্নাগতাঃ সেব্যা গৃহস্থৈর্বিষয়াঃ সদা। ১।২৯৫।৩৫

স্বভাবতঃ কামের কখনও নিবৃত্তি হয় না। একটি কাম পূর্ণ হইলেই অপর কামতৃষ্ণা মানুষকে বাণের মত বিদ্ধ করিয়া থাকে। কল্যাণার্থী ব্যক্তি কঠোর সংযমের দ্বারা কাম ও ক্রোধকে নিগ্রহ করিবেন।

কামং কাময়মানস্য যদা কামঃ সমৃধ্যতে।
অথৈবমপরঃ কামস্তৃষ্ণা বিধ্যতি বাণবৎ॥ ১৩।৯৩।৪৭
সর্বোপায়াত্তু কামস্য ক্রোধস্য চ বিনিগ্রহঃ।
কার্যঃ শ্রেয়োঽর্থিনা তৌ হি শ্রেয়োঘাতার্থমুদ্যতৌ॥ ১২।৩২৯।১০

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতাতেও শুনিতে পাই—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষ পজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥ ৬।২৬।৬২

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥ ৬।২৭।৩৯
তস্মাত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্॥ ৬।২৭।৪১

কাম যে দুষ্পূর অনলসদৃশ, এইকথা আরও বলা হইয়াছে।

ন তৃপ্তিঃ প্রিয়লাভেঽস্তি তৃষ্ণা নাদ্ভিঃ প্রশাম্যতি।
সংপ্রজ্বলতি সা ভূয়ঃ সমিদ্ভিরিব পাবকঃ॥ ১২।১৮০।২৬
অন্তো নাস্তি পিপাসায়াস্তুষ্টিস্তু পরমং সুখম্। ১২।৩৩০।২১
ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥ ১।৭৫।৫০ ; ১।৮৫।১২

মহাভারতে কামত্যাগের উপদেশ অসংখ্য। প্রসিদ্ধ কয়েকটিমাত্র সঙ্কলিত হইতেছে।

বিষয়েভ্যো নমস্কুর্যাদ্ বিষয়ান্ন চ ভাবয়েৎ ।১২।১৯৬।১৫
ত্রিবর্গগুণনিবৃত্তির্যস্য নিত্যং গৃহাশ্রমে।
স সুখান্যনুভূয়েহ শিষ্টানাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ১২।১৯১।১৭
কামবন্ধনমেবৈকং নান্যদস্তীহ বন্ধনম্।

কামবন্ধনমুক্তো হি ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ১২।২৫০।৭
আশা বলবতী রাজন্ নৈরাশ্যং পরমং সুখম্। ১২।১৭৮।৮
সর্বান্ কামান্ জুগুপ্সেত কামান্ কুর্বীত পৃষ্ঠতঃ। ১২।১৭৪।৪৯
প্রাপণাৎ সর্বকামানাং পরিত্যাগো বিশিষ্যতে। ১২।১৭৭।১৬
যদ্ যত্ত্যজতি কামানাং তৎসুখস্যাভিপূর্যতে।
কামানুসারী পুরুষঃ কামাননুবিনশ্যতি ॥ ১২।১৭৪।৪৫

রূপকচ্ছলে কামকে বিষবৃক্ষরূপে কল্পনা করিয়া শুকানুপ্রশ্নে ব্যাসদেব বলিতেছেন—যে অজ্ঞানাচ্ছন্ন পুরুষ বিষয়-সম্পত্তি, নারী প্রভৃতির দ্বারা কামকে সংবর্ধিত করে, সেই সংবর্ধিত বিষয়সম্পত্তি প্রভৃতি বস্তুই বর্ধককে বিনাশ করিয়া থাকে। যোগপ্রসাদে সেই বৃক্ষটির মূলোৎপাটন করিতে পারিলেই কামবৃক্ষ বিনষ্ট হইয়া যায়। পুরুষ তখনই দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি পান।

সংরোহত্যকৃতপ্রজ্ঞঃ সদা যেন হি পাদপম্।
স তমেব ততো হন্তি বিষগ্রন্থিরিবাতুরম্ ॥
তস্যানুগতমূলস্য মূলমুদ্ধ্রিয়তে বলাৎ।
যোগপ্রসাদাৎ কৃতিনা সাম্যেন পরমাসিনা ॥
এবং যো বেদ কামস্য কেবলস্য নিবর্তনম্।
বন্ধং বৈ কামশাস্ত্রস্য স দুঃখান্যতিবর্ত্ততে ॥ ১২।২৫৩।৬-৮

কামপরিহার যদিও সকল মানবেরই কল্যাণপ্রদ, তথাপি ব্রাহ্মণকে এই বিষয়ে সমধিক সতর্ক করা হইয়াছে। ব্যাসদেব পুত্র শুকদেবকে কহিতেছেন—

ব্রাহ্মণস্য তু দেহোঽয়ং ন কামার্থায় জায়তে।
ইহ ক্লেশায় তপসে প্রেত্য ত্বনুপমং সুখম্ ॥ ১২।৩২১।২৩

জগতের সকল বস্তুর অধিকার প্রাপ্ত হইলেও কাম প্রশান্ত হইবে না।

যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
নালমেকস্য তৎ সর্বমিতি পশ্যন্ন মুহ্যতি॥ ৫।৩৯।৮৫ ; ১৩।৯৩।৪৪

নিদ্রার দ্বারা নিদ্রাকে জয় করিবার চেষ্টা এবং উপভোগের দ্বারা কামকে জয় করিবার চেষ্টা নিষ্ফল।

ন স্বপ্নেন জয়েন্নিদ্রাং ন কামেন জয়েৎ স্ত্রিয়ঃ।৫।৩৯।৮।২

শুকানুপ্রশ্নে কামকে জয় করিবার উপায়রূপে যোগাভ্যাসের কথা বলা হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত অপর জ্ঞানের দ্বারা কামকে জয় করা সম্ভবপর নহে।

কামগ্রাহগৃহীতস্য জ্ঞানমপ্যস্য ন প্লবঃ। ১২।২৩৪।২১

যোগের দ্বারা সঙ্কল্পপরিহার ও লব্ধ চিত্তপ্রসাদ কামবিজয়ে সমর্থ হইয়া থাকে।

ক্ষময়া ক্রোধমুচ্ছিন্দ্যাৎ কামং সঙ্কল্পবর্জনাৎ। ১২।২৭৩।৫
তৃষ্ণাঞ্চ পরিতোষতঃ। ১২।২৭৩।১০

সাধারণ বিষয়ী মানুষ তো অতি তুচ্ছ, মুনি, ঋষি এবং দেবগণও সুখভোগের নিমিত্ত কামে অভিভূত হইয়া থাকেন। এইজন্য কামাভিনিবেশকে বলা হইয়াছে—মহামোহ।

অভিষঙ্গস্তু কামেষু মহামোহ ইতি স্মৃতঃ।
ঋষয়ো মুনয়ো দেবা মুহ্যন্ত্যত্র সুখেপ্সবঃ॥ ১৪।৩৬।৩১

যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞের পূর্বে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে নানা বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। সেইসকল উপদেশের মধ্যে কামবিজয় প্রসঙ্গে কামগীত নামক কয়েকটি গাথার উল্লেখ করিয়াছেন। কাম বলিতেছেন—

নাহং শক্যোঽনুপায়েন হন্তুং ভূতেন কেনচিৎ।
যো মাং প্রযততে হন্তুং জ্ঞাত্বা প্রহরণে বলম্।
তস্য তস্মিন্ প্রহরণে পুনঃ প্রাদুর্ভবাম্যহম্॥ ইত্যাদি। ১৪।১৩।১২-১৭

—নির্মমত্ব ও যোগাভ্যাসরূপ অস্ত্র ব্যতীত অপর কোন অস্ত্রের দ্বারা আমাকে বধ করা যায় না। যিনি আমাকে অপর অস্ত্র দ্বারা বধ করিতে চেষ্টা করেন, এবং সেই অস্ত্রের শক্তি সম্বন্ধে অবহিত থাকেন, আমি তাঁহার সেই অস্ত্রেই পুনরায় প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকি। যিনি জপতপের দ্বারা আমার বিনাশসাধনে চেষ্টা করেন, আমি

তাঁহার জপের সঙ্কল্পের ভিতর অভিমানরূপে আত্মপ্রকাশ করি। এইভাবে কখনও দম্ভরূপে, কখনও বা ঔদ্ধত্যরূপে আমিই প্রাদুর্ভূত হই। পরন্তু সেই ব্যক্তি আমাকে চিনিতে পারেন না। এমন কি, যোগিগণের চিত্তেও যোগোপসর্গ মধুমতী প্রভৃতি ঐশ্বর্যের স্পৃহারূপে আমিই লুকাইয়া থাকি। অতএব—

অবধ্যঃ সর্বভূতানামহমেকঃ সনাতনঃ। ১৪।১৩।১৮

কামগীতা কীর্তন করিয়া কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—'মহারাজ, তুমি নির্মমত্বপূর্বক যোগাভ্যাসে পরিনিষ্ঠিত হইবার নিমিত্ত চিত্তকে বিশুদ্ধ কর।

যজস্ব বাজিমেধেন বিধিবদ্দক্ষিণাবতা।
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্যজ্ঞৈঃ সমৃদ্ধৈরাপ্তদক্ষিণৈঃ॥ ১৪।১৩।২০

বৈষয়িক কামসুখ এবং স্বর্গীয় মহৎ সুখ অপেক্ষা কামজয়জনিত সুখ বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ। শেষোক্তটির সহিত অপর দুইটির তুলনাই চলে না।

যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥ ১২।১৭৪।৪৬ ;
১২।১৭৭।৫১ ; ১২।২৭৫।৬

ধর্ম ও অর্থের ন্যায় কামও কিয়ৎপরিমাণে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত। অবৈধ কামভোগী রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতেন।

মৌষল পর্বের টীকার উপোদ্‌ঘাতে নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—'দ্বাদশে ( শান্তিপর্বণি ) অর্থফলভূতঃ কামঃ সোপসর্গো নিরূপিতঃ।' পরন্তু বনপর্বে ভীমের উক্তি, উদ্যোগে বিদুরবচন এবং অনুশাসন ও অশ্বমেধপর্বে নানা প্রসঙ্গে কামের আলোচনা রহিয়াছে। অবশ্য শান্তিপর্বে রাজধর্ম ও মোক্ষধর্মের ভিতরেই আলোচনা সমধিক।

যে-সকল প্রকরণে কামের নিন্দাসূচক বচন রহিয়াছে, সেইসকল প্রকরণের তাৎপর্য হইতেছে—বিষয়বৈরাগ্যের উপাদেয়তা প্রদর্শন। পরন্তু শাস্ত্রবিহিত কাম কোথাও নিন্দিত হয় নাই। তথাবিধ কামের উপভোগ পরিণামে বৈরাগ্যের অনুকূলই হইয়া থাকে। ভোগের পরে বৈরাগ্যের উদয় হইলে সেই বৈরাগ্য হইতে পতনের ভয় থাকে না। শান্তিপর্বের প্রথম ভাগে বিষয়বিতৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের প্রতি অনেকের উক্তি হইতেই এইপ্রকার ভাবার্থ প্রকাশ পাইতেছে।

# মোক্ষ

সম্প্রতি আমরা মহর্ষি ব্যাসদেবের মুখে মোক্ষের আলোচনা শুনিব। মোক্ষ হইতেছে—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং পরমপুরুষার্থ। মুক্তি, অপবর্গ, নির্বাণ, নিঃশ্রেয়স, অপুনরাবৃত্তি, অমৃতত্ব প্রভৃতি শব্দও মোক্ষ-অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, পরন্তু মোক্ষশব্দের প্রয়োগই বেশী। বিশেষতঃ শান্তিপর্ব্বে 'মোক্ষধর্ম'-নামে একটি পরিচ্ছেদই রহিয়াছে এবং শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় মোক্ষযোগ নামে খ্যাত। 'ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভ' এই বচনেও মোক্ষশব্দই রহিয়াছে।

মোক্ষ কোন অবস্থায়ই উপায় নহে, পরন্তু জীবের পরম উপেয়, অর্থাৎ জীবনের সর্ববিধ শুভ কর্মের শেষ পরিণতি। অন্যান্য পুরুষার্থ বিনশ্বর, পরন্তু মোক্ষ অবিনশ্বর। এইজন্যই ইহাকে পরম পুরুষার্থ বলা হইয়াছে।

মৌষলপর্বের টীকার উপোদ্‌ঘাতে নীলকণ্ঠ বলিতেছেন—দ্বাদশে ( শান্তিপর্বণি ) নিরুপপ্লবঞ্চ মোক্ষপদং নিরূপিতম্। ত্রয়োদশাদিত্রয়ে মোক্ষহেতূন্ দানবিদ্যাবনরাসাংশ্চ নিরূপ্য ষোড়শে ধৃতরাষ্ট্রবদ্ বনমনাশ্রিত্য কেবলমর্থকামসক্তাস্তে মদিরাদিকলহেন ব্যসনেন বিনশ্যন্তীতি প্রতিপাদ্যতে। সপ্তদশে নিষ্কামধর্মস্য ফলং গৃহাদেস্ত্যাগঃ অষ্টাদশে তৎপূর্বিকা স্বর্গপ্রাপ্তিশ্চ নিরূপয়িষ্যতে।

নীলকণ্ঠ আরও বলিয়াছেন যে, ধর্মাদি ত্রিবর্গও মোক্ষেরই অনুকূল।

ধীশুদ্ধিক্রতুজীবনার্থকতয়া মুক্ত্যর্থমিত্যুক্তমাঃ। ( শান্তিপর্ব, টীকোপদ্‌ঘাত )

মোক্ষধর্মপর্বের প্রথম শ্লোকেই আমরা পিতামহের নিকট যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনা শুনিতেছি—

> ধর্মাঃ পিতামহেনোক্তা রাজধর্মাশ্রিতাঃ শুভাঃ।
> ধর্মমাশ্রমিণাং শ্রেষ্ঠং বক্তুমর্হসি পার্থিব॥ ১২।১৭৪।১

'আশ্রমিণাং' বলাতে গৃহস্থাদি সকলেরই মোক্ষের অধিকার প্রদর্শিত হইয়াছে। উত্তরে পিতামহ বলিয়াছেন—জীবনে কাহারও কোন কর্ম বিফল হয় না। কর্মফলের তারতম্য ও ক্ষয়িষ্ণুতাদি দোষদর্শনের ফলে চিত্তে বৈরাগ্যের উদয় হয়।

> এবং ব্যবসিতে লোকে বহুদোষে যুধিষ্ঠির।
> আত্মমোক্ষনিমিত্তং বৈ যতেত মতিমান্নরঃ॥ ১২।১৭৪।৫

ভোগবাসনা চরিতার্থ না হইলে মুক্তির বাসনা জীবের চিত্তে প্রাদুর্ভূত হয় না। সংসার সুখের নহে, অর্থ, কাম প্রভৃতি ক্ষণভঙ্গুর, সাংসারিক সুখও দুঃখানুষক্ত বলিয়া দুঃখের মধ্যেই গণ্য। জন্ম, মৃত্যু, জরা প্রভৃতির হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার অন্য উপায় নাই—এইসকল বিষয় চিন্তা করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি মুক্তির চেষ্টা করিবেন।

জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্ব্যাধিভির্মানসক্লমৈঃ।
দৃষ্ট্বৈব সন্ততং লোকং ঘটেন্মোক্ষায় বুদ্ধিমান্॥ ১২।২১৫।২

মোক্ষধর্মের অনেক অধ্যায়েই বৈষয়িক অতিস্পৃহা পরিত্যাগ ও তাহার ফল কীর্ত্তন করা হইয়াছে। বিবেকী পুরুষ সংসারচক্রে আবদ্ধ থাকিতে চান না। জীবনের অনিত্যতা বুঝিতে পারিলেই তিনি মুক্তির সন্ধানে ব্যাকুল হইয়া উঠেন।

উচ্চতর অবস্থা লাভের নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন। চিত্তকে বিশুদ্ধ করিতে হইলে চিত্তের স্থিরতা সম্পাদন করিতে হয়। চিত্তকে স্থির করিবার অনেকগুলি উপায় শান্তিপর্ব্বের শ্রেয়োবাচিকে উপদিষ্ট হইয়াছে। বেদাদিশাস্ত্রে অবিচলিত শ্রদ্ধা, সর্বভূতে দয়া, পাপকর্মে নিবৃত্তি, সৎসঙ্গ, সরল ব্যবহার, সত্যবচন, প্রমাদনিগ্রহ অহঙ্কারবর্জন, সন্তোষ, বেদাধ্যয়ন, বাক্‌সংযম, মিতাহার, মিতনিদ্রা, কুস্থান-পরিত্যাগ, জ্ঞানজিজ্ঞাসা প্রভৃতি চিত্তের মালিন্যকে দূর করিয়া থাকে। (১২।২৮৭তম অ)

চিত্তকে স্থির করার শ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে—তপস্যা। হিত ও মিত আহারাদির দ্বারা দেহকে নীরোগ রাখিতে হইবে। শরীরকে উপেক্ষা করিয়া তপস্যা চলে না। বিশুদ্ধ কর্মদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা, কাহারও অনিষ্ট চিন্তা না করা প্রভৃতিও তপস্যার মধ্যে গণ্য। অপরের অনুদ্বেগকর সত্য প্রিয় ও হিতবচনরূপ তপস্যা হইতেছে—বাঙ্ময়। মনঃপ্রসাদ, সৌম্যত্ব, স্থৈর্য্য, জিতেন্দ্রিয়তা, ভাবশুদ্ধি প্রভৃতিকে মানস তপস্যা-নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহলোকের এবং পরলোকের কোন মহৎ বস্তুই তপস্যা ব্যতীত লাভ করা যায় না। তপস্যাই পরলোকের প্রধান পাথেয়। যিনি পরম পুরুষকে জানিবার নিমিত্ত একাগ্রচিত্তে তপশ্চরণে নিরত থাকেন, তাঁহার নিকটই পরমজ্যোতি প্রকাশিত হন। তপস্বী পুরুষই বীতশোক ও বিমুক্ত হইতে পারেন। অপরের পক্ষে তপোজ্ঞেয় ঈশ্বরের বিরাট সত্তা অনুভবযোগ্য নহে।

তপসো হি পরং নাস্তি তপসা বিন্দতে মহৎ। ৩।৯১।১৯ ; ১২।১৯।২৬
তপসা বেদবিদ্বাংসঃ পরং ত্বমৃতমাপ্নুয়ুঃ। ৫।৪৩।১৩
স চেন্নিবৃত্তবন্ধস্তু বিশুদ্ধশ্চাপি কর্মভিঃ।
তপোযোগসমারম্ভং কুরুতে দ্বিজসত্তম॥ ইত্যাদি। ৩।২০৮।৩৮–৫৭ ;
৩।১৮৬।২৭-৩০

মানব স্বভাবতঃ বিষয়াসক্ত, তপস্যার প্রতি আকর্ষণ মানবের স্বভাবসিদ্ধ নহে। সংসারের নানাবিধ ঘাতপ্রতিঘাতে অথবা জন্মান্তরীয় সৌভাগ্যবশতঃ মোহগ্রস্ত মানবের নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। নির্ব্বেদ হইতে আত্মসংবোধ, সংবোধ হইতে শাস্ত্রদর্শন, তারপর তপশ্চরণের ইচ্ছা জাগ্রত হইয়া থাকে। প্রকৃত বিবেকী পুরুষের সংখ্যা খুব কম ( ১২।১৯৫তম অ )

ভোগের বাসনা চরিতার্থ না হওয়া পর্য্যন্ত সাংসারিক দুঃখলাভের ফলে যে নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়, তাহা শ্মশানবৈরাগ্যের ন্যায় নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। সেই নির্ব্বেদ হইতে আত্মজিজ্ঞাসার উদয় হয় না। সগরারিষ্টনেমি-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—

ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থাংস্ত্বমনুভূয় যথাবিধি।
কৃতকৌতূহলস্তেষু মুক্তশ্চর যথাসুখম্॥ ১২।২৮৮।১০

শুকদেব তাঁহার পিতৃদেবকে প্রশ্ন করিয়াছেন—

কর্ম্মণামবিরোধেন কথং মোক্ষ প্রবর্ত্ততে। ১২।২৪১।১১

ব্যাসদেব উত্তর দিয়াছেন—

ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থোঽথ ভিক্ষুকঃ।
যথোক্তচারিণঃ সর্বে গচ্ছন্তি পরমাং গতিম্॥ ১২।২৪১।১৩

যথাবিধি বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালনেও মানব মুক্তিলাভ করিতে পারে। অপর কোন সাধনার প্রয়োজন হয় না।

আশ্রম, বর্ণ বা জাতি কিছুই মুক্তির প্রযোজক বা প্রতিকূল নহে। যে-কোন আশ্রমে যে-কোন ব্যক্তি মুক্তিলাভের অধিকারী হইতে পারেন। মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে সংসারত্যাগেরও কোন প্রয়োজন নাই। স্থান, কাল প্রভৃতি কিছুই মুক্তির নিমিত্ত অপেক্ষিত নহে। মানস ত্যাগ এবং ভাবশুদ্ধি থাকিলেই জীব মুক্তি লাভ করেন।

ভাবিতৈঃ করণৈশ্চায়ং বহুসংসারযোনিষু।
আসাদয়তি শুদ্ধাত্মা মোক্ষং বৈ প্রথমাশ্রমে॥ ১২।৩২৬।২৬
যচ্চ কিঞ্চিৎ সুখং তচ্চ দুঃখং সর্বমিতি স্মরন্
সংসারসাগরং ঘোরং তরিষ্যতি সুদুস্তরম্॥ ১৪।১৮।৩২ ; ১৪।১৯শ অ।
আকিঞ্চন্যে ন মোক্ষোঽস্তি কিঞ্চন্যে নাস্তি বন্ধনম্।
কিঞ্চনে চেতরে চৈব জন্তুর্জ্ঞানেন মুচ্যতে॥ ১২।৩২০।৫০

যো ন কাময়তে কিঞ্চিন্ন কিঞ্চিদভিমন্যতে।
ইহলোকস্থ এবৈষ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ১৪।৩৫।১৮-২২
তস্মাজ্ জ্ঞানেন শুদ্ধেন প্রশান্তাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো মুচ্যতে সর্বপাপ্মভিঃ ॥ ১৪।৩৫।১৮;
১৪।৪৪।২২; ১৪।৪৬।৪৬

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সনৎকুমারের উপদেশ হইতে জানা যায়, তপস্যা যদি অনুরাগাদি কল্মষবর্জিত হয়, তবে সেই তপস্যাই সমৃদ্ধ মুক্তির প্রযোজক হইয়া থাকে।

নিষ্কল্মষং তপস্ত্বেতৎ কেবলং পরিচক্ষতে।
এতৎ সমৃদ্ধপ্যৃদ্ধং তপো ভবতি কেবলম্ ॥ ৫।৪৩।১২-১৩

অমূঢ়ত্ব, অসঙ্গিত্ব, কামক্রোধবর্জন, আহারশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সংযম প্রভৃতি যোগ বা তপশ্চরণে অবশ্য অপেক্ষিত।

অমূঢ়ত্বমসঙ্গিত্বং কামক্রোধবিবর্জনম্। ইত্যাদি। ১২।২৭৩।১৮, ১৯
শৌচমাহারতঃ শুদ্ধিরিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযমঃ। ১২।২৭৩।১৫

মুমুক্ষু পুরুষ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা গুরূপদিষ্ট তত্ত্বকে দৃঢ়রূপে হৃদয়ে ধারণ করিবেন। বিশ্বাবসুর জিজ্ঞাসার উত্তরে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন শ্রুতিবাক্য হইতে মোক্ষতত্ত্বের শ্রবণ, আন্বীক্ষিকীসম্মত যুক্তিতর্করূপ মননের সাহায্যে দৃঢ়রূপে ধারণ ও পুনঃ পুনঃ চিন্তনরূপ নিদিধ্যাসনের ফলে চিত্তের মালিন্য দূরীভূত হয় এবং ক্রমশঃ আত্মতত্ত্ব অধিগত হইয়া থাকে।

তপসা চানুমানেন গুণৈর্জাত্যা শ্রুতেন চ।
নিনীষেৎ পরমং ব্রহ্ম বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা ॥ ১২।২০৫।১৯
বেদবাদং ব্যপাশ্রিত্য মোক্ষোঽস্তীতি প্রভাষিতুম্।
অপেতন্যায়শাস্ত্রেণ সর্বলোকবিগর্হিণা ॥ ১২।২৬৮।৬৪,৬৫

দৈববাদ এবং জন্মান্তরবাদ পরস্পর সম্বদ্ধ। একটির স্বীকৃতিতে অপরটি আপনা আপনি স্বীকৃত হইয়া থাকে। প্রারব্ধ কর্ম ফল প্রদান না করিয়া বিরত হয় না। এই সিদ্ধান্ত হইতে আরও জানা যাইতেছে যে, যদি প্রারব্ধ কর্মের ফল সেই জন্মেই ভোগ না হইয়া থাকে, তবে সেই ফল ভোগের নিমিত্ত পুনরায় জন্মগ্রহণ অনিবার্য্য। সেই জন্মেও আবার কিছু কর্মফল সঞ্চিত হইবে, যাহার

ভোগের নিমিত্ত আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। অনেকটা স্বতঃসিদ্ধের মত এই সকল সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া হইয়াছে।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। ৬।২৬।২৭ অবিদ্যাজনিত ভোগ-স্পৃহার ফলে প্রাণী কর্মানুরূপ নানাবিধ দেহ ধারণ করে। সাংসারিক সুখলব্ধ মানব সুখকেও যখন যথার্থ দুঃখরূপে অনুভব করিতে পারেন, তখনই তাঁহার সংসার বাসনা শিথিলতা প্রাপ্ত হয়। শুভ অদৃষ্টের পরিপাকবশতঃ সেইরূপ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি সদ্‌গুরুর কৃপালাভে কৃতার্থ হন এবং শ্রবণাদির সাহায্যে তাঁহার চিত্ত মোক্ষানুকূল হইয়া থাকে। বীজ দগ্ধ হইলে যেরূপ তাহাতে অঙ্কুরোৎপত্তির শক্তি থাকে না, সেইরূপ আত্মজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যাদি বিনষ্ট হইলে পুনরায় জন্মপরিগ্রহের কোন কারণ থাকে না। কর্মফলে অনাসক্ত হইয়া কর্ম করিলে সেই কর্ম আর বন্ধনের হেতু হয় না। সেই অবস্থায় দেহপাতের পূর্ব পর্যন্ত সেই তপস্বী জীবনমুক্ত-রূপে সংসারেই বিচরণ করেন।

> এবং পততি সংসারে তাসু তাস্বিহ যোনিষু।
> অবিদ্যাকর্ম তৃষ্ণাভির্ভ্রাম্যমানোঽথ চক্রবৎ ॥ ইত্যাদি। ৩।২।৭১-৭৩ ;
> ৩।১৮৩।৭৮-৮৬
>
> বীজানি হ্যগ্নিদগ্ধানি ন রোহন্তি পুনর্যথা।
> জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সংযুজ্যতে পুনঃ ॥ ইত্যাদি ৩।১৯৯।১০৮, ১০৯ ;
> ১২।২১১।১৭

মুমুক্ষু পুরুষের পক্ষে তিনটি সাধন প্রণালীর উপদেশ মহাভারতে পাওয়া যায়। এই তিনটিই নানাভাবে নানাস্থানে উপদিষ্ট হইয়াছে। তিনটি প্রণালী হইতেছে কর্মমার্গ, ভক্তিমার্গ ও জ্ঞানমার্গ।

ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় হয়। কাম্য এবং নিষিদ্ধ কর্ম বর্জন করিলে ভবিষ্যতে কর্মফল আর সঞ্চিত হইতে পারে না। নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের দ্বারা দুরিত ক্ষয় হয়। এইভাবে কর্ম হইতেই মুক্তি হইতে পারে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। সমত্বরূপ চিত্তপ্রসাদ লাভ করিলে বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠাই নিষ্কাম কর্মযোগের প্রাথমিক ফল। ইহাকে বলা হইয়াছে নির্দ্বন্দ্ব নিত্যসত্ত্বস্থ অবস্থা। ইহা হইতেই জীবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ফলাকাঙ্ক্ষায় কর্ম করিলে যে কর্ম বন্ধনের হেতু হয়, নিষ্কামভাবে করিলে সেই কর্মই মুক্তির প্রযোজক হইয়া থাকে।

ঈশ্বরের প্রতি পরম অনুরাগ বা আকর্ষণই হইতেছে ভক্তি। সত্ত্বসমাবিষ্ট চিত্তে ভোগ্যবস্তুর প্রতি আসক্তি থাকে না। নির্মল প্রসন্ন চিত্ত ঈশ্বরে সংলগ্ন হইয়া

থাকে। শরণাগত ভক্ত তাঁহার সব কিছু ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া নিষ্কাম জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন। চিত্তের এই অবস্থাও মুক্তির অনুকূল। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবানের বচন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬।৪২।৬৬
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাংগতিম্ ॥ ৬।৩৩।৩২

ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিলে জীবকে আর কিছুই করতে হয় না তখন ঈশ্বরই কৃপা করিয়া জীবকে মুক্ত করেন।

সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভূতিই জ্ঞানমার্গ বা জ্ঞানযোগ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় মুক্তি সম্পর্কে সকল কথাই বলা হইয়াছে। প্রস্তুত প্রবন্ধে সর্বজনজ্ঞাত গীতাবচনকে যথাসম্ভব উদ্ধার না করিয়াই আমরা মহাভারতের অপর অংশগুলি উদ্ধারের চেষ্টা করিব।

মুক্তির অনুকূল এই তিনটি সাধনমার্গেরই বিস্তৃত উপদেশ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাতে রহিয়াছে।

জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে। ৬।৩৮।২০

এই গীতাবচনে দেখা যায়, জন্মাদির আত্যন্তিক বিমুক্তিই অমৃত বা মুক্তিসংজ্ঞায় অভিহিত। নারদাসিত সংবাদে শোনা যায়—

পুণ্যপাপময়ং দেহং ক্ষপয়ন্ কর্মসংক্ষয়াৎ।
ক্ষীণদেহঃ পুনর্দেহী ব্রহ্মত্বমুপগচ্ছতি ॥ ১২।২৭৪।৩৭

আচার্য পঞ্চশিখ তাঁহার শিষ্য রাজর্ষি জনককে মুক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে বলিতেছেন—

যথোর্ণনাভিঃ পরিবর্তমান—
তন্তুক্ষয়ে তিষ্ঠতি পাত্যমানঃ।
তথা বিমুক্তঃ প্রজহাতি দুঃখং
বিধ্বংসতে লোষ্ট ইবাদ্রিমৃচ্ছন্ ॥
যথা রুরুঃ শৃঙ্গমথো পুরাণং
হিত্বা ত্বচং বাপ্যুরগো যথা চ।
বিহায় গচ্ছত্যনবেক্ষমাণ-
স্তথা বিমুক্তো বিজহাতি দুঃখম্ ॥ ইত্যাদি।
১২।২১৯তম অ।

—সংসারচক্রে ভ্রাম্যমাণ দেহধারী জীবের অবিদ্যা বিনাশপ্রাপ্ত হইলেই বিমুক্তি ঘটে। দেহনাশের পর সেই জীব—

মুক্তঃ পরার্ধ্যাং গতিমেত্যলিঙ্গঃ। ১২।২১৭।৪৯
তদ্ ব্রহ্ম পরমং প্রোক্তং তদ্ধাম পরমংপদম্।
তদ্‌গত্বা কালবিষয়াদ্বিমুক্তা মোক্ষমাশ্রিতাঃ ॥ ১২।২০৬।১৪

বচনের কালবিষয় শব্দের অর্থ জন্মাদি দুঃখ।

গুণাপায়ে ব্রহ্মশরীরমেতি। ১২।২০৬।২৭।

মনুবৃহস্পতিসংবাদের এই বচনে ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তিকেই মুক্তি বলা হইয়াছে।

জীব যতক্ষণ প্রাকৃত গুণের দ্বারা যুক্ত থাকেন, ততক্ষণই তাঁহার জীবভাব, আর সেই সকল গুণসমূহের দ্বারা বিনির্মুক্ত হইলেই তাঁহার ব্রহ্মভাব। অতএব জীব আর ব্রহ্ম অভিন্ন।

আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যুক্তঃ সংযুক্ত প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
তৈরেব তু বিনির্মুক্তঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ ॥ ১২।১৮৭।২৬
আত্মানং তং বিজানীহি। ১২।১৮৭।২৭
গুণাপায়ে ব্রহ্মশরীরমেতি। ১২।২০৬।২৭
সুদুর্গমিব পন্থানমতীত্য গুণবন্ধনম্।
যথা পশ্যেত্তথা দোষানতীত্যামৃতমশ্নুতে ॥ ১২।২১৪।২৯
অমৃতং তদবাপ্নোতি যত্তদক্ষরমব্যয়ম্। ১২।২১৫।২৭

এই প্রকার আরও অসংখ্য বচনে অদ্বৈতবাদ উপদিষ্ট হইয়াছে। অবিদ্যার বিনাশ সাধন করিলেই মুক্তি অর্থাৎ জীবের স্বতঃ ব্রহ্মভাবরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান প্রকাশিত হয়। ইহাই জীবের মুক্তি।

অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী প্রমুখ সকল সম্প্রদায়ের আচার্যই মহাভারতকে, বিশেষতঃ শ্রীমদ্‌ভগবদগীতাকে বেদান্তশাস্ত্রের স্মৃতিপ্রস্থানরূপে বিশেষ শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রত্যেকেই আপন আপন অভিমতের অনুকূলে মহাভারতের সেই সেই বচনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব ব্যাসদেবের প্রকৃত সিদ্ধান্ত স্থির করা আমাদের ন্যায় অজ্ঞের পক্ষে অসাধ্য। শান্তিপর্বে ও সনৎসুজাত প্রকরণে অদ্বৈত প্রতিপাদক বচনই বেশী পাওয়া যায়।

ধৃতরাষ্ট্রের জিজ্ঞাসার উত্তরে সনৎকুমার বলিতেছেন—জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই। শরীরের সহিত যোগবশতঃ ঘটাকাশ ন্যায়ে অথবা

জলচন্দ্রাদিন্যায়ে পৃথক্ বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। জীবের সহিত পরমাত্মার যেরূপ অভেদ, সেইরূপ দৃশ্যমান প্রপঞ্চের সহিতও অভেদই যথার্থ। বিশ্ব ইন্দ্রজালসদৃশ। মায়ার দ্বারা জগদীশ্বর জগৎকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। মায়া তাঁহার শক্তি হইলেও শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কোনরূপ ভেদ নাই। প্রকাশময় পরমাত্মাই বিশ্বপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠান। অজ্ঞান বা মায়ার অপসারণে জীব ও ব্রহ্মের ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয়। অগ্র্যা বুদ্ধি অর্থাৎ বিবেক জ্ঞানের সাহায্যে ভেদজ্ঞানকে বিনাশ করিতে পারিলেই স্বপ্রকাশ পরমাত্মার স্বরূপ প্রতিভাত হয়। এই অবস্থাই জীবের মুক্তি। সনৎকুমার বলিতেছেন—

সা প্রতিষ্ঠা তদমৃতম্ ! ৫।৪৪।৩০

যে তদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি। ৫।৪৪।৩১

দোষো মহানত্র বিভেদযোগে—

হ্যনাদিযোগেন ভবন্তি নিত্যাঃ। ৫।৪২।২০

জ্ঞানেন চাত্মানমুপৈতি বিদ্বান—

—থান্যথা বর্গফলানুকাঙ্ক্ষী। ৫।৪৩।৯

দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ। ১২।২৪৫।৫

ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর যথাবিধি সেবাই হইতেছে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রথম সোপান—এই কথাও সনৎকুমার ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছেন—

নৈতদ্ ব্রহ্ম ত্বরমাণেন লভ্যং
যন্মাং পৃচ্ছন্নতিহৃষ্যস্যতীব।
বুদ্ধৌ বিলীনে মনসি প্রচিন্ত্যা
বিদ্যা হি সা ব্রহ্মচর্য্যেণ লভ্যা॥ ৫।৪৪।২

যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্। ৫।৪৬শ অ।

সনৎসুজাত প্রকরণে ও বনপর্বের অষ্টাবক্রবন্দিসংবাদে অদ্বৈতবাদ সমর্থক আলোচনাই বেশী। টীকাকার নীলকণ্ঠও এই অভিমত পোষণ করেন। এই সকল প্রকরণে অবিদ্যার নিবৃত্তিকেই বলা হইয়াছে—মোক্ষ। অবিদ্যাও যেহেতু অবস্তু অর্থাৎ কল্পিত, সেইহেতু তাহার নিবৃত্তিও অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মস্বরূপ। নিরতিশয় আনন্দরূপ মোক্ষ নিত্যসিদ্ধ। মোক্ষপ্রাপ্তি, মোক্ষলাভ প্রভৃতি শব্দে মোক্ষকে প্রাপ্য ফলরূপে যে কল্পনা করা হয়, তাহা শব্দের মুখ্যার্থ নহে, পরন্তু ঔপচারিক।

দুঃখমূল শরীর পরিগ্রহের আত্যন্তিক উচ্ছেদই মুক্তি—এই কথা শান্তিপর্বে নানাভাবে কীর্তিত হইয়াছে। ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে স্পষ্টভাষায় বলিতেছেন—

নাবর্তন্তে পুনঃ পার্থ মুক্তাঃ সংসার দোষতঃ।
জন্মদোষ পরিক্ষীণাঃ স্বভাবে পর্যবস্থিতাঃ ॥ ১২।১৯৫।৩

মুক্তি সম্পর্কে আলোচনায় দুইটি অধ্যায়ে ন্যায়সঙ্গত বিচারের অবতারণা দেখিতে পাই। বলা হইয়াছে—বিষয় বাসনা সকল প্রকার দুঃখের মূল, আবার প্রারব্ধ কর্ম বিষয়বাসনার মুল। মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত চক্রনেমিক্রমে এই উভয়ের মধ্যে ক্রমিক পৌর্বাপর্য থাকিবেই, তাহার নিবৃত্তি হইবে না। যে পর্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে মিথ্যাজ্ঞান তিরোহিত না হয়, সেই পর্যন্ত জন্ম মৃত্যুপ্রবাহের বিরতি ঘটিবে না।

তৎকারণৈর্হি সংযুক্তং কার্যসংগ্রহকারকম্
যেনৈতদ্ বর্ততে চক্রমনাদি নিধনং মহৎ ॥ ১২।২১১।৭

শরীরই জীবের দুঃখের কারণ। শরীরের হেতু সকাম কর্ম। সকাম কর্ম না করিলে প্রারব্ধ ভোগের নিমিত্ত শরীর গ্রহণ করিতে হয় না। রাগাদি দোষের দ্বারা সকাম কর্মে প্রবৃত্তির উদয় হয় এবং কর্মপ্রবর্তক রাগাদি মিথ্যাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং সংসারের মূল কারণ মিথ্যাজ্ঞান।

ন্যায়দর্শনের 'দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়েতদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ,' দোষনিমিত্তং রূপাদয়ো বিষয়াঃ সঙ্কল্পকৃতাঃ'—এই দুইটি সূত্রের সহিত নারদাসিত সংবাদের বচনের সম্পূর্ণ মিল রহিয়াছে। যুধিষ্ঠির শৌনক সংবাদেও এই তত্ত্বটি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আরও বলা হইয়াছে যে, বিষয়বৈরাগ্য ব্যতীত এই দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি লাভের অন্য উপায় নাই।

নোপপত্ত্যা ন বা যুক্ত্যা ত্বসদ্‌ব্রূয়াদসংশয়ম্। ১২।২৭৪।৭
স্নেহাদ্ভাবোঽনুরাগশ্চ প্রজজ্ঞে বিষয়ে তথা।
অশ্রেয়স্কাবুভাবেতৌ পূর্বস্তত্র গুরুঃ স্মৃতঃ ॥
বিপ্রযোগে ন তু ত্যাগী দোষদর্শী সমাগমে।
বিরাগং ভজতে জন্তু র্নির্বৈরো নিরবগ্রহঃ ॥ ৩২।২৯, ৩১

বিষয় বৈরাগ্যই যে মুক্তির প্রযোজক, এইকথা নানাস্থানে নানাভাবে বলা হইয়াছে। সংসারাক্ত জীব কিছুতেই মুক্তির আশা করিতে পারে না।

নাত্যক্ত্বা সুখমাপ্নোতি ত্যক্ত্বা সর্বং সুখী ভব। ১২।১৭৯।২২
ইন্দ্রিয়ার্থাননাদৃত্য মুক্তশ্চরসি সাক্ষিবৎ। ইত্যাদি। ১২।১৭৯ তম অ।

ত্যাগ বাহ্যিক কোন প্রক্রিয়া নহে। বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াও রাজর্ষি ধর্মধ্বজ জনক বলিতে পারিয়াছেন—

মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন। ১২।১৭৮।২

মুক্তিকাম পুরুষ যদৃচ্ছালাভরূপ অজগরবৃত্তি অবলম্বন করিবেন এবং সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিবেন। আজগর প্রহ্লাদ সংবাদে (১২।১৭৯তম অ) এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

বিষয়াসক্তিই জীবের মৃত্যুস্বরূপ এবং অনাসক্তিই ব্রহ্ম বা মুক্তি—এরূপ কথাও পাওয়া যায়।

দ্ব্যক্ষরস্তু ভবেন্মৃত্যুস্ত্র্যক্ষরং ব্রহ্মশাশ্বতম্
মমেতি চ ভবেন্মৃত্যুর্ন মমেতি চ শাশ্বতম্ ॥ ১৪।১৩।৩

যথার্থ—মনুষ্যত্বলাভের' তপস্যাই সর্বাপেক্ষা বড় তপস্যা। এই তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে মুক্তি জীবের অনায়াসলভ্য। এই সাধনার অনুকূলে যে-সকল সদ্‌বৃত্তিকে প্রবল চেষ্টায় জীবন্ত করিয়া তুলিতে হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ তপস্যা এবং তদনুকূল চেষ্টাই তপস্যার অঙ্গ। শম, দম প্রভৃতিও এই তপস্যারই ফল। হংসগীতায় এই তত্ত্বটি প্রকাশিত হইয়াছে—

গুহ্যং ব্রহ্ম তদিদং বো ব্রবীমি
ন মানুষাচ্ছ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ
নির্মুচ্যমানঃ পাপেভ্যো ঘনেভ্য ইব চন্দ্রমাঃ।
বিরজাঃ কালমাকাঙ্ক্ষন্ ধীরো ধৈর্য্যেণ সিধ্যতি ॥ ১২।২৯৯।২০, ২১

মহাভারতে সাংখ্য ও যোগের আলোচনা অতি বিস্তৃত। জৈগীষব্য, অসিত, দেবল, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য, বার্ষগণ্য, ভৃগু, কপিল, শুকদেব, পঞ্চশিখ, গৌতম, আর্ষ্টিষেণ, গর্গ, আসুরি, পুলস্ত্য, সনৎকুমার, শুক্র, কশ্যপ, রুদ্র, বিশ্বরূপ ও জনককে এই শাস্ত্রের আচার্য বলা হইয়াছে।

এই আচার্যগণের মধ্যে মহর্ষি বশিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্যের বচনই মহাভারতে সমধিক। তাঁহাদের উপদেশই বিস্তৃতভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে। ভীষ্মদেব সাংখ্যশাস্ত্র সম্পর্কে বলিয়াছেন—

জ্ঞানং মহদ্ যদ্ধি মহৎসু রাজন্,
বেদেষু সাংখ্যেষু তথৈব যোগে।
যচ্চাপি দৃষ্টং বিবিধং পুরাণে
সাংখ্যাগত তন্নিখিলং নরেন্দ্র ॥ ১২।৩০১।১০৮

পুরুষ বা জীব আপনার স্বরূপ জানিতে না পারায় অজ্ঞানতাবশতঃ প্রকৃতির অনুবর্তন করিয়া থাকেন। তাহার ফলে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর ভিতর দিয়া

হাজার হাজার দেহের সহিত সম্বদ্ধ হন। অবশ্য এই সম্বন্ধ প্রকৃত নহে, আভিমানিক মাত্র।

এবমপ্রতিবুদ্ধত্বাদবুদ্ধমনুবর্ততে।
দেহাদ্দেহসহস্রাণি তথা সমভিপদ্যতে ॥ ১২।৩০৩।১

মহাভারতে সাংখ্যবিদ্যায় ব্রহ্মতত্ত্বও আলোচিত হইয়াছে। ঈশ্বরকে বলা হইয়াছে পুরুষরূপ পঞ্চবিংশ তত্ত্বের উপরে ষড়বিংশ তত্ত্ব। জীব বা পুরুষ চতুর্বিংশতি তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিলেও আত্মজ্ঞানী হইতে পারেন না। অপ্রমেয় সনাতন ষড়বিংশ তত্ত্বরূপ পরব্রহ্মের জ্ঞান হইলেই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বরূপ পুরুষ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। জীব যখন প্রকৃতিকে জয় করিতে পারেন, তখনই শুদ্ধব্রহ্ম বিষয়িণী বুদ্ধি তাঁহাকে উদ্ভূত হয়। পরাবিদ্যার উদয়ে ষড়বিংশ তত্ত্বের জ্ঞান এবং প্রকৃতির স্বরূপ বিজ্ঞান বা প্রকৃতি বিজয় একই সঙ্গে হইয়া থাকে।

অব্যক্তা প্রকৃতির সহিত আপনার যথার্থ ভেদ বুঝিতে পারিলে জীব কেবল-ধর্মা হইয়া থাকেন। জীব তখন ষড়বিংশরূপ পরব্রহ্মের সহিত সমতা প্রাপ্ত হন এবং প্রাজ্ঞ, নিঃসঙ্গ, স্বতন্ত্র, কেবলাত্মা প্রভৃতি সংজ্ঞার বিষয় হইয়া থাকেন। এই ষড়বিংশতত্ত্বতা প্রাপ্তিই জীবের মুক্তি, শুধু তত্ত্বজ্ঞানমাত্র মুক্তি নহে।

ষড়্‌বিংশোঽহমিতি প্রাজ্ঞো গৃহ্যমণোঽজরামরঃ
কেবলেন বলেনৈব সমতাং যাত্যসংশয়ম্ ॥
ষড়্‌বিংশেন প্রবুদ্ধেন বুধ্যমানোঽপ্যবুদ্ধিমান্
এতন্নানাত্বমিত্যুক্তং সাংখ্যশ্রুতিনিদর্শনাৎ ॥ ১২।৩০৮।১৬, ১৭
এবমেবাবগন্তব্যং নানাত্বৈকত্বমেতয়োঃ।
এতদ্ধি মোক্ষ ইত্যুক্তমব্যক্তজ্ঞানসংহিতম্ ॥ ১২।৩০৮।২৪
কেবলাত্মা তথা চৈব কেবলেন সমেত্য বৈ।
স্বতন্ত্রশ্চ স্বতন্ত্রেণ স্বতন্ত্রত্বমবাপ্নুতে ॥ ১২।৩০৮।৩০

বাশিষ্ঠ সাংখ্যবিদ্যার এই প্রকার অভিনব সিদ্ধান্ত মহাভারতে কীর্তিত হইয়াছে। নারদমুনি বশিষ্ঠদেব হইতে এই বিদ্যা গ্রহণ করেন। নারদ হইতে ভীষ্ম এবং ভীষ্ম হইতে যুধিষ্ঠির ইহা প্রাপ্ত হন। বশিষ্ঠ স্বয়ং হিরণ্যগর্ভ হইতে এই তত্ত্ববিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যার সহিত সাংখ্যবিদ্যার এই প্রকার মিলন সাংখ্য কিংবা বেদান্তের অপর কোন গ্রন্থে সম্ভবতঃ পাওয়া যায় না। সমগ্র অধ্যায়ে সাংখ্যবিদ্যার সহিত, বেদান্তবিদ্যাকে মিলিত করিয়া মোক্ষের স্বরূপ নিরূপণ করা হইয়াছে।

সকল আস্তিক দর্শনেরই আরম্ভ দুঃখবাদে এবং পরিসমাপ্তি দুঃখের আত্যন্তিক উচ্ছেদের পথপ্রদর্শনে। দুঃখ প্রাণিমাত্রেরই অনভিলষিত বলিয়া দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা অতি স্বাভাবিক। সেই চেষ্টার চরম সার্থকতা মুক্তিতে। বাশিষ্ঠসাংখ্যে এই কথাটিও প্রাঞ্জল ভাষায় বলা হইয়াছে। ১২।৩০৩ তম অ।

এবমপ্রতিবুদ্ধত্বাদবুদ্ধজনসেবনাৎ

সর্গকোটিসহস্রাণি পতনান্তানি গচ্ছতি॥ ১২।৩০৪।১

সা হ্যস্য প্রকৃতির্দৃষ্টা তৎক্ষয়াম্মোক্ষ উচ্যতে। ১২।৩০৪।৭

আচার্য পঞ্চশিখও রাজর্ষি জনককে প্রথমতঃ জাতিনির্বেদ, অর্থাৎ জন্ম বা শরীর পরিগ্রহই দুঃখের নিদান, এইকথা বলিয়াছেন। অতঃপর কর্মনির্বেদ, যাগযজ্ঞাদির ফল চিরস্থায়ী নহে, পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় দুঃখভোগ করিতে হয়—এই প্রকার উপদেশ এবং পরিশেষে সর্বনির্বেদ অর্থাৎ মুক্তির উপদেশ দিয়াছেন।

জাতিনির্বেদমুক্ত্বা স কর্মনির্বেদমব্রবীৎ

কর্মনির্বেদমুক্ত্বা চ সর্বনির্বেদমব্রবীৎ॥ ১২।২১৮।২১

মহাভারতীয় সাংখ্যশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—প্রকৃতি হইতে পরিণত কল্পিত পদার্থসমূহ প্রকৃতিতেই অধিষ্ঠিত—এই সিদ্ধান্ত নির্ভুল নহে। আপাতদৃষ্টিতে সেইরূপ মনে হইলেও বস্তুতঃ চিদাত্মাই সকল পদার্থের অধিষ্ঠান। তাঁহারই মুখ্য অধিষ্ঠাতৃত্ব, প্রকৃতির অধিষ্ঠাতৃত্বকল্পনা গৌণ। পুরুষই প্রকৃতির মধ্যস্থতায় মহদাদি তত্ত্বের সৃষ্টি করেন। সূর্যকান্ত মণি কি তৃণকে দগ্ধ করিতে পারে? মণির মধ্য দিয়া সংহত সূর্যরশ্মির দাহিকাশক্তিকেই মণির শক্তি বলিয়া আমরা ভুল করিয়া থাকি। কাষ্ঠের ভিতরে অগ্নি থাকিলেও ঘর্ষণ ব্যতীত তাহার উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ জগতের প্রত্যেক বস্তুতে ঈশ্বর সত্তা থাকিলেও সাধনা ব্যতীত আমাদের মলিন চিত্তে তাহা ধরা পড়ে না। ঈশ্বরই সকল পদার্থের অধিষ্ঠাতা ও অভিব্যঞ্জক।

পুরুষ বা জীবাত্মা নির্গুণ। তাঁহার স্বভাবের কখনও ব্যতিক্রম ঘটে না। অজ্ঞানতাবশতঃ প্রকৃতির ধর্ম আপনাতে আরোপ করিয়া সুখ দুঃখের ভোক্তৃরূপে তাঁহার অভিমান হইয়া থাকে। জীব আপনার সাক্ষিস্বরূপতা বুঝিতে পারেন না বলিয়াই এত দুঃখ।

ন শক্যো নির্গুণস্তাত গুণীকর্তুং বিশাম্পতে।

গুণবাংশ্চাপ্যগুণবান্ যথাতত্ত্বং নিবোধ মে॥ ১২।৩১৫।১

যদাজ্ঞানেন কুর্বীত গুণসর্গং পুনঃপুনঃ

যদাত্মানং ন জানীতে তদাত্মাপি ন মুচ্যতে॥ ১২।৩১৫।৬

যাজ্ঞবল্ক্যীয় সাংখ্যে বহুপুরুষবাদ সমর্থিত হয় নাই। তাঁহার মতে অব্যক্তাদি তত্ত্বগুলি পুরুষেরই বহিঃপ্রকাশ। মুঞ্জ ও ইষীকার শ্রুতিপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত সাহায্যে তিনি এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃতির ব্যক্তাবস্থারূপ সংসার হইতে পুরুষের নির্লিপ্ততাকে পরিষ্কাররূপে বুঝাইবার নিমিত্ত যাজ্ঞবল্ক্য জলমৎস্যন্যায়, পুষ্করোদক-ন্যায়, মশকোডুম্বর-ন্যায় এবং উখাগ্নি-ন্যায়ের অবতারণা করিয়াছেন।

যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশে যে ভঙ্গীতে পুরুষের একত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা বেদান্তদর্শনের জীবনিরূপণের মত। নীলকণ্ঠ এই অধ্যায়ের টীকার উপসংহারে—

'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'

এই শ্রুতিবাক্যটি উদ্ধার করিয়াছেন। অবিদ্যায় আচ্ছন্ন পুরুষ যতকাল আপনার আনন্দময়ত্ব ও নির্লেপত্ব অনুভব করিতে পারেন না, ততকাল পর্যন্ত দেহাদিতে অহংবুদ্ধির নিবৃত্তি হয় না। এই অবস্থায় প্রকৃতির ধর্ম আপনাতে আরোপ করিয়া পুরুষ তাহারই সুখে ও দুঃখে বিমূঢ় হইয়া থাকেন। অসঙ্গ হইয়াও অহঙ্কারবশে তিনি সংসারে লিপ্ত, শুদ্ধ হইয়াও অশুদ্ধ। ত্রিগুণা প্রকৃতির অনুগতরূপে আপনাকে মনে করেন বলিয়া তিনি সগুণ।

কল্পিত মহদাদি তত্ত্বগুলি প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হইলে যেমন একমাত্র প্রকৃতিই অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ পঞ্চবিংশতিতত্ত্বরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ অক্ষর পুরুষও আপনার স্বরূপ জ্ঞানের দ্বারা ষড়বিংশতত্ত্বতা প্রাপ্ত হন। অবিদ্যার উচ্ছেদই পুরুষের স্বরূপজ্ঞানের হেতু।

অন্যোঽহমন্যেয়মিতি যদা বুধ্যতি বুদ্ধিমান্।
তদৈব তত্ত্বতামেতি ন চাপি মিশ্রতাং ব্রজেৎ॥ ১২।৩০৭।২০

অবিদ্যা যখন পুরুষের নিকট ধরা পড়ে, তখন পুরুষ তাঁহার পূর্ব অজ্ঞানতার জন্য অতিশয় লজ্জিত হন। পুরুষের সেই সময়কার নানাবিধ খেদোক্তিও শুনিতে পাওয়া যায়। যথা—

কিং ময়া কৃতমেতাবদ্ যোঽহং কালমিমং জনম্
মৎস্যো জালং হ্যবিজ্ঞানাদনুবর্তিতবানিহ॥ ইত্যাদি। ১২।৩০৭।২৪-৩২

প্রকৃতি অপ্রতিবুদ্ধ, অর্থাৎ জড়স্বভাব। পুরুষ বুধ্যমান, অর্থাৎ আপনার স্বরূপ বুঝিবার মত যোগ্যতা তাঁহার আছে। বুধ্যমানের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তিকেই মুক্তি বলা হইয়াছে।

যদা স কেবলীভূতঃ ষড়্বিংশমনুপশ্যতি
তদা স সর্ববিদ্বিদ্বান্ন পুনর্জন্ম বিন্দতি ॥
এবমপ্রতিবুদ্ধশ্চ বুধ্যমানশ্চ তেঽনঘ।
বুদ্ধশ্চোক্তো যথাতত্ত্বং ময়া শ্রুতিনিদর্শনাৎ ॥ ১২।৩১৮।৮০, ৮১

নীলকণ্ঠ 'শ্রুতিনিদর্শনাৎ' অংশের ব্যাখ্যায় 'য এবং বেদ অহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্বং ভবতীতি শ্রুতৌ ব্রহ্মপদেন নির্বিশেষং সর্বপদেন কেবলাদিকঞ্চ গ্রাহ্যমিতি দর্শিতম্'—এইরূপ বলিয়াছেন। বুধ্যমান শব্দে পুরুষকে এবং বুদ্ধ শব্দ ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে।

কাপিলসাংখ্যের মতে পুরুষ ও বুদ্ধি—এতদুভয়ের ঔদাসীন্য বা অসম্বন্ধ, অর্থাৎ পৃথক্ভাবে অবস্থানকে মুক্তি বলে। অথবা কেবল পুরুষের ঔদাসীন্যকেও মুক্তি বলা হয়। মুক্তি পুরুষের নিত্যসিদ্ধ। অবিবেকের দ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকায় মুক্ত পুরুষের সুখ দুঃখাদির অভিমান হয়। ইহাই বন্ধন। বন্ধন অপসারিত হইলেই মুক্তির স্বরূপ প্রকাশিত হয়। তাই বলা হইয়াছে—'জ্ঞানান্মুক্তিঃ'। ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই তন্মতে মুক্তি-পদার্থ।

মহাভারত বলিতেছেন—ইন্দ্রিয়াদি কার্য এবং প্রকৃতিরূপ কারণকে জীব তুচ্ছ পদার্থরূপে জানিয়া সর্ববিধ অভিমানত্যাগপূর্বক নির্দ্বন্দ্ব নারায়ণে প্রবিষ্ট হওয়া অর্থাৎ আপনাকে পরম ব্রহ্মের সহিত এক বলিয়া অনুভব করাই জীবের মুক্তি।

প্রকৃতিং চাপ্যতিক্রম্য গচ্ছত্যাত্মানমব্যয়ম্।
পরং নারায়ণাত্মানং নির্দ্বন্দ্বং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥
বিমুক্তঃ পুণ্যপাপেভ্যঃ প্রবিষ্টস্তদনাময়ম্।
পরমাত্মানমগুণং ন নিবর্ততি ভারত ॥ ১২।৩০১।৯৬, ৯৭

সৃষ্টি অথবা অপবর্গের নিমিত্ত সাংখ্যসূত্রাদিতে ঈশ্বর স্বীকারের উপযোগিতা অনুভূত হয় নাই। পরন্তু মহাভারতের সাংখ্যবিচারে সৃষ্টি এবং মুক্তি আলোচনায় ঈশ্বরের উপযোগিতা প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদান্তের মুক্তি নিত্যপদার্থ ব্রহ্মস্বরূপ, মহাভারতীয় সাংখ্যোক্ত মুক্তিও নিত্যপদার্থ। বশিষ্ঠ এবং যাজ্ঞবল্ক্যের উপদিষ্ট সাংখ্যবিদ্যা কপিলের সাংখ্যবিদ্যার সহিত সর্বাংশে এক নহে। পুরুষের একত্ব এবং বুধ্যমানের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তিরূপ মোক্ষের কথা শুধু মহাভারতেই পাওয়া যায়।

সোঽয়মেবং বিমুচ্যেত নান্যথেতি বিনিশ্চয়ঃ।
পরশ্চ পরধর্মা চ ভবত্যেষ সমেত্য বৈ ॥
বিশুদ্ধধর্মা শুদ্ধেন বুদ্ধেন চ স বুদ্ধিমান্
বিমুক্তধর্মা মুক্তেন সমেত্য পুরুষর্ষভ ॥ ১২।৩০৮।২৬, ২৭

জ্ঞান হইতে মুক্তি লাভ হয়—মহর্ষি কপিলের এই অভিমতের সহিত মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সাংখ্যের প্রধান আরও একটি পার্থক্য এই যে, জ্ঞানের সহিত ঈশ্বরে আত্মসমর্পণরূপ ভক্তিকেও সহকারী কারণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

নমো ভগবতে কৃত্বা সমাহিতমতির্নরঃ।
আতুরো মুচ্যতে রোগাদ্ বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ১২।৩৪০।১১৪
মাং প্রবিশ্য ভবন্তীহ মুক্তা ভক্তাস্তু যে মম। ১২।৩৩৯।৪৩

শ্রুতিসিদ্ধ নিদিধ্যাসন অর্থাৎ যোগানুষ্ঠানই চিত্তকে মালিন্যমুক্ত করিবার উপায়। মহাভারতে সাংখ্য ও যোগকে অভিন্ন বলা হইয়াছে। একই উদ্দেশ্যে উভয়ের উপবেশ। বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—সাংখ্য ও যোগ—উভয় শাস্ত্রই আমি বিবৃত করিলাম। উভয়ের সাধন প্রণালী ও কৈবল্য বা নির্বাণরূপ চরম ফল একই। তথাপি দুই শাস্ত্র উপদেশের প্রয়োজন এই যে, যাঁহারা আত্মতত্ত্ব শ্রবণের পরেই উপাসনায় মনোনিবেশ করেন, তাঁহারা 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাকাব্যের অর্থ বিচার না করিয়াই যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। যোগের জ্ঞান তাঁহাদের কাছে গৌণ, সাংখ্যবিদ্যাই প্রধান। আর যাঁহারা উপাসনা করেন নাই, শুধু আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহাদের উপাসনা সম্পাদনের নিমিত্ত যৌগিক প্রণালীই মুখ্যভাবে অবলম্বনীয়, সাংখ্যবিদ্যা তাঁহাদের নিকট গৌণ। এই হেতু অধিকারিভেদে উভয়েরই সার্থকতা।

যোগানুষ্ঠানের ফল ক্রমে ক্রমে প্রত্যক্ষ করা যায়। এই কারণে যোগশাস্ত্র প্রত্যক্ষ। সাংখ্যজ্ঞান শাস্ত্রগম্য, স্বল্পানুষ্ঠানে কিছুই অনুভূত হয় না। সাংখ্যজ্ঞানের সহিত যোগানুষ্ঠানের মিলন হইলে শীঘ্র শীঘ্র পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎকার ঘটে। সাংখ্য-জ্ঞানের সহিত মিলনে যোগের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

সাংখ্যযোগৌ ময়া প্রোক্তৌ শাস্ত্রদ্বয়নিদর্শনাৎ
যদেব শাস্ত্রং সাংখ্যোক্তং যোগদর্শনমেব তৎ ॥
প্রবোধনকরং জ্ঞানং সাংখ্যানামবনীপতে।
বিস্পষ্টং প্রোচ্যতে তত্র শিষ্যাণাং হিতকাম্যয়া ॥ ১২।৩০৭।৪৪,৪৫
প্রত্যক্ষহেতবো যোগাঃ সাংখ্যাঃ শাস্ত্রবিনিশ্চয়াঃ।
উভে চৈতে মতে জ্ঞানে নৃপতে শিষ্টসম্মতে ॥
অনুষ্ঠিতে যথাশাস্ত্রং নয়েতাং পরমাং গতিম্। ১২।৩০০।৭, ৮

পতঞ্জলি বলিয়াছেন—চিত্তবৃত্তির নিরোধকে যোগ বলে, আর মহাভারতকার বলিতেছেন—

যোগ এষ হি যোগানাং কিমন্যদ্ যোগলক্ষণম্। ১২।২৩৯।৩২

—ঈশ্বরের সহিত মিলন এবং সর্বত্র তাঁহার সত্তার উপলব্ধিকে যোগ বলে।

উদ্যোগপর্বে সনৎকুমারের উপদেশেও যোগবিদ্যার নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। যোগবিদ্যাকে সেই প্রকরণে ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। একমাত্র পরমপুরুষকে জানিতে পারিলেই জীব জন্মমৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে, অন্য কোন পন্থা নাই। সকল বিদ্যা ও উপাসনার সার্থকতা আত্মদর্শনে। অযোগী অকৃতাত্মা পুরুষ কিরূপে কৃতাত্মা জনার্দনের তত্ত্ব অবগত হইবেন ? ভগবান্ সনৎকুমার পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—একমাত্র যোগীরাই তাঁহাকে জানিতে পারেন। এই জানাই সকল সাধনার চরম ফল বা কৈবল্য। ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সঞ্জয়ের উক্তিতেও একই কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্। ৫।৪৬শ অ।

নাকৃতাত্মা কৃতাত্মানং জ্ঞাতু বিদ্যাজ্জনার্দনম্

আত্মনস্তু ক্রিয়োপায়ো নান্যত্রেন্দ্রিয়নিগ্রহাৎ॥ ৫।৬৯।১৭

আগমাধিগতাদ্ যোগাদ্ বশী তত্ত্বে প্রসীদতি। ৫।৬৯।২১

মহাভারতে কর্মকাণ্ডকে জ্ঞানকাণ্ডের শেষ বা অঙ্গরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বর্ণাশ্রম বিহিত কর্মের দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তি শাস্ত্রীয় বিধান শিরোধার্য করিয়া অনুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তের মালিন্য দূর করিবেন।

ঋজূনাং সমনিত্যানাং স্বেষু কর্মসু বর্ততাম্।

সর্বমানন্ত্যমেবাসীদিতি নঃ শাশ্বতী শ্রুতিঃ॥ ১২।২৬৯।১৮

যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানও যথাবিধি সম্পন্ন হইলে সেই অনুষ্ঠানরূপ ধর্ম হইতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যেষাং ধর্মে চ বিস্পর্ধা তেষাং তজ্জ্ঞানসাধনম্। ৫।৪২।২৮

কর্মে রত থাকিয়াই জনকাদি কর্মবীরগণ মুক্তিলাভ করিয়াছিলেম। মহাভারতের কর্মকাণ্ডেও ঈশ্বরের স্থানই প্রধান। ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত কর্ম মুক্তির প্রযোজক।

মহাভারতের ভিতরে ষোলখানি গীতা কীর্তিত হইয়াছে। যথা—ভীষ্মপর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শান্তিপর্বে উতথ্যগীতা, বামদেবগীতা, ঋষভগীতা, ব্রহ্মগীতা, ষড়্জ গীতা, শম্পাক গীতা, মঙ্কিগীতা, বোধ্যগীতা, বিচখ্নুগীতা, হারীতগীতা, বৃত্রগীতা ও হংসগীতা এবং অশ্বমেধপর্বে অনুগীতা ও ব্রাহ্মণগীতা।

এই মহামূল্য গ্রন্থগুলির মধ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বহুজনজ্ঞাত এবং সর্বত্র সমাদৃত। অপর গীতাসমূহের উপদেশ প্রথমতঃ উপাখ্যানাদির যোগ থাকিলেও মূল সুর সকলেরই সমান। বিষয় তৃষ্ণাপরিত্যাগ, সংযম ও যোগ সাধনার ফলে

মানব জীবন সার্থকতা লাভ করে এবং মুক্তিই পরম পুরুষার্থ—এই উপদেশটি সর্বত্রই শুনিতে পাই।

পাঞ্চরাত্র, পাশুপত প্রভৃতি শাস্ত্রের কিছু কিছু সিদ্ধান্তও মহাভারতে পাওয়া যায়। মহাভারতকার এই সকল শাস্ত্রকেও প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

পাঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বেত্তা তু ভগবান্ স্বয়ম্। ১২।৩৪৯।৬৮
সাংখ্যং যোগং পাঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা
জ্ঞানান্যেতানি রাজর্ষি বিদ্ধি নানামতানি বৈ ॥ ১২।৩৪৯।৬৪
এবমেকং সাংখ্যযোগং বেদারণ্যকমেব চ।
পরস্পরাঙ্গন্যেতানি পাঞ্চরাত্রঞ্চ কথ্যতে ॥ ১২।৩৪৮।৮১

শ্রুতিপ্রধান, তর্কপ্রধান ও ভক্তিপ্রধান সকল শাস্ত্রেই ঈশ্বরকে জীবের চরম উপেয়রূপে কীর্তন করা হইয়াছে। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ঈশ্বরের তত্ত্বনিরূপণ এবং মোক্ষের উপায় প্রদর্শনই শাস্ত্রসমূহের প্রধান লক্ষ্য।

সর্বেষু চ নৃপশ্রেষ্ঠ জ্ঞানেষ্বেতেষু দৃশ্যতে।
যথাগমং যথান্যায়ং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রভু ॥ ১২।৩৪৯।৬৮

সমুদ্র হইতে প্রসৃত জলরাশি যেরূপ পরিশেষে সমুদ্রেই প্রবেশ করিয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, নিখিল জলরাশিও সেইরূপ নারায়ণ হইতে প্রকাশিত হইয়া তাঁহারই তত্ত্বনিরূপণে সার্থকতা লাভ করে।

যথা সমুদ্রাৎ প্রসৃতা জলৌঘা—
স্তমেব রাজন্ পুনরাবিশন্তি।
ইমে তথা জ্ঞানমহাজলৌঘা
নারায়ণং বৈ পুনরাবিশন্তি ॥ ১২।৩৪৮।৮৩

মোক্ষধর্মে পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের প্রক্রিয়া ও প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

পঞ্চরাত্রবিদো যে তু যথাক্রমপরা নৃপ।
একান্তভাবোপগতাস্তে হরিং প্রবিশন্তি বৈ ॥ ১২।৩৪৯।৭২

সাত্ত্বিক, নৈর্গুণ্য, সর্বতৎপর, রাজসিক এবং তামসিক—এই পাঁচ প্রকার রাত্র বা জ্ঞানের বিষয় যে শাস্ত্রে আলোচিত হইয়াছে—তাহার সংজ্ঞা 'পঞ্চরাত্র'। এই শাস্ত্রে ভক্তিযোগেরই প্রাধান্য কীর্তিত হইয়াছে। একান্তভাবে নারায়ণে আত্মসমর্পণ করিলে জীব নারায়ণের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হন—ইহাই জীবের মুক্তি।

মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। ৬।৩২।১৫

গীতার এই বচনে যেরূপ মুক্তির স্বরূপ কীর্তিত হইয়াছে, পঞ্চরাত্রের উপদিষ্ট মুক্তিও একই প্রকার, অর্থাৎ অপুনরাবৃত্তি।

গীতার সার সঙ্কলন করিলেও আমরা ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তিরূপ মুক্তির কথাই জানিতে পারি। নিষ্কাম কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সাধনায় জীব বিশুদ্ধ হইয়া বিমল শান্তি উপভোগ করিতে থাকেন। সর্বভূতে সমদর্শন, সর্বত্র ঐশী বিভূতির অনুভূতি প্রভৃতি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। এই অবস্থায় তাঁহার সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। কোন কর্ম আর তাঁহাকে অজ্ঞানাবদ্ধ করিতে পারে না। ঈশ্বরের সাধর্ম্যলাভ এবং তাঁহাতেই স্থিতির নাম মুক্তি। যাঁহার চিত্তে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তিনি ইহলোকেই পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন। সমদর্শী ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মেই স্থিত। যতদিন পর্যন্ত জীব পরমপদ লাভ করিতে না পারেন, ততদিন আর কিছুতেই দুঃখের নিবৃত্তি হইবে না।

ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত শাশ্বত অব্যয়পদ লাভ করা জীবের পক্ষে সম্ভবপর নহে। তাঁহার চরণে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া একমাত্র তাহার শরণ লইতে পারিলেই তিনি তাঁহার ভক্তকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। জীব তাঁহারই সাধর্ম্য লাভ করিয়া চিরশান্তি উপভোগ করে। ইহাই জীবের মুক্তি। এই সকল বচন তাঁহারই মুখনিঃসৃত।

অনেকগুলি লোকায়ত মত এবং অবৈদিক বৌদ্ধাদি মতও মহাভারতে স্থান পাইয়াছে। পরন্তু ব্যাসদেব পূর্বপক্ষরূপে সেইগুলির অবতারণা করিয়া আস্তিক মত অনুসরণে খণ্ডনও করিয়াছেন। মহাভারতে এই সকল আলোচনা দেখিয়া কেহ কেহ অভিমত প্রকাশ করেন যে, মহাভারত গৌতম বুদ্ধের পরবর্তীকালের গ্রন্থ। এই মন্তব্যের মূলে কোন দৃঢ় যুক্তি নাই। শাক্যসিংহের জন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্বেও এই সকল সিদ্ধান্ত প্রচারিত ছিল। শাক্যসিংহ এই মতের পরবর্তী অন্যতম প্রচারক মাত্র।

মুক্তি দুই প্রকার—জীবন্মুক্তি ও কৈবল্য বা নির্বাণ। গীতাকীর্তিত স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষই জীবন্মুক্ত। জীবন্মুক্তের স্বরূপ সম্বন্ধে আরও কথিত হইয়াছে—

চিত্তস্য হি প্রসাদেন হিত্বা কর্ম শুভাশুভম্
প্রসন্নাত্মাত্মনি স্থিত্বা সুখমানন্ত্যমশ্নুতে॥ ১২।১৮৭।৩০

অবিদ্যার নাশ হইলেও তাহার কার্য দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদি তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় না। এই অবস্থায় মুক্ত জীবকেও দেহ ধারণ করিয়া সংসারে থাকিতে হয়। ইহাই সেই জীবের জীবন্মুক্তি।

গুণা গুণবতঃ সন্তি নিগু'ণস্য কুতো গুণাঃ।
তস্মাদেবং বিজানন্তি যে জনা গুণদর্শিনঃ॥ ১২।৩০৫।২৯

যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে প্রশ্ন করিয়াছেন—

কেন বৃত্তেন বৃত্তজ্ঞ বীতশোকশ্চরেন্মহীম্।
কিঞ্চ কুর্বন্ নরো লোকে প্রাপ্নোতি গতিমুত্তমাম্॥ ১২।১৭৯।১

উত্তরে পিতামহ প্রহ্লাদ ও আজগর-মুনির সংবাদ যুধিষ্ঠিরের নিকট বিবৃত করিয়াছেন। আজগর-মুনি গীতার ভাষায় স্থিতপ্রজ্ঞ। প্রহ্লাদ তাঁহার আচরণ দেখিয়া বলিয়াছিলেন—

নানুতিষ্ঠতি ধর্মার্থে ন কামে চাপি বর্তসে।
ইন্দ্রিয়ার্থাননাদৃত্য মুক্তশ্চরসি সাক্ষিবৎ॥ ১২।১৭৯।৭

অধ্যাত্মকথনাধ্যায়ে, শোনা যায়—

যথা বারিচরঃ পক্ষী সলিলেন ন লিপ্যতে।
এবমেব কৃতপ্রজ্ঞো ভূতেষু পরিবর্ততে। ১২।১৯৪।৪৭
ইতীমং হৃদয়গ্রন্থিং বুদ্ধিভেদময়ং দৃঢ়ম্
বিমুচ্য সুখমাসীত ন শোচেচ্ছিন্ন সংশয়ঃ॥ ১২।১৯৪।৫২

নির্বাণমুক্তিতে জীবের গতি অচিন্ত্য।

শকুনানামিবাকাশে মৎস্যানামিব চোদকে।
পদং যথা ন দৃশ্যেত তথা জ্ঞানবিদাং গতিঃ॥ ১২।১৮১ ১৯

এই সকল বিষয়ে নানা ভঙ্গীতে এত বিচিত্র বচনরাশি পাওয়া যায় যে, উদ্ধার করিতে যাইয়া যেন বচন সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে হয়।

অশ্বমেধপর্বের গুরুশিষ্য সংবাদে (৪৯শ অ) দেখিতে পাই, জগতে ধর্মাদি বিষয়ে নানাবিধ মতবাদ দেখিয়া সন্দিহান ঋষিগণ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করিয়াছেন—'ভগবন্, ধর্মের গতি বিচিত্র, কোন মতকে অবলম্বন করিয়া চলিব?' দেহের নাশের পরেও আত্মা থাকেন—ইহা এক সম্প্রদায়ের অভিমত। একদল তাহা স্বীকার করেন না (লোকায়ত)। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, সমস্তই সংশয়িত (সপ্তভঙ্গীনয়বাদী জৈনগণ)। এক সম্প্রদায় সকল বস্তুকেই পৃথক্‌রূপে অবস্থিত বলিয়া মনে করেন (তৈর্থিক)। কেহ কেহ অধিকাংশ বস্তুরই উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করেন (তার্কিকাদি)। এক সম্প্রদায় জগৎপ্রবাহের নিত্যতা স্থাপনে প্রয়াসী (মীমাংসক)। কেহ কেহ শূন্যবাদ সমর্থন করেন (শূন্যবাদী বৌদ্ধ)।

অপর সম্প্রদায় বস্তুমাত্রেরই ক্ষণিকতা কীর্তন করিয়া থাকেন। বিজ্ঞানই জ্ঞেয় ও জ্ঞাতৃরূপে দ্বিধা বিভক্ত—ইহাও এক দলের অভিমত (যোগাচার)। কেহ কেহ সকল বস্তুকেই পরস্পর ভিন্ন বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন (উড়ুলোম)। একদল আচার্য একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত অপর বস্তুর সত্তা স্বীকার করেন না। কেহ কেহ কর্মকেই সংসারের কারণরূপ সিদ্ধান্ত করেন। এক সম্প্রদায় দেশ ও কালের সর্বকারণত্ব স্বীকার করেন। দৃশ্যমান জগৎ স্বপ্নরাজ্যের মত অলীক—ইহাও সম্প্রদায় বিশেষের অভিমত।

আচারের দিক্ দিয়া লক্ষ্য করিলেও দেখা যায়, কেহ কেহ জটা ও অজিন ধারণ করেন। একদল আবার মুণ্ডিত মস্তকে বিচরণ করেন। কেহ বা নগ্নতার পক্ষপাতী। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যই এক সম্প্রদায়ের অভিপ্রেত। অপর সম্প্রদায় গার্হস্থ্যকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া থাকেন। কোনও সম্প্রদায়ের মতে উপবাসাদি কৃচ্ছ্রাচারের দ্বারা শরীরের পীড়নই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। কেহ কেহ কৃচ্ছ্রাচারকে অধর্ম বলিয়া মনে করেন। এক শ্রেণীর লোক কর্মলিপ্ততার পক্ষপাতী। অপর সম্প্রদায়ের মতে সন্ন্যাস ব্যতীত কল্যাণ নাই। মোক্ষই একদলের মতে পরম পুরুষার্থ। অন্য দল ভোগকেই সর্ববিধ সুখের হেতু বলিয়া মনে করেন। এক সম্প্রদায় অকিঞ্চনতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অন্যদল অর্থকেই পরম পুরুষার্থ মনে করেন। কেহ কেহ বেদবিহিত প্রাণিহত্যার পক্ষপাতী। অপর সম্প্রদায় এই প্রকার হিংসাকেও নিন্দা করিয়া থাকেন। এক শ্রেণীর লোক পুণ্যজনক কর্মে সর্বদা লিপ্ত থাকেন। কেহ কেহ আবার পাপপুণ্যের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। কেহ যজ্ঞ, কেহ তপস্যা, কেহ বা জ্ঞানের প্রশংসায় অতি মুখর।

সাধনা এবং দার্শনিক বিচারে তৎকালে যে-সকল মত প্রচারিত ছিল, উল্লিখিত বিভিন্ন মতের আলোচনায় তাহার একটা সাধারণ ধারণা করা যায়। পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে নাস্তিকমতের খণ্ডন করিয়া ব্যাসদেব আস্তিক মত সমূহের সুনিপুণ সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। যিনি যে পথেই চলুন না কেন, দুঃখ পরিহারই যে সকলের চরম লক্ষ্য—এই কথা বলিয়া তিনি অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণের উক্তি কীর্তন করিতেছেন—

য এবং বিন্দেদাত্মানমগ্রাহ্যমমৃতাশনম্
অগ্রাহ্যোঽমৃতো ভবতি স এভিঃ কারণৈর্ধ্রুবঃ॥ ১৪।৫১।৩৪

এষা গতির্বিরক্তানামেষ ধর্মঃ সনাতনঃ।
এষা জ্ঞানবতাং প্রাপ্তিরেতদ্বৃত্তমনিন্দিতম্॥ ১৪।৫১।৩৮

সমেন সর্বভূতেষু নিস্পৃহেন নিরাশিষা।
শক্যা গতিরিয়ং গন্তং সর্বত্র সমদর্শিনা ॥ ১৪।৫১।৩৯
ততস্ত্বং সম্যগাচীর্ণে ধর্মেঽস্মিন্নরিকর্ষণ।
সর্বপাপাদ্ বিনির্মুক্তো মোক্ষং প্রাপ্স্যসি কেবলম্ ॥ ১৪।৫১।৪৮

মহাভারত গ্রন্থখানি বিস্ময়কর অতলস্পর্শ সুধাসমুদ্র। যতই অনুশীলন করুন না কেন, ইহার অফুরন্ত রস নিঃশেষে পান করিবার কল্পনাও সাধারণ মানবের সাধ্যাতীত। এই মহাগ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া বিচিত্র দৃষ্টিতে বহুমুখী আলোচনা দীর্ঘকাল চলিতেছে এবং অনন্তকাল চলিতে থাকিবে।

আমাদের ন্যায় সংসারাসক্ত অবিবেকী জীবের পক্ষে এই আলোচনা ব্যাসদেবের ভাষায়—

ন স জানাতি শাস্ত্রার্থং দর্বী সূপরসানিব। ২।৫৫।১

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

হরিঃ ওঁ

---

প্রস্তুত প্রবন্ধের মূল উদ্ধৃতিগুলি ১৮২৬ শকাব্দে বঙ্গবাসী প্রকাশিত পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সম্পাদিত মহাভারত হইতে গৃহীত।



## OPINIONS

"I have now completed the reading of the works published in the Calcutta Sanskrit College Series of Texts and Studies. All the works break new ground, are models of industry and research and are creditable performances.

*Mm Dr. P. V. Kane*

**Chandogya Brahmana**

"A brilliant success worthy of emulation."

*Mm Dr. Gopinath Kaviraj*

"We had to wait for an epoch to get a critical edition of this treatise. The edition is correct and well presented."

*Louis Renou.*

**Studies in the Upapuranas**

"The work is a literature of painful research."

*Lonis Renou.*

"It is a scholarly work. The author has carefully brought out the important date. His discussion of their chronology is masterly in character."

*Ramesh Chandra Majumdar.*

**Paippalada-samhita**

I consider the happy discovery the Orissa manuscripts of this Samhita as *one of the greatest events in Indology.*

*Prof. Dr. Ludwig Alsdorf.*
**Universitat Hamburg**

**Samkhya-Darsana**

"It is a comprehensive survey of the doctorines sponsored by it and their farflung influence on the subsequent religions and philosophical speculations of India......Even a sporadic or selective reading of the important chapters of the book will be beneficial to all and sundry."

*Dr. Satkari Mookherjee.*

**The Audumbaras**

The plates and the map at the end are highly useful. The Booklet is a welcome edition to the list of original works on early Indian tribes.

*The Hindu, dated May* 15, 1966.

**Our Heritage**

"This journal has brought out many valuable studies and articles."

*Dr. V. Raghavan.*

"A high class journal."

*Dr. Umesh Mishra.*

"The articles are the best that I have seen in any journal of Indian Studies for a long time."

*Prof. Daniel H. H. Ingalls, U.S.A.*